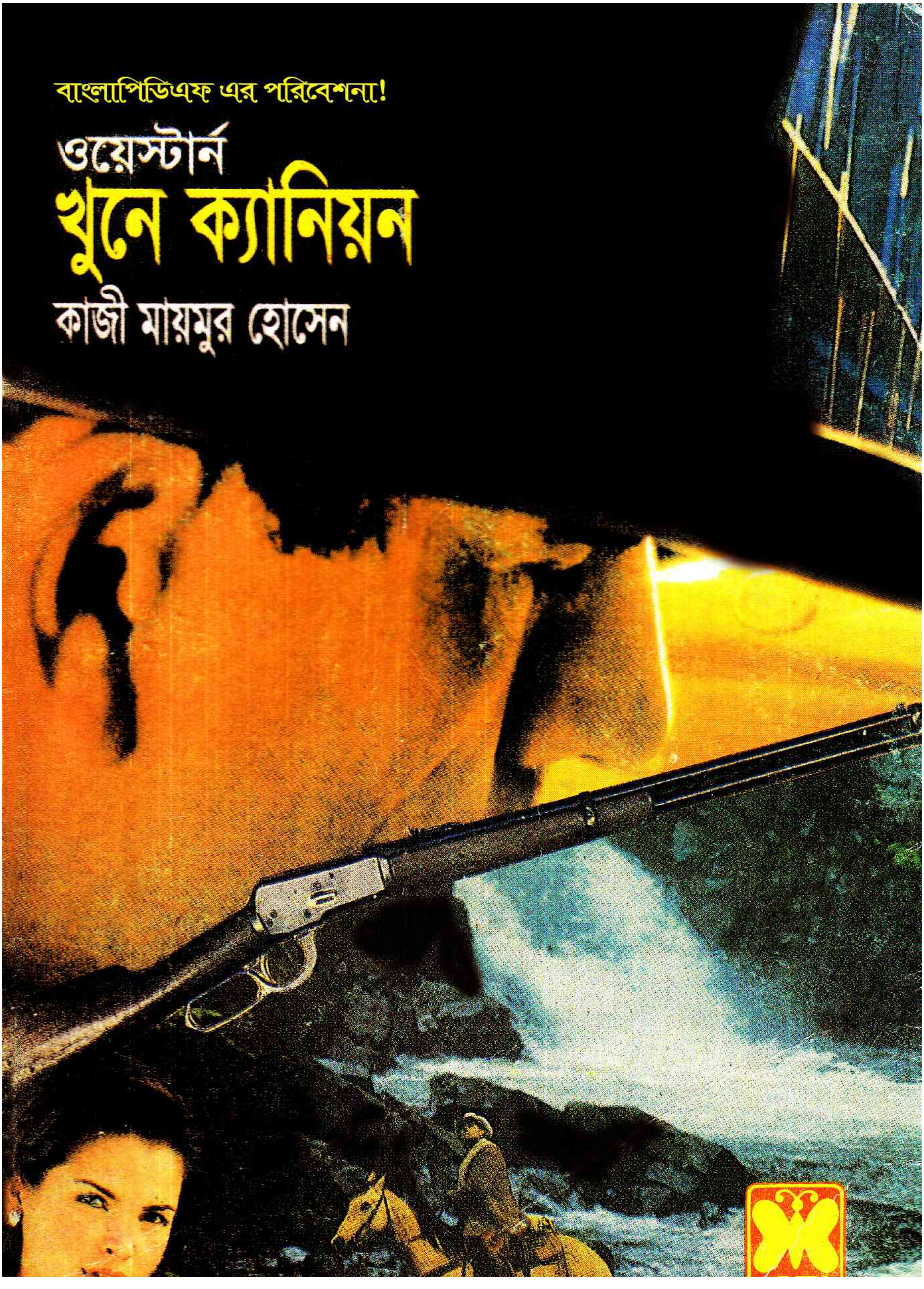

বাংলাপিডিএফ এর পরিবেশনা!
ওয়েস্টার্ন
খুনে ক্যানিয়ন
কাজী মায়মুর হোসেন

ওয়েস্টার্ন

খুনে ক্যানিয়ন

কাজী মায়মুর হোসেন

খুঁজে বের করতে হবে খুনে ক্যানিয়ন। ওখানে আস্তানা গেড়েছে ভয়ঙ্কর দস্যু বেন স্টার্ক এবং তার দলবল। খুনে ক্যানিয়ন খুঁজতে গিয়ে জীবিত ফেরে না কেউ। দুর্ধর্ষ ইউ এস ডেপুটি মার্শাল রন জনসন্নকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে চাইতেই বেঁকে বসল সে, স্রেফ জানিয়ে দিল মরার শখ নেই তার। পরিণতিতে জেলে পোরা হলো তাকে। জেল থেকে কৌশলে পালাল রক বেনন। সীমান্তের কাছাকাছি বেন স্টার্কের সঙ্গে দেখা হলো বেননের। ড্র করল বেনন, কিন্তু গুলির প্রচণ্ড ঝটকায় ওর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সিক্সগান। কি হবে এখন

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

খুনে ক্যানিয়ন

সেবা ওয়েষ্টার্ণ (বেনন)

কাজী মায়মুর হোসেন

স্ক্যানিং এবং এডিটিং - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

ওয়েস্টার্ন

খুনে ক্যানিয়ন

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8212-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.ne

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KHUNEY CANYON
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

ত্রিশ টাকা

খুনে ক্যানিয়ন

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী শ্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্নগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামানঃ দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।
আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তিপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ।

এক

এতোগুলো দিন সে পেছনে লেগে আছে যে দিনক্ষণ হিসেব করে বলতে পারবে না। ট্রেইল নেই কোন, একাকী পথ চলছে সে, রুক্ষ বন্ধুর বিরান জমিতে নিরবধি এগিয়ে চলেছে। এখন মনে হচ্ছে এই পথ চলা কোনদিনও শেষ হবে না। এমন মরীচিকার পেছনে সে ছুটছে যে মরীচিকার কথা ভাবে মাতাল ভ্যাকুয়েরো অথবা হুইস্কিতে ডুবে যাওয়া নিয়মিত সেলুন খদ্দের।

ধূসর ধুলোয় ছাওয়া রাইডারকে প্রায় রুগ্নই বলা যায়। তার ঘোড়াটার অবস্থাও ভাল নয়। চলে ফিরে বেড়াচ্ছে এটাই একটা বিস্ময়। ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম আলো ক্যানিয়নের দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে রাইডারের চোখে এসে লাগছে। তার বুকে ধূসর শার্টের বুক পকেটের ওপর সাঁটা ইউ এস মার্শালের ব্যাজটা চকচক করছে সে আলোয়।

সমস্যা হচ্ছে কেউ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে না সত্যিই কি খুনে ক্যানিয়নের অস্তিত্ব আছে কিনা। লোকে বলে ওখানে গেলে পাওয়া যাবে বেন স্টার্ক আর তার দলবলের দেখা। দুর্ধর্ষ একদল ডাকাত তারা। সান্টা ফে থেকে শুরু করে সিলভার সিটি পর্যন্ত ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে দলটা। ব্যাঙ্ক লুট, খনি আক্রমণ, স্টেজ ডাকাতি ইত্যাদি থেকে শুরু করে হেন কুকর্ম নেই যা তারা করে না। প্রতি ডাকাতির পর দলটা স্রেফ বাতাসে মিশে যায়, যেন মাটি ফাঁক হয়ে তাদের লুকানোর জায়গা করে দিয়েছে। আবার

দেখা দেয় তারা হিংস্র র‍্যাটল স্নেকের মতো, হানা দেয় অতর্কিতে।

আগন্তুক জানে বেন স্টার্কের ভাল কোন লুকানোর জায়গা আছে। কিন্তু এল পাসো থেকে প্যানহ্যান্ডেল পর্যন্ত সমস্ত এলাকা চষে বেড়িয়েও স্টার্কের হাইডআউটের কোন খোঁজ বের করতে পারেনি আইনের লোকরা। কোনমতেই ধ্বংস করা যাচ্ছে না দলটা। কর্তব্যের পাশাপাশি লাভেরও ব্যাপার তাদের ধরতে পারা। পাঁচ হাজার ডলার বাউন্টি মানি নির্ধারিত করা হয়েছে বেন স্টার্কের মাথার ওপর। তার স্যাঙাতদের জন্যে পুরস্কার আছে এক হাজার ডলার করে। এছাড়া যে আধ মিলিয়ন ডলার তারা লুট করেছে তার খোঁজ বের করতে পারলে শতকরা বিশ ভাগ পাবে উদ্ধারকারী।

আগন্তুক এল পাসো ডিস্ট্রিক্টের ইউ এস মার্শালদের মধ্যে ট্র্যাকিঙে সবচেয়ে বেশি দক্ষ। ছেলেবেলাটা শান্তিপূর্ণ ইন্ডিয়ানদের মাঝে কাটিয়েছে সে, অর্জন করেছে নিঃশব্দে অনুসরণ করার দক্ষতা। সে শপথ করেছে বেন স্টার্কের গোপন আস্তানার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়বে না, পুরস্কারের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে না। ট্রেইলে নামার আগেই সে জেনেছে যে বাউন্টি হান্টার আর আইনের লোকরা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারা ধরে নিয়েছে খুনে ক্যানিয়ন আসলে গুজব ছাড়া আর কিছু নয়।

রুক্ষ ডায়াব্লো রেঞ্জ পার হবার সময় এক মেক্সিকান মেষপালককে ধরে জেরা করেছে সে। লোকটা কাদের কাছে যেন ওর আগমন বার্তা জানাচ্ছিল ধোঁয়ার সঙ্কেত দিয়ে। অস্ত্রের মুখে তাকে বন্দি করে আগন্তুক। ভীত লোকটা স্বীকার করেছে যে খুনে ক্যানিয়নের অস্তিত্ব সত্যি আছে। জিলা নদীর কোথাও আছে ক্যানিয়নটা, এছাড়া সে আর কিছু জানে না। বলেছে, 'সেনিয়র,

খুনে ক্যানিয়ন

সন্তদের শপথ করে বলছি, খুনে ক্যানিয়ন জিলা নদীর কোথাও, এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

লোকটাকে আচ্ছামতো পিটিয়ে আধমরা করে বেঁধে রেখে আবার এগিয়েছে দীর্ঘদেহী আগন্তুক, জানে দু'একদিনের মধ্যে লোকটার কাছে কেউ না কেউ আসবে, উদ্ধার করবে তাকে।

এরপর সোজা এগিয়েছে সে জিলা নদীর দিকে।

নিউ মেক্সিকো আর অ্যারিজোনার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে পাঁচশো মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে জিলা নদী। এতো বড় একটা পাহাড়ী এলাকায় কোথায় খুনীদের ক্যানিয়ন তা জানা রীতিমতো অসম্ভব একটা কাজ। কিন্তু হাল ছাড়েনি সে। অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং নাছোড়বান্দা লোক সে। জিলা নদীর উৎস থেকে খুঁজতে খুঁজতে ভাটির দিকে এগোচ্ছে। পার হয়ে এসেছে অপূর্ব নৈঃসর্গিক দৃশ্যের মনোমুগ্ধকর পিনোস অ্যালটোস। আজ এক সপ্তাহ হলো নদীর পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে। একের পর এক ক্যানিয়ন আর গাল্‌শ্‌ খুঁজে ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে।

রক্তের মতো লাল টকটকে সূর্যটা এখন ডুবছে। পশ্চিম দিগন্ত লাল হয়ে গেছে। কমলা আভায় উদ্ভাসিত হলো পাহাড়গুলো। ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এলো তার ঘোড়া। ক্যাম্প করার জন্যে জায়গা খুঁজল সে। সামনেই এক পাশে দেখা যাচ্ছে জিলা নদী, রুপোলি একটা রেখা ধূসর পাথর আর ঝোপের মাঝ দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলেছে অজানায়। হঠাৎ করেই থামল আগন্তুক। নদীর উজানে নড়াচড়া চোখে পড়েছে। নদী ওখানে সরু, তীব্র স্রোত, দু'পাশে মসৃণ জেড পাথরের দেয়াল।

খরস্রোতা নদীর ওপর একটা বিশাল মোটা কটনউড গাছ ফেলে ব্রিজ বানানো হয়েছে। তার ওপারে সরু একটা টিলা। ফাঁক আছে তার গায়ে। বেশ কয়েকটা ফাঁক। প্রকৃতি তার অদ্ভুত

খেয়ালে পাহাড়ের মাঝে সমতল ভূমি তৈরি করেছে। ক্লিফের সামনে প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুয়েবলোটা। এখন স্রেফ ধ্বংসাবশেষ বললেই চলে পাহাড়ের গায়ে গড়ে তোলা বসতিটা। একটা পর একটা টেরেস উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ওগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে একটা প্রাচীন এবড়োখেবড়ো ভাঙাচোরা সিঁড়ি।

এ দৃশ্য তার কাছে নতুন নয়। প্রাচীন ইন্ডিয়ানদের এমন পাহাড়ী আবাস আগেও দেখেছে সে। গত কয়েক শতক ধরে এগুলো পরিত্যক্ত পড়ে আছে। বাসিন্দা যারা ছিল তারা রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। জনশ্রুতি আছে, ভিন্ন জগতে চলে গেছে তারা গোপন কোন দরজা পেরিয়ে। সেখান থেকে আর ফিরতে পারেনি বা চায়নি।

কিন্তু এই পুয়েবলোটা পরিত্যক্ত নয়! বেশ কয়েকটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পাদভূমিতে। পাথর আর অ্যাডোবির দেয়ালে যে ফুটোগুলো জানালা হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোতে ঝুলছে নানা বর্ণের কাপড়। একজন রাইডারকেও দেখা গেল। একটা দরজার সামনে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছে দুই মেক্সিকান যুবতী।

হঠাৎ করেই আগন্তুক অনুভব করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন যে কেউ ওই পুয়েবলো থেকে তাকে দেখতে পাবে। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করল সে। পেছনের কোন বোল্ডারের আড়ালে গিয়ে জায়গাটা ভাল করে দেখার ইচ্ছে। গর্জে উঠল একটা রাইফেল। গরম বাতাসের কারণে তীক্ষ্ণ শোনাল আওয়াজটা, মনে হলো বাতাসে সজোরে চাবুক ফুটিয়েছে কেউ। সোজা হয়ে বসল ডেপুটি মার্শাল, চেহারা ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল। অদৃশ্য আততায়ীর রাইফেল থেকে আরও দুটো বুলেট ছুটে এলো। বড় করে শ্বাস

ফেলল আইনরক্ষী, তারপর স্যাডলে কাত হতে শুরু করল তার দেহ। থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা। অতি ধীরে কাত হচ্ছে ডেপুটির দেহ। স্যাডল থেকে খসে পড়ল। ধপ করে মাটিতে পড়তেই একরাশ ধুলো উড়ল। মৃত ডেপুটি বিশপ জানল না সত্যিই খুনীদের ক্যানিয়নের খোঁজ পেয়েছিল সে।

দুই

এল পাসো।

গ্র্যান্ড নদীর তীরের ছোট একটা শহর, রোদের নিয়ত অত্যাচারে শুষ্ক। একমাত্র চওড়া রাস্তাটার দু'ধারে দোকান আর বাড়ি। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে ওয়্যাগন স্কুনারের দীর্ঘ লাইন। হিচরেইলগুলোতে বাঁধা আছে বেশ কিছু ঘোড়া। দোকানগুলোর ক্যানোপির ছায়ায় বসে আছে চওড়া ব্রিমের সমব্রেরো পরা মেক্সিকান পুরুষরা। গোটা চিত্রটা দেখলে মনে হয় অলসতায় ডুবে আছে শহর, যেন ঘুমন্ত কোন র‍্যাটল স্নেক।

করালের উল্টো পাশের দীর্ঘ হলদে অ্যাডোবির ঘরটাকে বড় বলা যাবে না। ভেতরে গরম কম হলেও ঘামছে সবাই। মোট ছ'জন। কঠোর লোক। কঠোর হতে হয়েছে বাঁচার তাগিদে। রেঞ্জের সাধারণ পোশাক সবার পরনে, বুকে ডেপুটি ইউ এস মার্শালের ব্যাজ। গম্ভীর প্রত্যেকের চেহারা।

একটু দূরেই মেক্সিকোতে যাবার পথ। রিয়ো গ্র্যান্ড এখানে

অগভীর। পারাপারের উপযোগী। অসংখ্য লোকের আনাগোনা চলছে শহরে। কেউ আসছে মেক্সিকো থেকে, কেউ যাচ্ছে মেক্সিকোয়, আবার জড়ো হয়েছে স্মাগলাররা। সীমান্তের সমস্ত আপদ এসে জুটেছে শহরে। সর্বক্ষণ আইন ভাঙার ঝুঁকি। তবে সেকারণে ইউ এস মার্শালদের চেহারা গম্ভীর নয়। তারা ভাবছে বেন স্টার্কের কথা।

রাগান্বিত বাঘের দৃষ্টিতে নিজের লোকদের দেখল ইউ এস মার্শাল ওয়েন ডি ওভারহোলসার, কুঁচকে আছে ভ্রূ দুটো, তারপর আবার হাতের দিকে তাকাল।

একটা রোলটপ ডেস্কের পেছনে পিঠ সোজা চেয়ারে বসে আছে সে। চওড়া কাঁধ, ছোট করে ছাঁটা চুল, এক নজরে দেখলে বুনো মোষের কথা মনে পড়ে যায়। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, কিন্তু নরম হয়নি মানুষটা। মরু অঞ্চলের রোদে পুড়ে চামড়া বাদামী রং ধরেছে। এখন তার চেহারায় ক্লান্তি আর অবষণ্নতার ছাপ। বিরাট এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আইন রক্ষার কাজে সে যেন হেরে যাচ্ছে। একটা ওয়ান্টেড পোস্টার দেখছে সে, ঠোঁটের কোণে পুড়ছে সিগার। ছোট্ট চৌকো জানালা দিয়ে বাইরের রোদে পোড়া উঠানের দিকে তাকাল। ওপাশে আছে জেলখানাটা। কিন্তু কিছুই দেখছে না সে।

জেলখানার পাশে ছোট ছোট অ্যাডোবির তৈরি বাড়ি। ওগুলো ডেপুটিদের বাসস্থান। বাড়িগুলোর সামনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্থূলবুদ্ধির জাগি। ডেপুটিদের কাজের লোক সে। বোকা। মুখে সর্বক্ষণ লেগে আছে অর্থহীন ফাঁকা হাসি। বেশ কিছুদিন হলো এশহরে এসে জুটেছে সে। রয়ে গেছে এখানেই। খাবার আর থাকার জায়গার বদলে ডেপুটিদের ফাই ফরমাশ খাটে।

সিগারটা ফেলে দিয়ে নিজের লোকদের ওপর নজর বোলাল

খুনে ক্যানিয়ন

ওভারহোলসার। কিছুক্ষণ পর কর্কশ স্বরে বলল, 'কথাটা মাথায় গেঁথে নাও। বিশপ শকুনের খাবার হয়ে গেছে।'

'বেন স্টার্ক?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল এক ডেপুটি।

'হ্যাঁ। ওর ঘোড়াটা ফিরে এসেছে। ঠিক যেমন ফিরেছিল জিম কার্সন আর বিল হারভের ঘোড়া। বুঝতে পারছি বিশপ কিলার্স ক্যানিয়নের খোঁজ পেয়েছিল।'

'আর বেন স্টার্ক পেয়েছিল ওর খোঁজ,' বলল আরেকজন ডেপুটি। হাতের নোটিসটা আরেকবার দেখল ওভারহোলসার। ব্লক ক্যাপিটাল লেটারে লেখা রয়েছে:

জীবিত অথবা মৃত, বেন স্টার্ককে ধরে দিতে পারলে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার। তার শারীরিক কোন বর্ণনা নেই। আন্দাজ করা হয় সে আইরিশ-স্কচ রক্তের। স্টার্ক দলের নেতা। প্রেয়ারি সিটি, কপার টাউনে ব্যাঙ্ক ডাকাতি এবং হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। স্টেজ এবং ট্রেইন ডাকাতির অভিযোগও প্রমাণিত। লুটের মাল উদ্ধার করতে পারলে বিশ পার্সেন্ট পুরস্কার।

আইন কিভাবে লোকটাকে ধরবে, আনমনে ভাবল ওভারহোলসার, যখন লোকটার কোন বর্ণনাই নেই! কেউ জানে না সে দেখতে কেমন!

'লোকটা এখন নিশ্চয়ই দাঁত বের করে টিটকারির হাসি হাসছে,' তিক্ত গলায় বলল এক ডেপুটি।

'হ্যাঁ। স্টার্ক হয়তো আমাদের অফিসে এলো, কিন্তু আমরা তাকে চিনতে পারব না। নোটিসে কিচ্ছু নেই।'

চেয়ার ছেড়ে অস্থির পায়ে পায়চারি শুরু করল ওভারহোলসার। 'চালাক লোক এই বেন স্টার্ক,' কিছুটা যেন নিজেকেই বলল। 'আজ বারো বছর আইনের কাজ করছি, এমন চতুর লোকের দেখা পাইনি আগে কখনও। দলটা আক্রমণ করেই খুনে ক্যানিয়ন

বাতাসে মিলিয়ে যায়। স্রেফ গায়েব হয়ে যায়।

'একটা কথা আঁচ করছি, আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ সে জানে। কোন ডেপুটি খোঁজ করতে বের হলেই খবর পৌঁছে যায় তার কাছে। এইবার সাপটাকে আমি ফাঁকি দেব।'

কাজে নতুন যোগ দেয়া যুবক ডেপুটির দিকে তাকাল সে। লোকটার নাম রন জনসন। বড়জোর আটাশ হবে বয়স। পেশিগুলো দড়ির মতো পাকানো। দীর্ঘ লোক। কুচকুচে কালো চুল। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। অতীত সম্বন্ধে মুখ বন্ধ রাখে। সে কি করত তা জানা যায়নি। শুধু বলেছে রেড রিভারে গরুর পাল হারিয়ে কাজ খুঁজছিল। লোকটাকে পছন্দ হয়ে যায় মার্শাল ওভারহোলসারের। লোক দরকার ছিল তার। একটা শ্যুটিং প্রতিযোগিতা হচ্ছিল শহরে। প্রতিযোগিতায় রন জনসন অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়ে জিতে যাওয়ায় নিজে থেকে তাকে ডেপুটি হবার প্রস্তাব দিয়েছিল ওভারহোলসার। রন জনসন রাজি হয়েছে। আজ দশদিন হলো সে ইউ এস ডেপুটি মার্শালের কাজ করছে।

জাগি চলে এসেছে জানালার কাছে। জানালার কাঁচ মুছতে শুরু করল। কাঁচে বসা মাছি তাড়াচ্ছে মনের আনন্দে।

বিরক্ত হলো ওভারহোলসার, ধমকে উঠল, 'ভ্যামুস!'

একগাল হাসল জাগি, তারপর সরে গেল জানালার সামনে থেকে। তরুণ ডেপুটির দিকে আবার নজর ফেরাল মার্শাল। 'রন, এঘরে আমরা যারা আছি তাদের প্রত্যেকের চেহারার বর্ণনা জানে বেন স্টার্ক। প্রত্যেকে এক বছরের বেশি হলো এই পোস্টে আছে। কিন্তু তুমি ব্যতিক্রম। এক মাসও হয়নি তুমি সার্ভিসে যোগ দিয়েছ। সেকারণে তোমাকেই আমি দায়িত্ব দিচ্ছি কিলার্স ক্যানিয়ন খুঁজে বের করার।'

নতুন একটা সিগার বের করে ধরাল সে। ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে

চিন্তিত চেহারায় ডেপুটিকে দেখল। 'সন্ধের পর বেরিয়ে পড়বে তুমি। আমরা খবর ছড়িয়ে দেব যে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছ তুমি। শহরে দু'একদিন থাকবে তুমি। ভাব দেখাবে আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে আছো। বলবে আমার সঙ্গে বনিবনা হয়নি। তারপর জিলা কাউন্টির দিকে রওনা হয়ে যাবে। বিশপ ওদিকেই গিয়েছিল। ঘুরঘুর করবে তুমি ওদিকে। স্টার্ক গায়েব হয়ে যেতে পারে না। তাকে ধরা পড়তেই হবে। তার লোকদের মদ দরকার হবে, খাবার আর মেয়েমানুষও লাগবে। সতর্ক থাকলে খোঁজ পাবেই ওদের।'

শার্টের পকেট থেকে মোটা একটা কালো সিগার বের করে ধরাল রন জনসন। চেহারা নির্বিকার। বলল, 'জিলা কাউন্টি আমি চিনি না। টেক্সাসের সমতলে জন্ম আমার। সমতলেই অভ্যস্ত।'

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো ওভারহোলসারের। 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।'

'স্টার্কের হাতে খুন হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার,' শান্ত গলায় বলল বেনন।

কিছুক্ষণ কি করবে ভেবে পেল না ওভারহোলসার। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে নতুন ডেপুটির দিকে। তারপর হুঁশ ফিরল। অস্বাভাবিক নিরব হয়ে গেছে ঘরের ভেতরটা। ডেপুটিরা ওভারহোলসারের দিকে চেয়ে আছে। নিরবতা ভাঙল ওভারহোলসার। 'তুমি কি আমাকে বলতে চাইছ তুমি ভয় পেয়েছ?'

বিব্রত মনে হলো না বেননকে, নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'দোজখের আগুনে বরফের টুকরো যেমন মুহূর্তে গলে যাবে ততোটুকু সময়ও আমি টিকব না জিলা কাউন্টির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলে।'

'কাজেই যাবে না তুমি?'

'ঠিক ধরেছ।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ওভারহোলসার। চেহারা রাগে টকটকে লাল হয়ে গেছে। নিজেকে তিরস্কার করল। এতোদিন তার ধারণা ছিল মানুষ চেনে সে। এখন সেই ধারণা প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়েছে। রন জনসন কাপুরুষ এটা সে ভাবতেও পারেনি। শুকনো স্বরে বলল, 'তুমি কি জানো তুমি ওপরওয়ালার আদেশ অমান্য করছ?'

জবাব দিল না বেনন।

'গ্রেফতার করা হলো তোমাকে,' ধমকে উঠল ওভারহোলসার। 'টম, ওর গানবেল্ট আর ব্যাজ কেড়ে নাও! জেলে ভরো ওকে।'

শীতল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাতের ঝাপটায় বেননের আঙুল থেকে সিগারটা ফেলে দিল ডেপুটি টম। গানবেল্ট কেড়ে নিয়ে ব্যাজটা হ্যাঁচকা টানে শার্ট থেকে খসিয়ে আনল।

ডেস্কের কাছে গিয়ে একটা হাতকড়া চাবি সহ ডেপুটি টমের হাতে ধরিয়ে দিল ওভারহোলসার।

পিঠে ধাক্কা খেয়ে সামনে বাড়ল বেনন, পেছন দরজা দিয়ে ওকে ঠেলে বের করা হলো। নির্বিকার চেহারায় বাইরে বের হলো বেনন। দেখল সূর্যের প্রখর আলোয় জাগি বসে আছে জানালাটার নিচে, চোখ দুটো বন্ধ। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। অল্প অল্প নাক ডাকছে। ব্যাপারটা বেননের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকল। আশেপাশে প্রচুর ছায়া থাকার পরও জাগির ওভাবে খর তাপে থাকার কোন কারণ নেই সে যতোবড় পাগলই হোক না কেন।

অফিসের ভেতরে, দরজা দিয়ে বন্দি আর প্রহরী ডেপুটির দিকে তাকিয়ে আছে ওভারহোলসার। বিড়বিড় করে বলল, 'লোকটা আমাকে আশ্চর্য করল। দেখে মনে হয়েছিল ও এমন এক লোক যার ওপর নির্ভর করা যায়।'

'ঘোড়ার চামড়া দেখে জন্তুটা কেমন তা বোঝা যায় না,' দার্শনিক উক্তি ঝাড়ল এক ডেপুটি।

নাক দিয়ে বিরক্তির একটা আওয়াজ বের হলো ওভারহোলসারের।

তিন

ভোঁতা একটা আওয়াজ করে বেননের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল জেলখানার লোহার দরজাটা। একেবারেই যাচ্ছেতাই একটা ঘরে বন্দি রাখা হয়। রাখা হয় শুধু এক রাতের জন্যে, তারপর নিয়ে যাওয়া হয় কাউন্টি জেলে, অথবা স্টেট পেনিটেনশিয়ারিতে। বিরাট একটা ঘর। তিনদিকের দেয়াল ঘেঁষে কাঠের বেঞ্চ। সেটাতেই শোবার ব্যবস্থা। একদিকের দেয়ালে অনেক ওপরে লোহার গরাদ দেয়া একটা জানালা। সেটা দিয়ে সূর্যের সামান্য আলো আসছে।

ধপ করে বেঞ্চে বসল বেনন, সিগার বের করে ধরাল একটা। মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করছে সিগার ওরা কেড়ে নেয়নি বলে। কাপুরুষতা যদি ওকে বিব্রত করেও থাকে, চেহারা দেখে তা বোঝার কোন উপায় নেই। নির্বিঘ্ন শান্ত ভাবভঙ্গি, যেন যুক্তিসঙ্গত কাজই করেছে।

যেখানে বসে আছে সেখান থেকে মার্শালের অফিসটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জাগি এখনও শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে দেয়ালে হেলান দিয়ে। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে ডেপুটিদের আকৃতি দেখা যাচ্ছে। বেননের বুঝতে অসুবিধে হলো না কি নিয়ে তারা আলাপ

করছে।

স্টোররূম থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসায় জেগে উঠল জাগি। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেদিকে চলল। কোনা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সময় পার হচ্ছে, আস্তে আস্তে ঘন হচ্ছে ছায়া। একসময় পায়ের শব্দ পেল ও, এগিয়ে আসছে। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার শিকে হাত রেখে দাঁড়াল।

জাগি আসছে, হাতে একটা ছোবড়ার ম্যাট্রেস। তার পেছনে একজন ডেপুটি।

দরজাটা খোলা হলো। ফাঁকা হাসি হাসতে হাসতে ম্যাট্রেসটা এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল জাগি।

'খেতে দেবে কখন?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'তোমার মতো একটা কালো মনের কেঁচোর মতো কাপুরুষের পেছনে খামোকা সরকারী খাবার নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না,' ঘড়ঘড়ে গলায় জবাব দিল জেলার। চোখে তাচ্ছিল্য, বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা নিয়ে বেননকে দেখছে সে। দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। জেলার চলে গেল। জাগি বসে পড়ল দরজায় হেলান দিয়ে। যেকোন সময় সে ঘুমাতে পারে। এখনও তার তাই ইচ্ছে। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ।

অন্ধকার নেমেছে। উঠানের ওপাশে অফিসের জানালা দিয়ে বের হচ্ছে লণ্ঠনের হলুদ আলো। হালকা হালকা নাক ডাকছে জাগির।

জাগির দিকে মনোযোগ দিল বেনন। কাত হয়ে পড়ে আছে লোকটা। শুকনো হাঁটু ঢুকে আছে শিকের ভেতরে। শীর্ণ কাঁধ দুটো দেখলে মনে হয় কঙ্কালের। লোকটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেনি বেনন গত একয়দিনে। তবে এটা বুঝতে পেরেছে যে যতোটা পাগলাটে ভাব দেখায় লোকটা ততোটা পাগলাটে আদতে সে নয়।

দু'একবার অসতর্ক অবস্থায় তাকে পেয়েছে বেনন। তখন জাগির কালো চোখে খেলা করছিল চাতুরি।

পকেট থেকে একটা সোনার ঈগল বের করল বেনন। বিশ ডলার। 'জাগি!' ডাক দিল নিচু স্বরে।

আবছা আলোয় পাশ ফিরল জাগি, মুখে অর্থহীন ফাঁকা হাসি।

কয়েনটা উঁচু করে ধরল বেনন। 'এই সোনার টাকা চাই তোমার?'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার সামনে আড়মোড়া ভাঙল জাগি। শিক ধরে হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল।

'শোনো!' চাপা শোনাল বেননের কণ্ঠ। 'অফিসে যে ডেপুটি ডিউটি দিচ্ছে সে মাঝে মাঝে কফি খেতে রান্নাঘরে যায়। খেয়াল রাখবে তুমি। সে গেলেই আমার গানবেল্ট নিয়ে চলে আসবে এখানে। জেলের চাবিটাও আনবে। দরজা খুলে দিলেই সোনার টাকাটা দিয়ে দেব তোমাকে। বুঝেছ?'

'বুয়েনো,' সায় দিল জাগি। 'রাত বারোটার সময়। ডেপুটি আগে ঘুমাক।'

লোকটার বুঝে নেয়ার ক্ষমতা দেখে মনে মনে গাল দিল বেনন। 'আরও বিশ ডলার চাই তোমার?'

ঘন ঘন মাথা দোলাল জাগি।

'চাই।'

'আমার বেডরোলটা বার্নে নিয়ে রেখে এসো, তাহলে পাবে আরও বিশ ডলার।'

শুকনো হাত শিকের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল জাগি। ফাঁকা হাসি হেসে বলল, 'আগে বিশ ডলার দাও।'

'শালা জাতে মাতাল তালে ঠিক!' মনে মনে গাল দিল বেনন। 'আর লোকে একে মনে করে পাগল!' সোনার কয়েনটা জাগির

হাতের মুঠোয় ছেড়ে দিল ও বিতৃষ্ণ চেহারায়।

কয়েনটা পেয়ে পা ঘষটে ঘষটে চলে গেল জাগি।

অতি ধীরে পার হচ্ছে সময়। শিকের সামনে দাঁড়িয়ে সিগার ফুঁকছে বেনন, তাকিয়ে আছে আকাশে, দেখছে সহস্র কোটি নক্ষত্রের আলোয় সৃষ্টি অদ্ভুত নক্সা।

মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছে। মাঝরাত হতে চলল প্রায়। এখনও জাগির কোন দেখা নেই।

হয়তো সে আসবে না। জাগি হয়তো সত্যিই উত্তপ্ত কড়াইয়ে পড়া পপকর্নের মতোই পাগলাটে। হয়তো লোকটা সম্বন্ধে ওর ধারণা ভুল। হয়তো কোন ডেপুটিকে সব বলে ফেলেছে লোকটা। হয়তো কোন এক কোণে বসে সব ভুলে সোনার কয়েনটা নিয়ে খেলা করছে বাচ্চাদের মতো। কিছুই নিশ্চিত হবার উপায় নেই এখনও। সবটাই এখন জুয়া খেলা।

তারাজ্বলা রাতে সাদা কাপড় পরা কে যেন এগিয়ে আসছে, হঠাৎ করেই তাকে দেখতে পেল বেনন। শ্বাস আটকে তাকিয়ে থাকল।

দরজার কাছে পা ঘষটে ঘষটে এগিয়ে এসে দাঁড়াল জাগি। তালার ভেতরে চাবি ঢোকানোর মৃদু ধাতব শব্দ হলো। বোল্ট খোলা হলো ঘটাং করে। বিরক্ত হলো বেনন। বিরক্তি প্রকাশ না করে বেরিয়ে এলো জেল থেকে, তারপর নিঃশব্দে ভিড়িয়ে দিল লোহার দরজা। আবার তালা লাগাল জাগি। ঢোলা শার্টের তলা থেকে বেননের গানবেল্ট বের করে বাড়িয়ে দিল।

চট করে গানবেল্টটা পরে নিল বেনন, ·৪৫টা উরুর পাশে ঝোলাতে পেরে নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

'আমার রোলটা বার্নে নিয়ে রেখে এসেছ?' ফিসফিস করল ও।

মাথা দুলিয়ে নোংরা একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিল জাগি, সদ্য মুক্ত বন্দির দিকে চেয়ে ফাঁকা হাসি হাসছে। পকেটে হাত ভরে দ্বিতীয় স্বর্ণ ঈগলটা বের করে তার ঘর্মাক্ত হাতে দিল বেনন।

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল জাগি। ছায়ার মতো সরে গেল সে, একটু পরই একটা কোনা ঘুরে চলে গেল চোখের আড়ালে।

জাগি চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বেনন। মুক্তিটা বড় বেশি সহজে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে ওর। এটা কোন ফাঁদ হতে পারে। জাগি কোন চালাকি করেনি তো?

শীঘ্রি জানা যাবে, ভাবল বেনন। জেলখানার দেয়াল ঘেঁষে বার্নের দিকে পা বাড়াল ও, চোখ-কান পূর্ণ সজাগ। হঠাৎ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গেল। অফিসের পেছনের দরজা খুলে এক ডেপুটি বেরিয়ে এসেছে। পেছনের আলোয় তার আকৃতি কালো দেখাচ্ছে। রাতের প্রহরী সে। পুরো এক মিনিট জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। লোকটা কি জেনেশুনে বেরিয়ে এসেছে, প্রশ্ন জাগল বেননের মনে। একটু পর স্বস্তির শ্বাস ফেলল। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ডেপুটি।

আবার সামনে বাড়ল বেনন। পোস্টের পুবদিকে বেশ দূরে ঘোড়ার বার্ন, যাতে ঘোড়ার নাদার বাজে গন্ধ অফিসে না আসে।

জেল অফিস পেছনে ফেলে সামনে এগোল বেনন, চলে এলো বিশাল বার্নের ছায়ায়। চৌকো দরজাটা সামনেই। উঁকি দিল ভেতরে। একটা পেগ থেকে ঝুলছে লণ্ঠন, হলুদ আলো ছড়াচ্ছে। সে আলোয় ওর ঘোড়াটা দেখতে পেল। স্যাডল ব্রিডল চাপানো রয়েছে, ক্যান্টলের পেছনে বেডরোল–যাত্রার জন্যে তৈরি।

অস্বস্তির বোধ পেয়ে বসল ওকে। ধরিয়ে দেয়ার জন্যে লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গেছে কি জাগি? ছায়ার ভেতরে কোথাও আছে লোকটা।

হঠাৎ ঘটাংঘট আওয়াজ শুরু হলো। ট্রেইনের বক্সকারগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা বাড়ি খাচ্ছে। এঞ্জিনের বেল বাজতে শুরু করল টুংটাং শব্দে।

আওয়াজগুলো ওর সরে যাবার শব্দকে ঢেকে দেবে, ভাবল বেনন। ঘোড়ার দড়ি ঢিলে করে লণ্ঠন নিভিয়ে বেরিয়ে এলো বার্ন থেকে। স্যাডলে চাপল। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে হেঁকে উঠে থামতে বলবে কেউ। ঘোড়াটা সামনে বাড়ছে। ইউ এস মার্শালের অফিস পাশ কাটিয়ে সদর রাস্তায় উঠে এলো। বাধা দিল না কেউ।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল বেনন। এবার জিলা উপত্যকা আর ক্যানিয়নে যেতে কোন অসুবিধে নেই। কেউ জানবে না যে ও যাচ্ছে ওদিকে।

*

ঝোপের ভেতর পাখির কলকাকলিতে ঘুম ভাঙল ওর। বিরাট একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। নদীর ওপর ঘন কুয়াশা ভাসছে, তারই ফাঁক দিয়ে অনুপ্রবেশ করছে ক্ষীণ সূর্যালোক। আড়মোড়া ভেঙে কফি তৈরিতে মন দিল। এই শীতে কফি দারুণ জমবে।

পটে পানি দিয়ে আগুনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নদীর তীরে চলে এলো ও। আস্তে আস্তে বয়ে চলেছে নদী। পানিটা খাওয়ার যোগ্য বলেই মনে হচ্ছে, তবে কাদাময়। মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে সরে এলো আগুনের কাছে। সারাদিন নড়ল না জায়গা ছেড়ে। কেউ টের পাবে না ওর উপস্থিতি। নদীর তীরে ঘন হয়ে জন্মেছে চ্যাপেরাল বন। সময় বয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই বেড়ে চলেছে পেটের খিদে। সন্ধের আগে ছাগলের ডাকে কৌতূহলী হয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল বেনন। এক বুড়ো মেক্সিকান রাখাল তার ছাগলের পাল নিয়ে শহরের দিকে চলেছে। বেননকে দেখে চোখে ভয়ের ছাপ

পড়ল। কোমরে গোঁজা ছুরির বাঁটে শক্ত করে চেপে বসল তার হাত।

মোটামুটি ভাল স্প্যানিশ জানে বেনন। কয়েকটা রুপোর কয়েন বের করে জানাল একটা ছাগলের বাচ্চা কিনতে চায় ও। খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ডাকাতের মতো চেহারার আগন্তুকের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবার জন্যে বেশি দরদাম না করেই রাজি হয়ে গেল লোকটা।

সন্ধের পর ছাগলের রোস্ট খেতে বসল বেনন। মনে হলো জীবনে কোনদিন মাংসের এতো স্বাদ তা আগে বুঝতে পারেনি। খাওয়া শেষ করে স্থির করল এবার সরে পড়ার সময় হয়েছে। ছাগল-পালক মুখ খুলবে শহরে গিয়ে। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।

চাঁদ ওঠার পর রওনা হলো বেনন। রুক্ষ জমির ওপর দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চলল মেসিলার উদ্দেশে। ক্যান্টিন ভরে নিয়েছে নদীর ঘোলাটে পানিতে।

মিসৌরি আর ক্যালিফোর্নিয়ার ট্রেইলের মাঝখানে প্রায় ঘুমন্ত একটা বসতি এই মেসিলা। এপথে সবচেয়ে দ্রুত জিলা ক্যানিয়ন অঞ্চলের দিকে যাওয়া যায়। ইউ এস মার্শাল ওয়েন ডি ওভারহোলসার ভুলেও কখনও ভাববে না ওদিকে যাচ্ছে বেনন।

শীতার্ত ভোর এলো আবার। বেনন তখন দিগন্ত বিস্তৃত রুক্ষ জমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটা স্টেজ রোড অনুসরণ করে। মরুভূমিতে ফিসফিস আওয়াজ তুলে বইতে শুরু করল হিমেল বাতাস। পাথুরে একটা গর্তের ভেতর ঢুকে পড়ল একটা র‍্যাটল স্নেক। একাকী বেনন শীতে শিউরে উঠল।

সুদূরবর্তী নীল পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিল রক্তলাল সূর্য। চোলা গাছগুলো রুপোলি দেখাল সে আলোয়। তারাগুলো

ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেল। দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চারপাশ, মনে করিয়ে দিচ্ছে একটু পরই দোজখের আগুনের মতো তাপ ছড়াবে মরুভূমি।

ঘোড়া থামিয়ে নামল বেনন, হ্যাটের ভেতর পানি ভরে ঘোড়াটার ধুলো ভরা নাকের সামনে ধরল। তৃপ্তির সঙ্গে পানিটুকু শেষ করল জন্তুটা। এবার স্লিকার খুলে ক্যান্টলের পেছনে বাঁধল ও। সিগার ধরিয়ে ভাল করে দেখল চারপাশ। চারদিকে ঢেউ খেলানো জমি। এখানে ওখানে পড়ে আছে লাল আর হলদে রঙের পাথর খণ্ড। ওগুলোর মাঝে জন্মেছে গ্রীসউড আর সেজ। আন্দাজ করল এল পাসো বিশ মাইল পেছনে ফেলে এসেছে। তবে ওর পালানোর খবর ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত। ওভারহোলসার কঠোর কর্তব্য পরায়ণ লোক। দায়িত্বে অবহেলা সে সহ্য করবে না। এতোক্ষণে টেরিটোরির সব কজন আইনরক্ষকের কাছে খবর চলে গেছে যে অবাধ্য একজন পদচ্যুত ডেপুটি জেল ভেঙে পালিয়েছে। মেসিলাকে এড়িয়ে এগোতে হবে ওকে।

স্যাডলে চেপে আবার এগোতে শুরু করল বেনন, বিশাল বিস্তারের মাঝে ছোট্ট একটা বিন্দু। হঠাৎ করেই ঘোড়াটার কান দুটো খাড়া হয়ে গেল। সতর্ক হয়ে উঠল বেনন, রাশ টেনে জন্তুটাকে থামাল, নজর বোলাল সামনে। এক ঝাড় পাইনের মাথায় অনেক ওপরের আকাশে দুটো শকুন ঘুরে ঘুরে উড়ছে, এছাড়া আর কোন নড়াচড়া বা প্রাণের লক্ষণ ওর চোখে পড়ল না। মরুভূমিতে শকুন মানেই জীবন অথবা মৃত্যুর চিহ্ন। মৃতদেহ দেখে থাকবে হয়তো কুৎসিত প্রাণীগুলো। অথবা অপেক্ষা করছে কোন মানুষকে দেখে, সময় সুযোগ মতো যে হবে ওদের খাবার। কেউ হয়তো স্টেজ রোডের পাশে আশ্রয় নিয়েছে। সেক্ষেত্রে সে জানে ওর আগমনের কথা। ধুলো ওর উপস্থিতি অনেক আগেই

ফাঁস করে দিয়েছে।

হোলস্টারে সিক্সগানটা আলগা করে নিল বেনন, হাতে রাশ তুলে নিয়ে ধীর গতিতে সামনে বাড়ল, সরে যাচ্ছে স্টেজ রোডের ধার থেকে। চোখ আটকে গেল একটা বোল্ডারের পাশে সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়ায়। অস্ত্রটা বের করেও আবার ঢুকিয়ে রাখল ও। লোকটার পড়ে থাকার ভঙ্গিটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। আক্রমণের অবস্থায় নেই ওই লোক।

বোল্ডারের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে ওর আগমন দেখছে সুদর্শন লোকটা। চোখে বিস্ময়ের পাশাপাশি আশার ছাপ। শহুরে লোক, এক পলক দেখেই সিদ্ধান্তে পৌঁছল বেনন। শক্তিশালী আকৃতি, লম্বা-চওড়া দেহ। কাঁধ দুটো প্রকাণ্ড চওড়া। বয়স খুব বেশি হলে তিরিশ। লোকটার পরনে একটা সাদা শার্ট, এখন ধুলোয় হলদে। চমৎকার কালো প্যান্ট, পালিশ করা জুতো–সবই শৌখিন মানুষের পরিচয় বহন করছে। নিঃসন্দেহে এ এলাকার লোক নয়। কোন গানবেল্ট নেই তার কোমরে। কোন র‍্যাঞ্চার বা মরুভূমিতে অভ্যস্ত কেউ কখনও এমন এলাকায় অস্ত্র ছাড়া আসে না।

লোকটার ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি সমান করে ছাঁটা। অবশ্য তাতে তার চেহারার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবটা অপ্রকাশিত থাকেনি। এখন শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে, ফলে চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে গেছে। রোদে পোড়া চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ।

'হাওডি!' বলে ঘোড়া থেকে নামল বেনন, মুহূর্তের জন্যেও লোকটার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

'দোজখে কোন সুন্দরী পরী এসে আমাকে বেহেস্তে নিয়ে যেতে চাইলেও আমি অতোটা খুশি হতাম না যতোটা তোমাকে এখানে দেখে হয়েছি,' বলল লোকটা। গলার স্বর ভরাট। অভিজাত।

'সভ্যতা থেকে এতোদূরে কি জন্যে?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

এখনও সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হতে পারেনি।

'দুর্ভাগ্য আমাকে পেয়ে বসেছে,' বলল লোকটা। সুগঠিত হাত ডান পায়ে বোলাল সে। ব্যথায় ঠোঁট বেঁকে গেল। 'ঘোড়ার দড়ি ঠিক করতে নেমেছিলাম, এমন সময়ে ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করল। ওয়্যাগনের একটা চাকা আমার পায়ের ওপর দিয়ে গেছে। ভেঙে গেছে পা-টা। গতকাল বিকেল থেকে এখানে অসহায় পড়ে আছি, অপেক্ষা করছি মৃত্যুর জন্যে।' বেননকে ছাড়িয়ে আকাশের গায়ে ঘুরতে থাকা শকুনগুলো দেখল সে। 'ওরা অধৈর্য হয়ে উঠছে। ভেবেছিলাম ওদের হতাশ হতে হবে না। তুমি আসায় বাঁচার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।'

'তুমি কি ড্রামার নাকি? পেশা কি?'

'আমি প্রফেসর রুবেন,' জবাবে গম্ভীর চেহারায় জানাল পঙ্গু লোকটা। গলার স্বর শুনে মনে হলো নিজের পরিচয় হিসেবে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করে। 'সান্টা ফে থেকে শুরু করে সতমল প্রর্যন্ত সবাই আমাকে চেনে। আমি মানুষ এবং জন্তুর চিকিৎসা করি। নিশ্চয়ই রুবেনের ব্যথা নিরোধক মোক্ষম ওষুধের নাম শুনেছ?'

'শুনিনি,' বলল বেনন। 'যেমন তুমি শোনোনি আমার নাম। আমি হচ্ছি রন জনসন।' ক্যান্টিনটা খুলে ঘোড়া থেকে নামল ও। 'তোমার বোধহয় পানি খাওয়া দরকার, প্রফেসর। চলবে দু'এক ঢোক? তোমার ওষুধের মতো ব্যথা কমবে না বটে, তবে তৃষ্ণা মিটবে।'

ফাটা ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটল প্রফেসর রুবেন। বলল, 'যেকোন ধরনের পানীয় এখন আমার কাছে স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদের সামিল।'

আধা ভর্তি পানির ক্যান্টিন লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল

বেনন। সূর্যের খর উত্তাপের কারণে পানিশূন্যতায় ভুগছে লোকটা, বুঝতে পারছে বেনন। সাধারণ বোধ সম্পন্ন কেউ হলে ক্যান্টিন খালি করে ফেলত। কিন্তু প্রফেসর সময় নিয়ে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। রিয়ো গ্র্যান্ডের ঘোলাটে পানি ধীরে ধীরে উপভোগ করে গিলছে। ক্যান্টিন যখন ফেরত দিল তখনও ভেতরে যথেষ্ট পানি রয়েছে। সাধারণ শহুরে লোক নয় এ, সিদ্ধান্ত পাল্টাল বেনন। এ লোক জানে মরুভূমিতে পানির মূল্য সোনার চেয়ে ঢের বেশি। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে এর। তার চেয়েও বড় কথা, সঙ্গীর সুবিধে অসুবিধে বোঝার ক্ষমতা আছে। জানে তার উদ্ধারকারীরও পানির দরকার পড়বে। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িওয়ালা সুদর্শন লোকটার ব্যাপারে বেননের ধারণা কয়েক ডিগ্রী চড়ে গেল।

ক্যান্টিনে কর্ক আটকে ও বলল, 'তুমি বললে তোমার ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করেছিল। কোন্ দিকে গেছে ওগুলো?'

'উত্তরে, মেসিলার দিকে।'

'এতোক্ষণে বোধহয় ওয়্যাগন উল্টে পড়ে আছে ওরা কোথাও,' বলল বেনন। তাকাল রুবেনের ভাঙা পায়ের দিকে। 'পায়ের চিকিৎসা পরে হলে অসুবিধে আছে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল প্রফেসর রুবেন।

লোকটাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে যাওয়া যাবে না, বুঝতে পারছে বেনন। এটাও বুঝতে পারছে যে লোকটাকে নিয়ে শহরে যাওয়াও অসম্ভব। আইনের লোক ওকে পেলেই খপ করে ধরবে। তাতে ওর উদ্দেশ্য ভেস্তে যাবে।

'চিন্তা কোরো না,' বলল প্রফেসর রুবেন। 'পায়ের অবস্থা অতোটা খারাপ নয়। হাড় ভেঙেছে, কিন্তু চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেনি।'

'আমি তাহলে এগোচ্ছি,' সিদ্ধান্তে এসে বলল বেনন। 'ট্রেইল

ধরে গেলে আশা করি তোমার ওয়্যাগনের দেখা পাব।'

শান্ত চোখে বেননকে দেখল প্রফেসর।

অন্তর্যামী হওয়া লাগে না সে কি ভাবছে বুঝতে। রুক্ষ বন্ধুর এক এলাকা এটা। মানবিকতার প্রকাশ এদিকের মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ দেখা যায়। বেনন বুঝতে পারল, লোকটা ভাবছে চলে যাচ্ছে ও তাকে ফেলে। ভাবছে সেটাই বুদ্ধিমান লোকের কাজ হবে। রিয়োর এদিকে দয়ামায়া দেখানো বিলাসিতা।

রুবেনের পরবর্তী কথা বেননের ধারণাকে দৃঢ় ভিত্তি দিল। রুবেন নিরাবেগ স্বরে বলল, 'পঞ্চাশ ডলার পাবে তোমার ক্যান্টিনের জন্যে।'

জবাব না দিয়ে ক্যান্টিনটা প্রফেসরের হাতে ধরিয়ে দিল বেনন, তারপর উঠে বসল স্যাডলে। সোজা এগিয়ে চলল স্টেজ রোড ধরে।

চার

স্টেজ রোড ধরে এগোনোই সবচেয়ে সহজ। বেশ কিছুদূর তাই করল বেনন। চারপাশে দেখতে দেখতে চলেছে। পাথর আর ক্যাকটাস ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না। অনেকক্ষণ পর ধূসরতার মাঝে উজ্জ্বল হলুদ রং চোখে পড়ল ওর। রাস্তা ছেড়ে মরুভূমির মাঝ দিয়ে সেদিকে এগোল। দুটো প্রিকলি পেয়ারের ঝোপের মাঝখানে আটকে আছে ওয়্যাগনটা। হলদে রং করা, শৌখিন জিনিস। মাথা গরম জন্তু এমন পাগলামিই করে।

অজায়গায় কুজায়গায় এনে ফেলেছে ওয়্যাগনটা, তারপর আটকে গেছে মরণ ফাঁদে।

চাকার ওপর ওটা যেন মস্ত বড় একটা বাক্স। বিরাট বিরাট অক্ষরে ওটার পাশে লেখা:

প্রফেসর রুবেন স্টাসি
হারবালিস্ট–হীলার–ডেন্টিস্ট
রুবেনের মোক্ষম ওষুধ সব রোগের নিরাময়ক

দেখে মনে হচ্ছে ওয়্যাগনটা ভাল অবস্থাতেই আছে। এখন দেখতে হবে জন্তুগুলোর কি অবস্থা। প্রিকলি পেয়ারের ধার দিয়ে ওপারে গেল বেনন। চারটে মিসৌরি খচ্চর এখনও অক্ষত আছে, এখনও দড়িতে বাঁধা। সামনের দুটো পড়ে আছে মাটিতে। একটা মারা গেছে মাথায় অন্যগুলোর খুরের আঘাতে। অন্যটার বাম পা ভেঙে গেছে। বেননকে দেখে ওটার চোখের সাদা অংশ বেরিয়ে এলো। নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করছে। বেননের বুঝতে দেরি হলো না ঝামেলা এটাই শুরু করেছিল। এখন পা ভেঙে মরুভূমিতে ওটার জীবন শেষ হবে অতি ধীরে–কষ্টে। সিক্সগান বের করে ওটাকে নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল বেনন। মরুভূমির পাতলা বাতাসে অস্ত্রের গর্জন তীক্ষ্ণ শোনাল।

মরা খচ্চর দুটো দড়ি কেটে মুক্ত করে দিল ও। ওয়্যাগনের পেছনে একটা দড়ি বেঁধে সেটার সঙ্গে নিজের ঘোড়াটাকে বাঁধল। তারপর রওনা হলো চারটে খচ্চর নিয়ে। প্রিকলি পেয়ারের ঝোপের ভেতর থেকে সহজেই বের করে আনা গেল ওয়্যাগনটা।

যখন স্টেজ রোডে ফিরল ততোক্ষণে মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্যটা। প্রফেসরকে যেখানে পেয়েছিল সেখানে ফিরে দেখল এখনও পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে সে।

ব্রেক আটকে ওয়্যাগন থেকে লাফ দিয়ে নামল বেনন, প্রথমে পেছনে ফেলে আসা রাস্তার ওপর নজর বুলিয়ে দেখে নিল কেউ আসছে কিনা, তারপর কেউ ওদিক থেকে আসছে না বুঝে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। বুঝতে পারছে এখানে অনেক বেশি সময় ও নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু উপায় ছিল না কোন। ভাঙা ঠ্যাং নিয়ে প্রফেসরের সাধ্য হতো না ওয়্যাগনে উঠে ওটা চালানোর। লোকটাকে ফেলে গেলে নির্ঘাত মারা পড়ত।

প্রফেসরের পাশে এসে দাঁড়াল বেনন। শুষ্ক স্বরে বলল, 'এবার তোমার পা মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা তোমার কাছে খুব একটা আনন্দের মনে হবে না।'

'ওয়্যাগন সীটের নিচে একটা বাক্স আছে,' শান্ত গলায় বলল রুবেন। 'ওটা ভেঙে স্প্লিন্টার তৈরি করতে পারবে। আর একবোতল ব্যথা নিরোধক ওষুধ এনো। বাক্সে কয়েক বোতল আছে।' প্রফেসরের ধুলোমাখা চেহারায় হাসির অস্পষ্ট রেখা দেখা দিল। 'শতকরা আশি ভাগ অ্যালকোহল! তরল ক্লোরোফর্ম! ওটা দরকার হবে আমার।'

প্যান্ট ছিঁড়ে ভাঙা হাড় সোজা করে বাক্সের কাঠ দিয়ে টাইট করে বাঁধল বেনন, প্রফেসরের মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ বের হলো না। ওর কাজ যতোক্ষণে শেষ হলো ততোক্ষণে ব্যথা নিরোধকের বোতল খালি করে ফেলেছে সে। আরেক বোতল নিয়ে এসে এক চুমুক গিলে তার হাতে দিল বেনন। গলা জ্বলে গেল। কোনমতে সামলে নিয়ে বলল, 'এবার তোমাকে ওয়্যাগনে উঠিয়ে দেব। অনায়াসে চলে যেতে পারবে তুমি মেসিলা পর্যন্ত। ওখানে বোধহয় ডাক্তার আছে।'

উত্তাপে কাঁপছে দূরের দৃশ্য, তার মাঝ দিয়ে এল পাসোর দিকে তাকাল বেনন। চোখ আটকে গেল দুটো ধুলোর স্তূপের

দিকে। অনেক দূরে, কিন্তু মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আসছে এদিকেই।

'জলদি সরে পড়তে হবে আমাকে,' প্রফেসরের চোখে তাকিয়ে বলল বেনন।

'আইন? ওরা তোমার ধুলো দেখতে পাবে,' বলল রুবেন। দ্রুত পায়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল বেনন। একটু ভাবল রুবেন, তারপর যোগ করল, 'সম্ভবত আমাকে ওরা এই অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে যাবে এখানে পড়ে মরতে।'

'দু'জনই আমরা বিপদে আছি, প্রফেসর,' গম্ভীর চেহারায় মন্তব্য করল বেনন।

'মাথাটা খাটাও মিয়া,' শান্ত স্বরে বলল রুবেন। 'ওরা ঠিকই তোমাকে ধরে ফেলবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে ওদের ফাঁকি দেয়া যায়।'

দিগন্তের কাছে উড়তে থাকা ধুলোর দিকে আরেকবার তাকাল বেনন, তিক্ত চেহারা। 'তুমি কি করতে বলো, প্রফেসর? চাইলেই কি আমার পাখা গজিয়ে যাবে যে উড়ে পালিয়ে যাব?'

'ওয়্যাগনের পেছনের দরজাটা খোলো। ওটা একটা প্ল্যাটফর্ম।'

'নষ্ট করার সময় নেই আমার হাতে,' স্টিরাপে এক পা ভরে ফেলেছে বেনন।

'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ,' প্রায় ধমকে উঠল প্রফেসর, 'এবার আমি তোমার চামড়া বাঁচাতে চাইছি। ঘোড়া দাবড়ে ধুলো না উড়িয়ে যা বলছি করো।'

শ্রাগ করল বেনন, ঘোড়ার দড়ি মাটিতে ফেলে এগিয়ে গেল উজ্জ্বল হলদে রঙের ওয়্যাগনের দিকে। দু'পাশে উঁচুতে দুটো ছিটকিনি। খুলল ওগুলো। ওয়্যাগনের পেছন দিকটা নেমে এলো খুলে। ভেতরটা গুহার মতো। প্রায় খালি। এক পাশে পড়ে আছে কয়েকটা চটের ছালা আর কয়েক বাক্স ব্যথা নিরোধক ওষুধ।

'ঘোড়াটাকে ভেতরে ভরে ফেলো,' নির্দেশ দিল রুবেন।

তার পরিকল্পনা এতোক্ষণে বুঝতে পারল বেনন। না হেসে পারল না। ঘোড়াটাকে ওয়্যাগনের পেছন দিয়ে গুহা আকৃতির ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল দেখতে দেখতে। পেছনের দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি আটকে দিল।

'এবার আমাকে ওয়্যাগনের ড্রাইভিং সীটে তুলে দাও,' বলল রুবেন।

একটু পরই ওয়্যাগনটা ঝাঁকি খেতে খেতে রওনা হলো এবড়োখেবড়ো জমিনের ওপর দিয়ে। প্রফেসরের পাশে সীটে বসে আছে বেনন। আরেকবার পেছনে তাকাল। দুই রাইডার আগের চেয়ে কাছে চলে এসেছে। দুটো বিন্দুর মতো লাগছে তাদের দেখতে। হঠাৎ জোরাল একটা আওয়াজ হলো। অদ্ভুত স্টলে ঢুকে অস্বস্তিতে পড়েছে ঘোড়াটা, লোহার নাল পরানো খুর দিয়ে লাথি মেরেছে ওয়্যাগনের পেছনের দরজার গায়ে।

'বেয়াড়াপনা করে দরজাটা বোধহয় ভেঙেই ফেলবে ঘোড়াটা,' শঙ্কিত স্বরে বলল বেনন। ড্রাইভারের সীটের পেছনের দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল ও, পেছনে শক্ত করে বন্ধ করে দিল দরজা। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে আবছা ভাবে দেখতে পেল ঘোড়াটার আকৃতি। ঘন ঘন পা ঠুকছে নার্ভাস ঘোড়াটা। খুর পিছলে যাচ্ছে দোদুল্যমান ওয়্যাগনের মেঝেতে। তাড়াতাড়ি চটের ছালা ওটার পায়ের নিচে দিল বেনন। ব্রিডল ধরে পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সতর্ক হয়ে রয়েছে, দরকার হলে ওটার নাকের ওপর হাত চাপা দেবে, যাতে শব্দ করে নাক ঝাড়তে না পারে। ওয়্যাগনের ক্যাঁচকোঁচ আর হার্নেসের আওয়াজ ছাপিয়ে এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে অগ্রসরমান ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

ঘোড়াটাকে শান্ত করে আবছা অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে

থাকল বেনন, মনের চোখে দেখছে দুই অশ্বারোহীকে। ওয়্যাগনের পাশে চলে এসেছে তারা, আওয়াজে তাই মনে হয়। পাশে পাশে এগোচ্ছে।

'হাওডি!' চেঁচাল একজন।

প্রফেসরের ভারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বেনন। 'শুভ সকাল, স্যার! নির্জন এই বিরান মরুভূমিতে ল-ম্যানের ব্যাজ দেখতে পাওয়া বিরাট স্বস্তির ব্যাপার।'

রুবেন আভাসে জানিয়ে দিয়েছে এরা আইনের লোক, বুঝতে পারল বেনন।

ওয়্যাগনটা থেমে দাঁড়িয়েছে।

'এই লোকের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে তোমার?' নিশ্চয়ই ওয়ান্টেড পোস্টারটা দেখাচ্ছে ডেপুটি ইউ এস মার্শাল।

'একটা বাকস্কিন ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে সে,' জানাল তার সঙ্গী।

'না, স্যার,' দুঃখিত স্বরে বলল রুবেন। 'এলোকের সঙ্গে ট্রেইলে দেখা হয়নি আমার।'

'চেহারাটা একটু ভাল করে দেখে নাও,' বলল ডেপুটি। 'ওকে দেখতে পেলে সবচেয়ে কাছের শেরিফের কাছে খবর দিয়ো। বিপজ্জনক লোক।'

'আনন্দের সঙ্গে,' ভদ্রতা করে বলল রুবেন।

ঘোড়া ছোটার আওয়াজ দূরে চলে যাচ্ছে দেখে স্বস্তির বিরাট একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল বেনন। একটু পরই আওয়াজটা মিলিয়ে গেল। সাবধানে দরজা খুলে রুবেনের কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকাল ও। ট্রেইল ধরে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ডেপুটিদের ঘোড়া।

'দরজা বন্ধ করে ভেতরেই থাকো আপাতত,' ঘাড় না ফিরিয়ে পরামর্শ দিল প্রফেসর। 'ভাগ্যদেবী সবসময় অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটায়।'

'থাকলাম ভেতরে।' দরজা বন্ধ করে দিল বেনন। ভাবছে, ওভারহোলসার যদি জানত কিভাবে তার ডেপুটিরা বোকা বনেছে তাহলে দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়ত।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রফেসরের পাশে এসে বসল বেনন। বহু দূরে দুটো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে অশ্বারোহী দু'জনকে। কোন কথা না বলে একটা ওয়ান্টেড পোস্টার বেননের হাতে ধরিয়ে দিল রুবেন। জোরে জোরে পড়ল বেনন।

খোঁজা হচ্ছে অবাধ্যতা এবং জেল পালানোর অপরাধে।

রন জনসন। আন্দাজ ছ'ফুট দীর্ঘ। একশো ষাট পাউন্ড ওজন। কালো চুল। চেনার বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। গ্রেফতার করতে সাহায্য হবে এমন তথ্য দিলে পুরস্কার একশো ডলার।

'ওরা আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না,' গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল বেনন। 'মাত্র একশো ডলার! আর বেন স্টার্কের গ্রেফতারের জন্যে ওরা দেবে পাঁচ হাজার ডলার।'

'হয়তো ওরা তোমাকে সম্মানই দেখিয়েছে,' হাসল রুবেন। 'যে যতোবড় বদমাশ তার জন্যে ওরা ততো বেশি পুরস্কার ঘোষণা করে।'

'হতে পারে,' দীর্ঘ শ্বাস ফেলল বেনন। সিগার ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'প্রফেসর, তুমি তো বোধহয় ওয়্যাগন নিয়ে সবখানেই যাও, তাই না?'

'জিলার রূপার খনি থেকে শুরু করে প্যানহ্যান্ডেলের গরুর বাজার পর্যন্ত সবখানে। যেখানেই দাঁত তুলতে হবে সেখানেই আমি আছি। ব্যথার ওষুধের ক্রেতা যেখানে সেখানে আমাকে তুমি খুঁজে পাবেই।' মুখ দিয়ে ব্যথার অস্ফুট শব্দ করে ভাঙা পা সরাল রুবেন। 'এখন আমি মেসিলা যেতে পারলে বাঁচি। সত্যিকার ডাক্তারের চিকিৎসা দরকার এখন।'

'খুনে ক্যানিয়নে কখনও গেছ, প্রফেসর?'

'কিলার্স ক্যানিয়নের কথা বলছ?' দিগন্তের দিকে উদাস চোখে তাকাল রুবেন। ধীর কণ্ঠে বলল, 'এধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়া বিপজ্জনক। হঠাৎ প্রশ্ন করলে যে?'

'শুনেছি ওখানে বেন স্টার্কের আস্তানা আছে।'

'এ ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাই না,' মাথা নাড়ল রুবেন। 'বেন স্টার্কের কানের কোন অভাব নেই।'

'ভয় পাও তুমি বেন স্টার্ককে?'

'কে না পায়?' গম্ভীর প্রফেসরের চেহারা। 'একা একজন নিরাপত্তাবিহীন লোক আমি, বহু দুর্গম বাজে জায়গায় যেতে হয়। যা দেখি ভুলে যেতে চেষ্টা করি। যা শুনি, মন থেকে মুছে ফেলি। যা জানি সেব্যাপারে কখনও কথা বলি না।' বেননের দিকে তাকাল রুবেন। গর্তে বসা চোখ দুটোতে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। 'এভাবে না চললে বহু আগেই আমি মারা পড়তাম।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'তুমি কি আইনের পক্ষ ত্যাগ করে বাউন্টি মানি জোগাড়ের পেশায় নেমেছ?'

'আরে না,' হাসল বেনন। 'ভাবছি বেন স্টার্কের সঙ্গে যোগ দেব।'

'মাথাগরম লোক বলে তোমাকে মনে হয়েছে আমার,' মন্তব্য করল রুবেন। 'বিপদে পড়ে যেতে পারো নির্বুদ্ধিতা করে।'

'তবুও আমি খুনে ক্যানিয়নে একবার গিয়ে দেখতে চাই। আমাকে যদি বেন স্টার্ক দলে নেয় তাহলে ঠকবে না নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি।'

শ্রাগ করল প্রফেসর। সে কোন কথা না বলায় আলাপ থেমে গেল। খচ্চরগুলোর টানে মরুভূমির ওপর দিয়ে বিরাট একটা কচ্ছপের মতো হেলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে হলদে ওয়্যাগন।

দূরের পাহাড়ের ওপর চলে গেছে সূর্য, ডুবে যাবে খানিক পরে। বেনন ধারণা করল প্রফেসরের ভাঙা পায়ে ব্যথা হচ্ছে। কিন্তু কোন অভিযোগ করছে না লোকটা।

দূরে দিগন্তের কাছে ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। সমভূমির শেষে বাড়ি ঘরের আবছা আকৃতি চোখে পড়ল। 'মেসিলা,' বলল বেনন, 'এবার আমাকে কেটে পড়তে হয়।'

রাশ টেনে খচ্চর থামাল রুবেন, মৃদু স্বরে বলল, 'যখন মানুষ বিপদে পড়ে তখন বিশ্বস্ত বন্ধুর দরকার হয়। আমার ধারণা বিরাট একটা ঋণ আছে আমার, তোমার কাছে।'

'ভুলে যাও,' বলল বেনন, 'বিপদের সময় আমাকেও তো সাহায্য করেছ তুমি।'

মাথা নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল রুবেন। জিজ্ঞেস করল, 'টাকা দরকার তোমার?'

'না,' হাসল বেনন। 'আমার দরকার খুনে ক্যানিয়নের হদিস।'

রুবেনের চোখ স্থির হলো বেননের চোখে। ধীর গলায় বলল রুবেন, 'ট্রেইল যতো ঘোরাল, গন্তব্য ততোই নিশ্চিত।'

'তবুও যেতে হবে আমাকে।'

চিন্তিত স্বরে বলল রুবেন, 'আমি যতোদূর শুনেছি, জিলা নদীতে চমৎকার মাছ পাওয়া যায়–এলডোরাডোর পশ্চিমে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল বেনন। ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে। ঘোড়া বের করে ওয়্যাগনের দরজা আটকে দিল ও, তারপর স্যাডলে উঠে রওনা হবার আগে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, প্রফেসর। তথ্যটা খুব কাজে আসবে আমার।'

*

দু'দিন পার হয়েছে তারপরে। একটানা পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে পলাতক আসামী রক বেনন। ওভারল্যান্ড স্টেজকোচের চাকার

দাগ অনুসরণ করে যাচ্ছে ও। গত দু'দিনে কোন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তপ্ত মরুতে নীল আকাশের গায়ে ঘুরে ঘুরে উড়ছে শুধু একটা বাজ পাখি। ওটাই বেননের সঙ্গী। একবার একটা গিরিগিটি দেখেছে ও, দৌড়ে পালিয়েছে ঝোপের ভেতর। আরেকবার একটা র‍্যাটল স্নেক চোখে পড়েছে, এঁকেবেঁকে চলে গেছে ক্যাকটাসের ভেতর দিয়ে।

পেছনে কেউ ধাওয়া করছে না এব্যাপারে বেনন এখন নিশ্চিত। ল-ম্যানরা নিজেদের এলাকার বাইরে পারতপক্ষে যায় না। ও চলেছে রুক্ষ মরুময় প্রান্তরের ওপর দিয়ে। ঢেউ খেলানো বালির টিবিগুলো বহুদূরে গিয়ে মিশেছে লালচে-খয়েরী পাহাড়শ্রেণীতে। গাছপালা জন্মায়নি বললেই চলে। আছে শুধু কিছু শুকনো ঝোপ, ওকাটিয়ো আর ইউকা। এখানে ওকে কেউ অনুসরণ করবে না।

পাঁচ

সামনে দেখা যাচ্ছে নিচু লম্বা স্টেজ রিলে স্টেশন। হলদে ধূসর এই রুক্ষ এলাকায় কাদা রঙের মাটির দেয়াল কিছুটা ব্যতিক্রম। ঘরের চালের ওপর ঝোপঝাড় দিয়ে ঢাকা দেয়া হয়েছে। তার ওপর লেপা হয়েছে মাটি। সেই মাটি থেকে জন্মেছে ছোট ছোট নানা ধরনের ঝোপ। জানালাগুলো চৌকো গর্ত। সামনে চিকন একটা ছাদ দেয়া বারান্দা সামান্য ছায়া দিচ্ছে। বারান্দাটা ঝুলে আছে কয়েকটা খুঁটির ওপর। ঘরটার পেছনে এক পাশে কয়েকটা করাল।

আরও খানিক এগিয়ে এক লোককে গ্যালারিতে একটা রকিং চেয়ারে গা ছেড়ে বসে থাকতে দেখল বেনন। জানালাগুলোর পাশে রাইফেলের নল বের করার জায়গা ওর নজর এড়াল না। করালের পেছনে উঁচু দেয়াল তৈরি করে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেয়ালের ওপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে কাঁটাঝোপ। হিংস্র অ্যাপাচিদের ঠেকানোর ব্যবস্থা।

ঘোড়া থেকে নেমে গ্যালারির খুঁটির সঙ্গে ঘোড়ার দড়ি বাঁধল বেনন, ছোট্ট করে নড করে শুভেচ্ছা জানাল রকারে বসা লোকটা, কিন্তু ওঠার কোন নাম নিল না। বেনন আন্দাজ করল এ স্টেশন এজেন্ট হবে। চৌকো আকৃতির লোক সে, রক্তলাল কুতকুতে চোখ। আকৃতিহীন স্টেটসনের তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার কোঁকড়ানো কালো চুল। চোয়ালে না খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কোমরে ঝুলছে একটা ভারী ক্যালিবারের কোল্ট রিভলভার।

একটা চুরুট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল বেনন, 'খাবার পাওয়া যায় এখানে?'

'এক ডলার।' লোকটার চোখে অস্বস্তির ছাপ দেখল ও।

'পরিষ্কার হবো কোথায়?' প্যান্টের পায়ে চাপড় মারল বেনন। একরাশ ধুলো উড়ল।

'ঘোড়ার পানি পেছনে পাবে। ওখানে একটা বেসিনও আছে।'

স্টেশনের পেছনে একটা ব্যারেলের পাশে দুটো স্যাডল চাপানো ঘোড়া দেখল বেনন। একটা অদক্ষ হাতে তৈরি বেঞ্চের ওপর রাখা আছে টিনের একটা বেসিন। ওটার ওপরে একটা পেরেকে ঝুলছে তোয়ালে। বেঞ্চে একটা মগও আছে। ঘোড়াটাকে ব্যারেল থেকে পানি খাইয়ে মুখ হাত ধুয়ে তৃষ্ণা মেটাল ও। খেয়াল করল পোল করালে চারটে ঘোড়া আছে। ওগুলোর গায়ে এমএম ব্র্যান্ড। এ ঘোড়াগুলো স্টেজ টানার ঘোড়া নয়, সে তুলনায়

অনেক বেশি ভারী। এগুলো ওয়্যাগন টানার জন্তু। কিন্তু কোন ওয়্যাগন চোখে পড়ল না ওর।

বাড়ির সামনে চলে এলো ও আবার, ভেতরে ঢুকে দেখল সামনের ঘরটা ডাইনিং রুম। দরজার পাশে ঝুলছে একটা ব্রীচ লোডিং রাইফেল। মোটা এক মেক্সিকান মহিলা টেবিলে খাবার সার্ভ করছে। টেবিলে বসে আছে রেঞ্জের পোশাক পরা দু'জন লোক, খাচ্ছে। বেনন ঢুকতেই অস্বাভাবিক দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তারা। বেননের নড পাত্তা না দিয়ে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল। দু'জনের একজন বিশালদেহী, গোঁফে নিকোটিনের দাগ। অন্য লোকটার চেহারা তিক্ত। সুঠামদেহী লোক সে। এক নজরেই চিনতে পারল বেনন এদের। সীমান্তের কঠোর লোক এরা। এল পাসোতে এদের মতো লোকের অভাব নেই।

নিচু গলায় নিজেদের মাঝে কথা শুরু করল তারা। বেনন টেবিলে যোগ দিয়ে প্লেটে টরটিয়া তুলে নিল। খাওয়ার ফাঁকে চুমুক দিল কড়া কালো কফিতে। স্টেশন কীপারের আগমন ঘটল একটু পর। কি যেন কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। খোলা দরজা দিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকাল বেনন। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মেক্সিকান মহিলা, তাকিয়ে আছে টেবিলের দিকে। আবছা আলোতেও বেননের বুঝতে দেরি হলো না যে মহিলা ভীত-সন্ত্রস্ত। কিছু একটা গোলমাল আছে এখানে। কিন্তু কি?

পেছনে রাখা ঘোড়া দুটো ওখানে থাকার পেছনে কোন যুক্তি নেই। চড়ার তুলনায় বা স্টেজ টানার তুলনায় ওগুলো অনেক বেশি ভারী। আশেপাশে কোন ওয়্যাগনও নেই। তাছাড়া লোক দু'জন বারেবারে আড়চোখে দেখছে ওকে। এমন কি হতে পারে যে এরা বেন স্টার্কের দলের লোক? আবার এমনও হতে পারে যে ওরা বেন স্টার্কের লোক নয়, কিন্তু যোগ দিতে যাচ্ছে তার সঙ্গে। আউট-

লদের বেশিরভাগই জানে অপর আউট-ল কি করছে।

রান্না মোটেই মজার হয়নি। কোনমতে মুখে কিছু গুঁজে চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল বেনন। গ্যালারিতে ঘুরঘুর করছে স্টেশন কীপার। লোকটার কড়া পড়া হাতে এক ডলার গছিয়ে দিল ও। এবার গা ছাড়া একটা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'লোক দু'জনকে তুমি চেনো?'

'না, সেনিয়র,' দ্রুত বলল স্টেশন এজেন্ট। 'অনেকেই আসে যায়। চিনি না কাউকে। কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় যাবে তা জিজ্ঞেসও করি না। এরা বলছিল ঘোড়া বিক্রি করার উদ্দেশ্যে চলেছে।'

তাহলে স্টেশন এজেন্ট ভীত চিন্তিত কেন?

মাথা ঘামাল না বেনন, বাড়ির পেছনে চলে এলো। রওনা হতে দেরি করার কোন ইচ্ছে নেই। খুনে ক্যানিয়নের খোঁজে আরও কতোদিন পথ চলতে হবে কে জানে! ঘোড়ায় উঠে ওটার মুখ ঘুরিয়ে সামনের উঠানে চলে এলো ও।

লোক দু'জন বারান্দায় দুটো পিঠ সোজা চেয়ারে আরাম করে বসেছে। স্টেশন কীপার দুলছে তার রকিং চেয়ারে। বেননকে এগিয়ে আসতে দেখে অজান্তেই তার দোলার গতি বেড়ে গেল। কঠোর লোক দু'জন একটু আড়ষ্ট হয়ে গেছে, অস্ত্রে বাঁটের কাছে চলে গেল তাদের হাত।

মুহূর্ত খানেক কাটল, নিরবতা ভাঙল শুধু রকিং চেয়ারের ক্যাঁচকোঁচ। থম মেরে বেননকে দেখছে স্টেশন কীপার। ঢোক গিলল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আবার ফিরলে কেন, সেনিয়র?'

'ভাবছি ওদের দু'জনের সঙ্গে কিছু কথা বলে তারপর যাব।' চোখের ইশারায় রুক্ষ লোক দু'জনকে দেখাল বেনন।

আর কিছু বলতে হলো না, অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল লোক

দু'জন।

বেননও ছোবল মারল কোল্টের বাঁটে। ওর প্রথম গুলি নিকোটিনের দাগওয়ালা গুঁফো লোকটার হৃৎপিণ্ডে গাঁথল। চেয়ারে হেলান দিয়ে নিথর হয়ে গেল সে।

দ্বিতীয় লোকটার সিক্সগান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখল বেনন। ওর মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। ধোঁয়া লক্ষ্য করে দু'বার আগুন ঝরাল বেননের অস্ত্র। বিশালদেহী লোকটার অস্ত্র আবারও গর্জাল। বেননের মাথার পাশে কাঠের খুঁটিতে গেঁথে কুচি ছিটাল গুলি। জবাব দিল বেনন পরপর দুটো গুলি করে। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে দেখল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে লোকটার ঝাপসা আকৃতি। তার হাত থেকে সিক্সগান পিছলে গেল। ধড়াস করে শক্ত মাটিতে পড়ল লাশ।

ধোঁয়া সরে যেতে চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা স্টেশন এজেন্টের দিকে তাকাল বেনন। থম মেরে বসে আছে লোকটা, যেন জমে গেছে জায়গায়। দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে রকিং চেয়ারের হাতল। অস্ত্র বের করার কোন চেষ্টাই করেনি সে।

'তোমার বন্ধু ছিল নাকি লোক দু'জন?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল বেনন।

'না, সেনিয়র!' খসখসে গলায় প্রতিবাদের সুরে বলল সে। 'জীবনেও আগে কখনও এদের দেখিনি আমি।'

'তাহলে লড়াইতে আমার পক্ষ নিলে না কেন?'

জবাবে অস্ত্রটা বের করে বেননের দিকে বাড়িয়ে দিল স্টেশন এজেন্ট।

'মাটিতে ফেলো!' নির্দেশ দিল বেনন।

নির্দেশ পালিত হলো। উবু হয়ে অস্ত্রটা তুলে নিল বেনন, রিলিজ কী টেনে ভারী সিলিন্ডারটা খুলে দেখল ভেতরে গুলি নেই।

'কিভাবে?' ভ্রূ কুঁচকাল বেনন।

কাঁধ ঝাঁকাল এজেন্ট। 'মাঝরাতের আগে যে স্টেজটা আসবে সেটা ডাকাতি করার পরিকল্পনা ছিল ওদের। সেজন্যেই আমাকে জোর করে নিরস্ত্র করে।'

অস্ত্রটা ফেরত দিয়ে পড়ে থাকা লাশ দুটো দেখাল বেনন। 'কবর দিয়ে দিয়ো। ওদের ঘোড়া আর আউটফিট রাখতে পারো তুমি।'

মাথা কাত করল লোকটা।

'তুমিই বা হঠাৎ করে নাক গলাতে গেলে কেন, ভাই?'

পাশ ফিরল বেনন অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠ শুনে। নরম সুরে করা হয়েছে প্রশ্নটা।

এক অশ্বারোহী নিঃশব্দে এসে হাজির হয়েছে সোরেল ঘোড়ায় চেপে। চিকন-চাকন লোক। পরনে রেঞ্জের উপযোগী সাধারণ পোশাক। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা। চোয়ালের গড়ন বলে দিচ্ছে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ। চোখের রং সমুদ্রের পানির মতো গভীর নীল। দৃষ্টিতে বেপরোয়া একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। বোঝা যায় প্রয়োজন পড়লে কঠোর হতে জানে। এখন হাতের অস্ত্রটা আলতো করে ধরে রেখেছে সে ডানহাতে। নলটা ঠিক বেননের বুক লক্ষ্য করে চেয়ে আছে। বেননের অস্ত্রটা খালি!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্টেশন এজেন্ট। মৃত্যুর ঝুঁকি দূর হওয়ায় তাকে দেখে নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। 'ওই লোকগুলো,' বলল সে, 'ওই লোকগুলো ডাকাত।' বেননকে দেখাল। 'এ আমাদের বাঁচিয়েছে।' পা দিয়ে খোঁচা দিল একটা লাশের বুকে। 'এরা স্টেজ ডাকাতি করতে এসেছিল।'

'আচ্ছা!' মৃদু হাসি ফুটল আগন্তুকের মুখে। 'তাহলে-এও দেখছি আমারই মতো স্বাধীনচেতা মারকুটে লোক।' হোলস্টারে

অস্ত্র গুঁজে রাখল। নেমে পড়ল সে স্যাডল থেকে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'লোকে আমাকে ফ্ল্যানারি বলে ডাকে। নামটা মাইক ফ্ল্যানারি।'

'রন জনসন,' সংক্ষেপে পরিচয় সারল বেনন। হাতটা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল। টের পেল কাউহ্যান্ড হবার তুলনায় হাতটা অনেক বেশি নরম। কথার কথা জানতে চাইছে এমন সুরে জানতে চাইল, 'এদিকের কোন র‍্যাঞ্চে কাজ করো তুমি?'

আইরিশ লোকটার উপস্থিতি অস্বস্তিকর ঠেকছে ওর কাছে।

'কাজ করি কোন কাজ পছন্দ হলে,' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল আগন্তুক। গলায় এমন কিছু আছে যে বেনন বুঝে নিল এব্যাপারে আলাপ করতে লোকটা মোটেও উৎসাহী নয়।

রকিং চেয়ারে ধপ করে বসল ফ্ল্যানারি, একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস হয়ে গেল। মনে হলো এখানের ঘটনায় সে উৎসাহ হারিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর দু'একটা কথা হলো বেনন আর তার মধ্যে। সাধারণ মত বিনিময়। একটু পর যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে গেল বেনন।

*

একাকিত্বে, নির্জনতায়, সন্ধের মিষ্টি আলোয় চমৎকার রেশম কোমল দেখাচ্ছে মরুভূমিকে। কর্কশ ভাবটা দূর হয়ে গেছে একেবারেই। গোলাপি আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল সব নক্ষত্র।

পনির খুরের খটাখট শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বেনন। ফ্ল্যানারি নামের আইরিশ লোকটা ওকে অনুসরণ করে আসছে। স্টিরাপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। বেননের ঘোড়ার পাশে চলে এসে বলল, 'পথ চলার জন্যে রাতটা চমৎকার হবে। রাতে

পথচলার একজন সঙ্গী পেয়ে গেছ তুমি।'

সতর্ক হয়ে উঠল বেনন। ওর জন্যে একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এ লোক হয় বাউন্টি হান্টার, কোন ল-ম্যান, নয়তো পাকা বদমাশ। সাধারণ মানুষের এমন কোন কারণ ঘটে না যে বিরান মরুভূমিতে এই অসময়ে একা আসবে। আগন্তুক ঠিক কোন্ পেশার লোক তা কথাবার্তা বা আচরণ থেকে আন্দাজ করা কঠিন। একা দুর্গম ট্রেইলে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আরকানসাসের পশ্চিমের এই এলাকায় কে কোথা থেকে আসছে বা কোথায় যাবে সেটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। অপছন্দের প্রশ্নের জবাব যেকোন সময়ে আগুন ঝরানো পিস্তলের গুলিতে আসতে পারে। সাধারণ সতর্কতা বোধ বেননকে বলে দিল সতর্ক থাকতে হবে। নজর রাখতে হবে লোকটার ওপর। দেখতে হবে আসলে তার কি উদ্দেশ্য। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে তারপর। *স্টেজ স্টেশনের* লড়াইয়ের পর উত্তেজিত হয়ে আছে বেননের স্নায়ু। ওর মনে হলো ফ্ল্যানারি লোকটা ওকে বাজিয়ে দেখছে।

হঠাৎ করেই ঘোড়া পাশ ফিরিয়ে অনাহুত অতিথি ফ্ল্যানারির মুখোমুখি হলো বেনন। ফ্ল্যানারিও ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছে। স্যাডলে বসে থাকল নিথর হয়ে। দেখছে, অপেক্ষা করছে। সন্ধের আলো ছায়ায় মূর্তির মতো লাগছে তাকে দেখতে।

'বাউন্টি হান্টারদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না,' গম্ভীর গলায় বলল বেনন। মাঝে মধ্যে গভর্নরের অনুরোধে ওকেও যে বাউন্টি হান্টারের কাজ করতে হয় সেকথা আপাতত মনেই আনছে না। অস্ত্রের বাঁট ছুঁলো ওর হাতের তালু।

'তার মানে তোমার মাথার ওপর বাউন্টি নির্ধারণ করা হয়েছে,' নরম গলায় শান্ত সুরে বলল ফ্ল্যানারি। বেনন শপথ করে

বলতে পারবে লোকটার গভীর নীল চোখে বিস্ময়ের ছাপ দেখেছে ও।

'পুরস্কারের টাকাটা পাবার ইচ্ছে থাকলে চেষ্টা করতে দেরি কোরো না,' বলল বেনন। 'সাহস থাকলে ড্র করো।'

হাসল ফ্ল্যানারি। 'সাহসের কোন অভাব নেই আমার। কিন্তু ইচ্ছের অভাব আছে। আমি যদি বাউন্টির টাকার জন্যে আসতাম তাহলে স্টেশনেই তোমাকে পেছন থেকে গেঁথে ফেলতে পারতাম। ওখানে একেবারে বাচ্চাওয়ালা হাঁসের মতো অসহায় অবস্থায় তোমাকে পেয়েছিলাম আমি।'

ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। 'ল-ম্যান তুমি?'

হেসে উঠল ফ্ল্যানারি। 'আমার শত্রুও একথা বলতে পারবে না। একথা শুনলে খুনে ক্যানিয়নের আউট-লরা পর্যন্ত হাসতে হাসতে খুন হয়ে যাবে।'

বিস্ময় গোপন করে জিজ্ঞেস করল বেনন, 'খুনে ক্যানিয়ন সম্বন্ধে কি জানো তুমি?'

'যথেষ্ট। সেজন্যেই ওব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। তোমার এতো কৌতূহলের কারণ কি, বন্ধু?'

'ভাবছি ওখানে যাব যোগ দিতে।'

পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল ওরা। মেপে নিল পরস্পরকে, তারপর পাশাপাশি রওনা হলো। গুন গুন করে গান ধরল ফ্ল্যানারি, ভাব দেখে মনে হলো সে বেশ সন্তুষ্ট। থম মেরে গেল বেনন, পূর্ণ সতর্ক। ভাবছে।

আইরিশ লোকটা যদি বাউন্টি হান্টার বা ল-ম্যান না হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে রেনেগেড। লোকটা খুনে ক্যানিয়নের কথা হঠাৎ করে বলল কেন? এ কি বেন স্টার্কের দলের লোক? গুজব আছে যে বেন স্টার্কের লোক প্যানহ্যান্ডেল থেকে শুরু করে

সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। তারাই বেন স্টার্কের চোখ-কান। তাদের কারণেই খুনে ক্যানিয়ন খুঁজতে গিয়ে জীবিত ফেরে না কেউ। মার্শাল ওভারহোলসারের একটা কথা বেননের মনে পড়ল হঠাৎ করে। বেন স্টার্কের ব্যাপারে প্রকাশিত পোস্টারে ছাপা ছিল কথাটা।

আন্দাজ করা হয় সে আইরিশ-স্কচ রক্তের লোক।

পাশের লোকটাকে আড় চোখে দেখল বেনন। এ কি স্বয়ং বেন স্টার্ক?

ছয়

নড়াচড়ার শব্দে ঘুম ভাঙল বেননের। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল বেনন। তারপর চোখের পাতা সামান্য একটু ফাঁক করল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কোন আওয়াজ না পেয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে কিছুটা উঁচু করল শরীর।

প্রথম ভোরের হালকা ধূসর আলোয় বেসিনটাকে ভিন্ন পৃথিবীর অংশ বলে মনে হচ্ছে। রাতের আকাশে এখনও জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্ররাজি, ম্লান হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পুবের দিগন্তে সরু একটা বাঁকা রেখা দেখা যাচ্ছে। সূর্যের আগমনী বার্তা প্রচার করছে ওটা।

শীত পড়েছে বেশ। পাশ ফিরল বেনন। ছোট একটা আগুন জ্বেলেছে ফ্ল্যানারি। ফ্ল্যাপজ্যাক গরম করছে। একটা প্লেটে কয়েকটা ফ্ল্যাপজ্যাক দিয়ে বেননের হাতে ধরিয়ে দিল সে। পটের ভেতর ফুটছে কড়া কালো কফি।

কোন কথা হলো না, নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে কফি আর ফ্ল্যাপজ্যাক দিয়ে নাস্তা সারল ওরা নিঃশব্দে।

নাস্তা সেরে ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে যখন যাত্রার জন্যে ওরা তৈরি হয়ে গেল তখনও বেসিন থেকে ছায়াময়তা দূর হয়নি। এখনও মনের মাঝে প্রশ্নটা খচখচ করছে বেননের। সেই স্টেজ স্টেশন থেকে। মাইক ফ্ল্যানারির আসল পরিচয় কি?

বেননের উদ্দেশ্য বেন স্টার্কের সঙ্গে দেখা করা। ও নিশ্চিত নয় যে এ মুহূর্তে বেন স্টার্ক ওর ঠিক ছ'ফুট দূরে আছে কিনা। এটা সত্যি যে হাতে কোন প্রমাণ নেই, তাছাড়া জিজ্ঞেস করলে বেন স্টার্ক নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে। তার সফলতার মূল কারণই হচ্ছে পরিচয় গোপন করা। যদি জানাও থাকে তবু কেউ বলবে না যে এ-ই বেন স্টার্ক।

আইন মেনে চলে পশ্চিমের এমন একজন লোকও বলতে পারবে না বেন স্টার্ক দীর্ঘদেহী কি বেঁটে, চুলের রং কালো কি ন্যাড়া মাথা। মোটা নাকি চিকন। তবে এটা এখন নিশ্চিত যে এই ফ্ল্যানারি লোকটা খুনে ক্যানিয়নের ঠিকানা জানে। লোকটার নীল চোখে একটা তীব্র দ্যুতি আছে। বোঝা যায় সে আইন মেনে চলা লোক নাও হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছল বেনন, এ যদি বেন স্টার্ক নাও হয় তবু এমন সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি যে সে স্টার্কের দলের লোক। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছে সে। সৎ মানুষ হলে তার লুকানোর কিছু থাকত না। হয়তো ফ্ল্যানারির সঙ্গে লেগে থাকলে লোকটা মুখ খুলতে পারে। কিন্তু লোকটার সঙ্গে লেগে থাকতে হলে একটা অজুহাত দরকার। সেটা কি হতে পারে?

আচম্বিতে ওর সমস্যার সমাধান ফ্ল্যানারিই করে দিল। সিঞ্চের স্ট্র্যাপ ঠিক করতে করতে সে বলল, 'তাহলে তুমি জিলা নদীর

দিকে চলেছ? প্রাণের মায়া আছে এমন কেউ ওদিকে সজ্ঞানে যায় না। ধরতে পারলে অ্যাপাচিরা মাথার ছাল খুলে নেবে। তাছাড়া মন্দ লোকের অভাব নেই ওই দুর্গম ট্রেইলে।'

'তুমি যেমন টাম্বলউইডের মতো ভবঘুরে মানুষ তাতে তো সব ট্রেইলই তোমার কাছে সমান,' বলল বেনন। 'এক কাজ করো না, আমার সঙ্গে চলো বরং। কথা দিতে পারি, উত্তেজনার খোরাক পাবে।'

স্যাডলে সোজা হয়ে বসে বেননের দিকে তাকাল ফ্ল্যানারি, চোখ দুটো নিরবে হাসছে। 'ঠিক একই কথা আমিও ভাবছিলাম,' বলল সে। 'গুজব আছে যে এলডোরাডোর রাস্তা নাকি সোনায় মোড়া। খাবার বাসনও নাকি সোনার তৈরি। ধার্মিকরা বলে জায়গাটা গোনাহ্গারদের নরক, সেলুন আর নাচের আসরের আড্ডা। ওখানে নাকি নদীর স্রোতের মতো মদের নহর বয়ে যায়। বাতাসে নাকি টাকা ওড়ে। ওখানে গেলে হয়তো নিজের জন্যে সামান্য কিছু সোনা আমি সংগ্রহ করতে পারব।'

সূর্য উঠছে পুবের আকাশ লাল করে। উত্তরদিকে এগিয়ে চলেছে বেনন আর ফ্ল্যানারি। ওদিকে দূরে দেখা যাচ্ছে ছায়ায় মোড়া পর্বতশৃঙ্গ–আকাশের গায়ে মাথা উঁচু করে আছে, দেখলে মনে হয় দাঁতভাঙা করাত। ভালুক ঘাস আর সেজব্রাশে ছাওয়া নিচু বালির ঢিবি পার হয়ে দুলকি চালে এগোচ্ছে ওদের ঘোড়া। বেশ কিছুক্ষণ পর ওগুলো পার হয়ে এলো ওরা। সামনে শুধুই সমতল মরুপ্রান্তর সেই সুদূর পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত চলে গিয়েছে–ঊষর, পানিশূন্য, রুক্ষ, বন্য। জন্মেছে সবুজ-ধূসর সেজ আর ঝোপ, হলুদ ফুলে সেজে আছে। দূরে তাকালে দেখা যায় শুধুই উজ্জ্বল হলুদ আর লাল রঙের মেলা।

রাতে ওরা যখন ড্রাই ক্যাম্প করল, ততোক্ষণে মরুভূমির বেশ

ভেতরে চলে এসেছে ওরা। চারপাশে পাথর খণ্ড পড়ে আছে। রাতের খাওয়া শেষ হতে হতে চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। আগুন নিভিয়ে দিল ওরা, ওজায়গা থেকে সরে এলো বেশ অনেকদূর, তারপর বিছানা পাতল ওদের ঘোড়াগুলোর পাশে। বাম হাতে ঘোড়ার রাশ বেঁধে নিয়েছে, যাতে সামান্য নড়াচড়াতেই ঘুম ভেঙে যায়। সতর্কতার প্রয়োজন আছে। অ্যাপাচিদের এই বিচরণ ভূমিতে মানুষ তার জীবনে মাত্র একটাই ভুল করার সুযোগ পায়। সেটা হয় তার জীবনের শেষ ভুল।

পথ চলার দ্বিতীয় দিনে ওরা মিমব্রেস নদীর তীরে পৌঁছল। উজানের দিকে রওনা হলো ওরা, পার হলো একের পর এক ক্যানিয়ন আর গ্র্যানাইটের খাদ। আস্তে আস্তে সরু হলো নদী, দু'পাশ থেকে চেপে এলো ক্লিফ। পাথুরে ভাঙাচোরা এলাকায় প্রবেশ করল ওরা। পানি নেই এখানে, শুষ্ক উত্তপ্ত অঞ্চল। কষ্ট সাধ্য পথচলা, কিন্তু এগিয়ে চলল ওরা পাইমা অ্যালটোস পাহাড়শ্রেণীর রুক্ষ চুড়োগুলোর দিকে। ওগুলো ঘিরে আছে কুয়াশার আবরণ। সূর্যের আলোয় সাতরঙা দেখাচ্ছে। সূর্যটা ডুবতে দেখল ওরা। আকাশ ছোঁয়া ক্যানিয়নের দেয়ালে বিদায়ী চুম্বন দিল গোধূলির আলো। অপূর্ব একটা দৃশ্য। কিন্তু সে দৃশ্য উপভোগ করা গেল না পুরোপুরি। দূরে প্রথমবারের মতো দেখতে পেল ওরা অ্যাপাচিদের ধোঁয়ার সঙ্কেত।

আচরণের স্বাভাবিকতায় প্রমাণ হয়ে গেল যে সহজে বিচলিত হবার বান্দা নয় ফ্ল্যানারি। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানে সে। দ্বিতীয় রাতের মতো ক্যাম্প করল ওরা ছোট একটা বক্স ক্যানিয়নে। ঘোড়াগুলো হারাবার ভয় না থাকায় ছেড়ে দিল ওগুলোকে চরে খাওয়ার জন্যে। সামান্য ঘাসই আছে ক্যানিয়নে, কিন্তু দুটো জন্তুর চাহিদা মেটানোর জন্যে যথেষ্ট। বেননের

পরামর্শে বক্স ক্যানিয়নের সরু মুখের কাছে কয়েকটা বোল্ডারের পেছনে ব্ল্যাঙ্কেট পাতা হলো। স্থির হলো সারারাত পালা করে পাহারা দেবে দু'জন।

একটু পরই ফিসফিস করল বেনন, 'অ্যাপাচিরা কাছে চলে আসছে। আওয়াজ পেয়েছি আমি।'

বোল্ডারের পেছনে অবস্থান নিল ওরা, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, পূর্ণ সতর্ক হয়ে উঠেছে। টানটান হয়ে আছে বেননের স্নায়ু, তাকিয়ে থাকল ও সামনের দিকে।

সন্ধের ধূসর আলোয় দেখা গেল লোকগুলোকে। বেশ কয়েকজন ব্রেভ, ঘোড়ায় চড়ে ক্যানিয়নের মুখের বিশ ফুট দূর দিয়ে পার হয়ে গেল। মোট পাঁচজন তারা। অর্ধনগ্ন। কোমরে নোংরা নেংটি। দীর্ঘ চুলগুলো মাথার পেছনে ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। দু'জনের হাতে রাইফেল আছে, অন্যদের সম্বল শুধুই তীর ধনুক।

'ওরা শিকার খুঁজতে বেরিয়েছে,' ফিসফিস করল বেনন। 'প্রসপেক্টরদের সন্ধান করছে। ধরতে পারলেই খুন করে সব কেড়ে নেবে।'

হঠাৎ করেই ইন্ডিয়ানদের দলের নেতা ঘোড়া থামিয়ে সামনের জমিনের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাল। অন্য চার অ্যাপাচি তাদের ঘোড়ায় নিথর বসে থাকল মূর্তির মতো। 'ওরা আমাদের ট্র্যাক দেখেছে,' জানাল বেনন। 'এবার ওরা হামলার প্রস্তুতি নেবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ফ্ল্যানারি, রাইফেল কক্ করল। বুঝে গেছে এধরনের পরিস্থিতি রন জনসনের জীবনে নতুন নয়। তার কথা মতো কাজ করলেই ফলাফল ভাল হবার সম্ভাবনা বেশি।

'আমি বলার আগে গুলি কোরো না,' সতর্ক করল বেনন।

'হামলা এলে নেতাটাকে আমি গুলি করব। ওর কাছে রাইফেল আছে। শেষের লোকটাকে তুমি গুলি করবে। অন্যদের কাছে তীর ধনুক ছাড়া আর কিছু নেই, ওরা এমনিতেই পালাবে।'

উইনচেস্টারের বাঁটে গাল ঠেকিয়ে ব্রীচে একটা বুলেট পাঠাল বেনন বোল্ট টেনে। সরাসরি ইন্ডিয়ান চীফের বুক লক্ষ্য করে তাক করেছে ও রাইফেল।

একবার শুধু মাথা ঝাঁকাল ইন্ডিয়ান চীফ, তারপর হাতের ইশারা করল। বিদ্যুদ্বেগে পনিগুলোকে ঘুরিয়ে নিল ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা, তারপর তীক্ষ্ণ রণহুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে এলো ক্যানিয়নের প্রবেশ পথের দিকে।

গর্জে উঠল বেননের রাইফেল। ছিটকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল সর্দার। বুকে তাক করেছিল বেনন, কিন্তু লোকটা কুঁজো হয়ে স্যাডলে বসায় মাথায় লাগল গুলি। খুলির অর্ধেকটা উড়ে গেল চারপাশে মগজ ছিটিয়ে।

প্রায় একই সময়ে আগুন ঝরাল ফ্ল্যানারির রাইফেল। ক্যাভালরি কারবাইন কাঁধে তুলে ছুটে আসছিল বিশালদেহী আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত ইন্ডিয়ান যোদ্ধা। ভারী বুলেটের আঘাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে শূন্যে উঠে পেছনে আছড়ে পড়ল। বুকে গুলি খেয়েছে, মাটিতে পড়ার পর একবার পায়ে খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল।

সুবিধে হবে না বুঝে গেছে অ্যাপাচিরা। অন্য তিনজন ঘোড়ার পিঠে কাত হয়ে এক পাশে ঝুলে পড়ল। শুধু তাদের একটা বাদামী পা দেখতে পাচ্ছে বেনন আর ফ্ল্যানারি। ঘোড়া ছুটিয়ে চোখের পলকে পাথরের আড়ালে চলে গেল যোদ্ধারা।

'ঘোড়ায় স্যাডল চাপাও, চাপা স্বরে বলল বেনন, 'আমি পাহারায় থাকছি। অন্ধকারে হামলা করলে আমরা ওদের ঠেকাতে

পারব না। আক্রমণ ওরা করবেই। তার আগেই এখান থেকে সরে যেতে হবে।'

নিচু হয়ে দৌড়ে ক্যানিয়নের পেছনে গেল ফ্ল্যানারি, দ্রুত হাতে ঘোড়াগুলোয় জিন চাপিয়ে ফেরত এলো ক্যানিয়নের মুখের কাছে, যেখানে বেনন অবস্থান করছে।

ওরা যখন ক্যানিয়ন থেকে বের হলো তখন অ্যাপাচিদের কোন চিহ্নও দেখতে পেল না। শুধু মাটিতে পড়ে আছে মৃত দুই যোদ্ধার লাশ।

একটা খাদের ভেতর দিয়ে সামনে বাড়ল ওরা। ক্রমেই সরু হচ্ছে খাদ। দু'পাশ থেকে উঁচু দেয়াল চেপে আসছে। এখানে ওখানে পড়ে আছে বড় বড় বোল্ডার। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে যেতে হচ্ছে। আগে যাচ্ছে বেনন। ওরকম একটা বোল্ডার পাশ কাটানোর সময় নিঃশব্দে ওর পেছনে লাফ দিয়ে পড়ল এক অ্যাপাচি যোদ্ধা। এক হাতে বেননের গলা পেঁচিয়ে ধরল সে, শ্বাস আটকে শত্রুকে কাবু করতে চাইছে। মাথা কাত করে বেনন দেখল লোকটার অপর হাতে ধারাল একটা ছোরা। হাতটা উঁচু করছে সে, ছোরা চালাবে ওর পিঠে।

কনুই দিয়ে গুঁতো মারল বেনন অ্যাপাচি যোদ্ধার পেটে। গলার ওপর হাতের চাপ কমে গেল অনেকটা। অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল বেনন। কিন্তু ওকে গুলি করতে হলো না। পেছন থেকে গর্জে উঠল একটা সিক্সগান। আলগোছে ঘোড়ার পিঠ থেকে খসে পড়ে গেল অ্যাপাচি লোকটা।

সোজা হয়ে বসে গলায় হাত বুলাল বেনন। ফ্ল্যানারি তার ধোঁয়া বের হওয়া অস্ত্রটা খাপে পুরে রাখল।

'ধন্যবাদ, মাইক,' বলল বেনন। 'আরেকটু হলেই আমার মাথার ছাল ছাড়াত অ্যাপাচি ব্যাটা।'

'বলা যায় না, হয়তো আমাদের দু'জনের ছালই ছাড়াবে ওরা–শেষ পর্যন্ত,' গম্ভীর চেহারায় মন্তব্য করল ফ্ল্যানারি।

সতর্ক হয়ে সামনে বাড়ছে ওরা। আর কোন অ্যাপাচির দেখা পেল না। সুবিধে হবে না বুঝে বোধহয় সরে গেছে জীবিতরা।

তৃতীয় দিনে সন্ধের সময় এলডোরাডো শহরে পৌঁছাল ওরা। এলডোরাডো বুম টাউন। ব্যস্ত শহর। রূপার খনির কারণে প্রসপেক্টর, মাইনার, ভাগ্যান্বেষী–নানারকমের মানুষের ভিড়ে সরগরম। এখানে এসে জুটেছে সব ধরনের মানব শকুনের দল। সেলুন, ড্যান্স হল, বেশ্যাপাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গোটা শহরের সর্বত্র।

পাহাড়ের প্রশান্ত নিরব পবিত্রতার পর এলডোরাডোকে ওদের মনে হলো দুনিয়ার সবচেয়ে জনবহুল শহর। রাস্তার মাটিতে গভীর দাগ কেটে একের পর এক যাচ্ছে বারো থেকে চোদ্দ ঘোড়ায় টানা খনিজবাহী ভারী ওয়্যাগন। বোর্ডওয়াকে হাই হিল পরা পাঞ্চাররা আলাপ করছে চওড়া সমব্রেরো হ্যাট পরা মেক্সিকানদের সঙ্গে। আলাপে অংশ নিচ্ছে দাড়িওয়ালার প্রসপেক্টর আর শক্ত গড়নের মাইনাররা। সেলুনগুলোর বাইরের ছাউনির নিচে দেখা যাচ্ছে বাকস্কিনের শার্ট পরা শৌখিন পিস্তল ঝোলানো কাউবয়দের। চারপাশে শুধু মানুষ আর মানুষ। পথ চলতে গিয়ে ঠেলাধাক্কা দিচ্ছে তারা, চিৎকার করছে। পিঁপড়ের বাসা ভাঙা হলে যেমন চারপাশে গিজগিজ করে পিঁপড়ে, তেমন লাগছে তাদের দেখতে। সেলুন আর জুয়োর আড্ডাগুলোর সামনেই ভিড়টা বেশি। চারপাশে নানা রকমের শব্দ, রং আর উত্তেজনার ছড়াছড়ি।

একটা বার্নে ঘোড়া রেখে বোর্ডওয়াক ধরে এগোল ওরা ভিড়ের মাঝ দিয়ে। একটা দোকানের সামনে হঠাৎ করে থমকে দাঁড়াল ফ্ল্যানারি। দোকানটা ক্ল্যাপবোর্ডের তৈরি। দেয়ালের বাইরে

ঘরের জানালার চেয়েও উঁচু করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে রুপোর বড় বড় বাঁট। ওগুলো কোথাও পাঠানো হবে। কোথাও কাউকে ওগুলোর পাহারায় দেখা গেল না।

বিড়বিড় করে বেননকে বলল ফ্ল্যানারি, 'কি করে কেউ বিশ্বাস করবে রুপো এভাবে পড়ে থাকে বিনা পাহারায়! নিজের চোখে দেখেও তো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

একদল প্রসপেক্টরের মাঝ দিয়ে কাঁধের গুঁতোয় পথ করে নিয়ে সামনে এগোল ওরা আবার, ঢুকল একটা সেলুনে। লম্বা ঘরটার পেছনের পুরোটা জুড়ে মেহগনি কাঠের বার কাউন্টার। সেই কাউন্টারের সামনে তিন সারিতে লাইন দিয়ে মদের জন্যে অপেক্ষা করছে একগাদা অধৈর্য খদ্দের।

'আমার ধারণা আমরা বেহেস্তে হাজির হয়ে গেছি,' বিড়বিড় করে বলল ফ্ল্যানারি। সেলুনের মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে সে। মেঝেতে গেঁথে রাখা হয়েছে অসংখ্য রুপোর ডলার। মানুষের জুতোর ঘষায় মসৃণ হয়ে গেছে ওগুলো, ওপর থেকে ঝুলন্ত লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে।

বারের পেছনে গোটা দেয়াল জুড়ে আছে মস্ত একটা আয়না। সাদা কোট পরা বারকীপের দল ব্যস্ত হয়ে মদ পরিবেশন করছে। একটা দরজার ফাঁক দিয়ে অন্য একটা ঘরে নজর গেল বেননের। মানুষের বেশ ভিড় ভেতরে। সিল্কের খাটো স্কার্ট পরা মেয়েরা তাদের মাঝ দিয়ে ঘোরাফেরা করছে। সবুজ টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে পোকার খেলোয়াড়রা। যারা পেশাদার জুয়াড়ী তাদের পরনে কালো ফ্রক কোট, ক্র্যাভেটে সাতরং ছড়ানো ঝলমলে হিরে; গম্ভীর প্রত্যেকের চেহারা, সর্বক্ষণ হিসেব নিকেশে ব্যস্ত।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর বেনন আর ফ্ল্যানারি দু'জন দুটো বীয়ার কিনতে পারল। এক কোনার একটা টেবিলে বসার

সুযোগও মিলল সেই সঙ্গে। চারপাশে নানা ধরনের কথা আর বোতল গ্লাসের টুংটাং শব্দ। একটা সিগার ধরিয়ে উদাস ভঙ্গিতে টানতে শুরু করল বেনন। কান খাড়া। সাধারণত ব্যস্ত সেলুনে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। খুনে ক্যানিয়নের ব্যাপারে হয়তো কিছু জানা যাবে সচেতন থাকলে।

'এবার?' অনেকক্ষণ পর বলল বেনন। 'তুমি তো এলডোরাডো পৌঁছেছ। এখন কি করবে ভাবছ?'

'এটা একটা বোকার মতো কথা হলো,' বলল ফ্ল্যানারি। মেঝেতে গাঁথা রুপোর ডলারে বুট জুতো দিয়ে ঘষা দিল সে। 'যে শহরে রুপোর কয়েনের ওপর দিয়ে মানুষ হাঁটে, যে শহরে রুপোর ইঁট সাজিয়ে রাখা হয় বিনা পাহারায়, সে জায়গা ছেড়ে কেউ নড়তে চাইবে কেন! আমি এখানেই থাকছি।'

'আমি জিলা নদীর দিকে যাব,' জানাল বেনন।

'জিলায় আছেটা কি! র‍্যাট্‌ল্ স্নেক আর ইন্ডিয়ান।'

'তুমি ভাল করেই জানো আমি কেন যাব।'

নীল চোখ ফিরিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে বেননের চোখে তাকাল ফ্ল্যানারি, মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'জানার বা জানতে চাওয়ার কোন কারণ আছে আমার?'

'আমি হাতের তাস মেলে ধরেছি,' বলল বেনন। 'স্টার্কের দলে যোগ দিতে চাই সেটা তোমাকে আগেও জানিয়েছি। আমি জানি ওর আস্তানা জিলা নদী এলাকায়। আর আমার ধারণা ইচ্ছে করলেই তুমি আমাকে সঠিক জায়গায় দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিতে পারবে।'

বীয়ারে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল ফ্ল্যানারি, বলল, 'ধারণা ভুল তোমার। স্টার্কের আস্তানার খবর আমার জানা নেই। এটুকু জানি, বেন স্টার্কের ব্যাপারে তার নিজের দলের

নেতৃত্বস্থানীয় কয়েকজন লোক ছাড়া বাকিরা অন্ধকারে বাস করে। নির্দেশ পালন করতেই অভ্যস্ত তারা। এসবই অবশ্য আমার আন্দাজ। কারণ অত্যন্ত সতর্ক লোক বলেই বেন স্টার্ককে আমি মনে করি। তা নাহলে অনেক আগেই সে ধরা পড়ে যেত।' চারপাশের টেবিলের ওপর একবার নজর ফিরিয়ে বেননের দিকে তাকাল ফ্ল্যানারি। 'এখন এই মুহূর্তে বেন স্টার্ক যদি এই সেলুনেও থেকে থাকে তাহলেও আমি অবাক হবো না।'

'হয়তো সে এই টেবিলেই আছে,' শুষ্ক গলায় বলল বেনন।

'ঠিক বলেছ,' বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল ফ্ল্যানারি। 'সে এই টেবিলেও থাকতে পারে। কেউ চেনে না তাকে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যদি জানতে চাও তো বলব বেন স্টার্ক চতুর স্বল্পভাষী লোকদের নিজের দলে নেয়। তুমি যেমন লড়াইয়ের জন্যে মুখিয়ে আছো তাতে তোমাকে তার পছন্দ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'খুনে ক্যানিয়ন আমি ঠিকই খুঁজে বের করতে পারব। তুমি সাহায্য না করলেও।'

ড্রিঙ্ক শেষ করে উঠে দাঁড়াল ফ্ল্যানারি। সরাসরি বেননের চোখে চোখ রেখে বলল, 'সেক্ষেত্রে আমার উপদেশ হচ্ছে সাবধানে থেকো। জিলা থেকে এ পর্যন্ত অনেক ঘোড়া খালি স্যাডল নিয়ে ফিরেছে। আমি যাচ্ছি, পরে হয়তো দেখা হবে।'

'যাচ্ছ কোথায়?'

'রুপোর বাঁট দেখতে। ইঁটের মতো দোকানের বাইরে রুপো পড়ে থাকবে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না।' কথা শেষ করে স্পারের আওয়াজ তুলে ঘুরে দাঁড়াল সে, কাউন্টারে গিয়ে বিল মিটিয়ে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল সেলুন ছেড়ে।

পকেট থেকে আরেকটা সিগার বের করে ধরাল বেনন।

বুঝতে পারছে ওকে একাই যেতে হবে খুনে ক্যানিয়নের খোঁজে। কিছুটা হতাশ লাগল ফ্ল্যানারির সঙ্গ পাবে না ভাবতে। লোকটাকে ওর পছন্দ হতে শুরু করেছিল। একবার ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে লোকটা। তবে ওর সঙ্গ যে ফ্ল্যানারির পছন্দ নয় সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন। হতে পারে মাইক ফ্ল্যানারিই আসলে বেন স্টার্ক। হয়তো দলে নিতে উৎসাহী নয় বলেই ওর সঙ্গ এড়িয়ে গেছে। হতে পারে সে দলে নতুন লোক নিতে চাইছে না আপাতত। লোকের কোন অভাব নেই তার। বেন স্টার্কের দলে যোগ দিতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে এমন আউট-লর সংখ্যা কম নয়।

সিগারটা শেষ করে আবার জনবহুল ব্যস্ত সড়কে বেরিয়ে এলো বেনন। রাত নামছে, আকাশে হাজারো নক্ষত্রের মেলা। একের পর এক অনেকগুলো সেলুন। সেগুলোর সামনে জ্বলছে উজ্জ্বল বাতি। আশু রাতের কারণে শহরের ব্যস্ততা যেন বেড়েছে আরও। বাতাসে সর্বক্ষণ ভাসছে ভারী একটা মিশ্র গুঞ্জন। কান পাতলে আলাদা করে শোনা যায় স্ট্যাম্প মিল চলছে, আছে বুটের আওয়াজ, ব্রথেলের বাইরে চিৎকার করছে অসন্তুষ্ট খদ্দেরের দল। উঁচু স্বরে কথা বলছে অনেক মানুষ।

গুঞ্জনের ঢেউ ছাপিয়ে উঠল এক মহিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের গালি। কাছেই কোথাও কাঁচ ভাঙল ঝনঝন করে। একটা সিক্সগান গর্জে উঠল। পাহাড়ের দিক থেকে শোনা গেল ভারী একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। মনে হলো বাজ পড়েছে দূরে।

বুনো একটা শহর এটা, সিদ্ধান্তে এলো বেনন। এখানে থেকে বেন স্টার্কের খোঁজ পাবার চেষ্টা করার চেয়ে উচিত হবে জিলা নদীর দিকে গিয়ে খুনে ক্যানিয়নের অনুসন্ধান করা।

লিভারি বার্নের দিকে পা বাড়াল। নোংরা গান গাইছে এক

গায়ক। তাকে ঘিরে বেশ ভিড় জমেছে বোর্ডওয়াকে। লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোতে হলো ওকে।

সেলুনের সারি শেষ হতে রাস্তার ভিড়ও কমে গেল। বোর্ডওয়াক শেষ হয়ে যেতে রাস্তায় নামল বেনন। বন্ধ দোকান আর কুটির পাশ কাটিয়ে বার্নের দিকে চলল। বার্নটা একা দাঁড়িয়ে আছে শহরের প্রান্তে। আবছা অন্ধকারে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেল ও। ধারে কাছে কেউ আছে বলে মনে হলো না। একটা পেরেকে ঝুলছে লণ্ঠন, সলতে কমিয়ে দেয়ায় মৃদু আলো বিলাচ্ছে। লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে স্টলগুলো দেখতে দেখতে চলল ও। ওর ঘোড়াটা শেষের একটা স্টলে রাখা আছে। পর্যাপ্ত খাবার দেয়া হয়েছে ওটার সামনের বালতিতে।

আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল ফ্ল্যানারির ঘোড়াটা ওটার স্টলে নেই। সম্ভবত শহর ছেড়ে চলে গেছে আইরিশ লোকটা। সেলুন থেকে বেরিয়ে আর দেরি করেনি। ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। কেন? কিসের এতো তাড়া লোকটার?

চিন্তাটা আপাতত মাথা থেকে দূর করে দিল। বার্নের দ্বিতীয় তলায় খড় রাখার গুদাম। একটা মই বেয়ে উঠতে হয়। স্যাডল রোলটা কাঁধে তুলে মই বেয়ে দোতলায় উঠে এলো ও। অর্ধেক গুদাম খালি পড়ে আছে। এক কোনায় স্যাডলটা রেখে কিছু খড় বিছাল সমান করে। তারপর খড়ের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল রাত কাটাতে। একটুও দেরি হলো না ওর ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়তে।

সাত

ভোর হবার আগেই রওনা হবার প্রস্তুতি নিল বেনন। ব্যস্ত শহরটা যেন পড়ে আছে ধূসর মৃত একটা লাশের মতো। এখনও ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেনি এলডোরাডো। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে বন্ধ হওয়া কোলাহলমুখর ড্যান্সহল আর সেলুনগুলো এখন নিরব, নিথর, নির্জন। আলো হাসি আর মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি নেই। মাতালরা পড়ে আছে অলিগলিতে। একটা নেড়ি কুত্তা গভীর মনোযোগে ময়লার স্তূপে খাবার খুঁজছে। রাতে প্রহরার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক ডেপুটি ঘুমঘুম চোখে পায়চারি করছে বোর্ডওয়াক ধরে। দিনরাত চলে স্ট্যাম্প মিল। সেটার আওয়াজ ছাড়া চারপাশে অন্য কোন শব্দ নেই। যেদিন ওই মিল বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন মৃত্যুঘণ্টা বাজবে এই খনি শহরের।

পশ্চিমমুখী একটা ওয়্যাগন ট্রেইল ধরে এগোল বেনন। পাহাড়ী একটা ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে পথটা। পেছনে পড়ে গেল শহরটা। স্ট্যাম্প মিলের সার্বক্ষণিক আওয়াজটা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল দূরত্বের সঙ্গে। খনিজ বহনকারী পথটা গেছে রুক্ষ ন্যাড়া ঢিবি আর একাকী প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা টিলাগুলোকে পাশ কাটিয়ে। ওয়্যাগনের ট্র্যাক অনুসরণ করছে বেনন। সামনে ধীরে ধীরে ওপরে উঠেছে ট্রেইল। আপনাআপনিই ঘোড়ার গতি হাঁটার পর্যায়ে চলে এলো।

একটা বাঁক ঘুরতেই নিচে দেখা গেল বিস্তীর্ণ প্রান্তর। দূরে পাহাড়শ্রেণী আর মরুভূমি সুদূরবর্তী কুয়াশাচ্ছন্ন ঘাসজমির সঙ্গে মিলেমিশে আছে। এখানে থামল বেনন, ঘোড়া থেকে নেমে একটা সিগার ধরাল।

সামনে চওড়া একটা দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকা, দেখলে মনে হয় রংচঙে একটা কম্বল কেউ বিছিয়ে রেখেছে মাটিতে। এখানে ওখানে এবড়োখেবড়ো জমি, উঁচু সমতল, খাদ–নতুন সূর্যের লাল রশ্মিতে লাল আর হলদে রঙের ছড়াছড়ি চারদিকে। একনজরেই বুঝল বেনন, গরু চরানোর জন্যে উপত্যকাটা আদর্শ। আরও ভাল করে তাকাতেই নদীটা দেখতে পেল ও। উপত্যকার কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে সরু একটা রূপালী নদী–গলিত রূপার তারের মতো, এঁকেবেঁকে চলে গেছে দৃষ্টিসীমার ওপারে। বুঝতে দেরি হলো না, ওটাই জিলা নদী। বেনন অনুভব করল, খুনে ক্যানিয়ন খুঁজে বের করা যতোটা কঠিন হবে বলে ধারণা করছিল তার চেয়ে কঠিন হবার সম্ভাবনাই বেশি। বিশাল একটা গোলকধাঁধার মতো অঞ্চল এটা।

ওয়্যাগন রোড সামনে চিহ্ন হারিয়েছে, বাঁক নিয়ে চলে গেছে দু'দিকে, ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে রুক্ষ পাথুরে উঁচু জমির দিকে। ক্রমেই বাড়ছে দিনের উত্তাপ। পাহাড়ী উচ্চতা থেকে আড়াআড়ি একটা পথ বড় বড় পাথর আর পাথুরে ঢালু তাক এড়িয়ে নামতে শুরু করল বেনন। নিচে টিলার ঢেউ, একের পর এক টিলা পাহাড়ের গায়ে এসে মিশেছে। ওপ্রান্তে মিশেছে গিয়ে ঘাসজমির সঙ্গে। সবুজ জমি। ড্রগুলোতে জন্মেছে ওক আর পাইন গাছ। গরু চরানোর জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এ পর্যন্ত একটা গরুও বেননের চোখে পড়েনি।

দুপুরে ছায়াময় একটা ড্রতে বিশ্রাম নিতে থামল ও।

ঘোড়াটার স্যাডলের বাঁধন ঢিলে করে দিয়ে একটা জুনিপার গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধল ওটাকে। যথেষ্ট ঘাস আছে, পেট ভরে খেতে পারবে জন্তুটা। এবার কম্বল বিছিয়ে আরাম করে শুলো বেনন, ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে।

ঘোড়ার নাক ঝাড়ার আওয়াজে ঘুম ভাঙল ওর। উঠে বসে ঘোড়াটার দিকে তাকাল। মাথা উঁচু করে আছে ওটা, কান খাড়া। দ্রুত উঠে দাঁড়াল বেনন, সতর্ক হয়ে কান পাতল। ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ শুনতে পেল। ঘোড়ার কাছে গিয়ে স্যাডলের বাঁধন শক্ত করল ও, স্যাডলে ওঠার আগেই দ্রুতে এসে হাজির হলো দুই অশ্বারোহী। ওকে দেখেই পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেল তারা, বেননের দু'পাশে ঘোড়া থামাল। চুপ করে বসে আপাদমস্তক মাপতে শুরু করল ওকে।

কঠোর চেহারার লোক তারা, দীর্ঘ সময় স্যাডলে কাটিয়ে অভ্যস্ত। রোদে পোড়া চেহারা। পরনে পাঞ্চারদের পোশাক। স্যাডল হর্নের পাশে ঝুলছে গোল করে পেঁচিয়ে রাখা ল্যাসো। দু'জনেরই কোমরে ঝুলছে সিক্সগান। স্যাডল বুটে শোভা পাচ্ছে উইনচেস্টার রাইফেল।

'হাওডি,' শান্ত গলায় সম্ভাষণ জানাল বেনন। বুঝতে পারছে এরা ওর প্রতি বিরূপ হলে ভাল বিপদেই পড়েছে ও। একজনকে গুলি করতে গেলে অন্যজন পাশ থেকে সহজেই ওকে গেঁথে ফেলতে পারবে।

রোদে পোড়া চেহারার লোকটা কিছুক্ষণ তার ফ্যাকাসে নীল চোখে বেননকে দেখল, তারপর সংক্ষিপ্ত হাওডি জানাল।

'এদিকের কোন র‍্যাঞ্চে কাজ করো?' আলাপ চালানোর জন্যে জিজ্ঞেস করল বেনন।

'ইমপেরিয়াল ক্যাট্‌ল্‌ কোম্পানি,' জানাল নীল চোখ।

‘এটা আইসিসি রেঞ্জ। এখানে বহিরাগতদের প্রশ্রয় দিই না আমরা।’ বলল তার সঙ্গী।

বিনয়ী হাসি হাসল বেনন। ‘আমি কাজ খুঁজছি। নামটা রন। রন জনসন।’

বেননের ক্যান্টলের পেছনে বাঁধা গিটারটা দেখল রোদে পোড়া লোকটা। চিন্তিত স্বরে বলল, ‘...রন জনসন।...গিটারের সুর বড় মিষ্টি।...আমাকে লোকে রিয়ো বলে ডাকে।’ সঙ্গীকে দেখাল। ‘ওর নাম র‍্যাবিট।’

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল র‍্যাবিট।

‘কাজের লোক দরকার তোমাদের র‍্যাঞ্চে?’ র‍্যাঞ্চটা দেখার একটা অদম্য ইচ্ছে পেয়ে বসেছে বেননকে। মাসে তিরিশ ডলারের কাউবয় নয় এরা, সেটা এদের আচরণ আর অস্ত্র ঝোলানোর কায়দা থেকেই বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। পাঞ্চাররা ·৪৫ কোল্ট আর স্যাডলে রাইফেল নিয়ে গরু দেখাশোনা করতে বের হয় না। তাছাড়া এ পর্যন্ত একটা গরুও চোখে পড়েনি ওর।

‘জিজ্ঞেস করতে দোষ নেই,’ বলল র‍্যাবিট। ‘তুমি রেড কেলটনের সঙ্গে দেখা করে দেখতে পারো। সে-ই বস্।’

‘তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?’

রিয়ো বলল, ‘সে নিয়ে চিন্তা নেই, আমার পেছনে থাকো, তাহলেই তার দেখা পেয়ে যাবে তুমি।’

জায়গায় ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল সে, স্যাডলে উঠল বেনন, রিয়োর পাশাপাশি ড্র ধরে এগোল। র‍্যাবিট আসছে ওদের পেছনে। পাহারা দিচ্ছে? মনে প্রশ্ন জাগল বেননের। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে বন্দি ও। চাক বা না চাক রেড কেলটনের সঙ্গে দেখা করতে যেতেই হবে ওকে। চাকরির খোঁজ করছে বলাতে এরা জোর না খাটিয়ে নিয়ে চলেছে ওকে নিজেদের আস্তানায়।

ঠোঁটের আগায় প্রশ্ন এসে জমে আছে, কিন্তু রিয়োর দিকে একবার তাকিয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল বেনন। এদের ভাব দেখে যা মনে হচ্ছে তাতে এখন প্রশ্ন করে এদের মনে সন্দেহের উদ্রেক না করাই উচিত কাজ হবে। আইসিসির লোক চোখ সরু করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই। লোকটা যুদ্ধংদেহী ভাব দেখাচ্ছে না, কিন্তু তার আচরণে বন্ধুত্বের কোন প্রকাশও নেই।

বেশ সামনে একটা উইন্ডমিলের পাখাগুলো দেখা যাচ্ছে, সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ওটার ঘুরন্ত ব্লেড থেকে। আরও কিছুক্ষণ পর একটা র‍্যাঞ্চ হাউসের আকৃতি স্পষ্ট হলো। অ্যাডোবির তৈরি, চারপাশের ধূসরতার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। নিচু চারকোনা বাড়িতে র‍্যাঞ্চ হাউস। বেনন আন্দাজ করল মাঝখানে একটা প্যাশিয়ো থাকবে। বাইরের দিকের জানালাগুলো ছোট ছোট, স্প্যানিশ গ্রিল দিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। বাড়িটার পেছনে অন্যান্য বাড়ির আকৃতি দেখা যাচ্ছে।

অজান্তেই ভ্রূ কুঁচকে উঠল বেননের। দেখে পরিত্যক্ত, মৃত এবং অবহেলিত মনে হচ্ছে জায়গাটাকে। মনেই হয় না এটা একটা বড় র‍্যাঞ্চের হেডকোয়ার্টার। তার দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় যে কটা ঘোড়া দেখতে পেল তাকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে লোকের অভাব নেই র‍্যাঞ্চে। অস্বাভাবিক।

র‍্যাঞ্চ হাউস পাশ কাটিয়ে ডানদিকের একটা অ্যাডোবি ব্যারাকের সামনের উঠানে চলে এলো ওরা। বাড়িটা দেখে ওটা বাঙ্ক হাউস হবে বলে ধারণা করল বেনন। র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছন দিকটা বামদিকে। সামনে একটা করাল। গেটের পাশে কাঠের একটা চৌবাচ্চা।

চৌবাচ্চার সামনে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। দরজা খুনে ক্যানিয়ন

পেরোনোর সময় মাথা নিচু করল এক দীর্ঘদেহী লোক, তারপর বেরিয়ে এলো বাঙ্ক হাউস থেকে। হাড্ডিসার মানুষ সে, চেহারায় ভাবের কোন প্রকাশ নেই। উঁচু চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে সেঁটে আছে চামড়া। চওড়া ব্রিমের স্টেটসনের তলা দিয়ে বের হয়ে আছে লালচে চুল। এ লোকই রেড কেলটন হবে, আন্দাজ করল বেনন। লাল একটা ফ্ল্যানেলের শার্ট তার পরনে, লম্বা গলায় জড়ানো স্কার্ফটাও লাল। বোঝা যায় লাল রংটা তার পছন্দের রং। নিচু করে বাঁধা দুটো সিক্সগান ঝুলছে তার উরুর পাশে। খুবই অস্বাভাবিক! এর ভঙ্গি বলে দিচ্ছে এ গানম্যান। সাধারণ ফোরম্যান কখনও দুটো অস্ত্র এভাবে বহন করে না।

বেননের হাত ছুঁয়ে দীর্ঘদেহীর দিকে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল রিয়ো। গোড়ালি উঁচু ধুলোতে নেমে পড়ল সে ঘোড়া থেকে।

এবড়োখেবড়ো অ্যাডোবির দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট রোল করল রেড কেলটন, ওদের এগিয়ে আসতে দেখছে।

'এ রন জনসন, রেড,' থেমে দাঁড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিল রিয়ো। 'কাজ খুঁজছে। গিটার আছে ওর সঙ্গে।'

'একে পেলে কোথায় তোমরা?' কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল রেড।

'কয়োটি ক্রীকের পেছনে একটা ড্রয়ে।'

'এলডোরাডো থেকে আসছি,' জানাল বেনন। 'জুয়াড়ীরা আমার সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়েছে। অবশ্য বেশি কিছু ছিল না আমার।'

বেননের দিকে তাকাল রেড। লোকটার চোখ ধূসর নাকি সবুজ তা ঠিক ধরতে পারল না বেনন। তবে সন্দেহ নেই যে তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কিছুই নজর এড়াচ্ছে না।

'তাহলে কাজ খুঁজছ তুমি,' মন্তব্যের সুরে বলল রেড।

সিগারেটে টান দিল। 'তা আইসিসিতে কি কাজের খোঁজেই এসেছ?'

'তা নয়,' জানাল বেনন। 'বরং আইসিসিই আমাকে খুঁজে নিয়ে এসেছে বলে আমার ধারণা।'

ঠোঁট প্রসারিত করল রেড। ওটাকেই হাসি বলে ধরতে হবে। চোখ দুটোয় বিরাজ করছে শীতল দৃষ্টি। 'মালপত্র বাঙ্ক হাউসে রেখে অপেক্ষা করো। পরে তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

স্যাডল খুলে করালের পোলের সঙ্গে লটকে রাখল বেনন। রোলটা কাঁধে নিয়ে এক হাতে গিটারটা বহন করে বাঙ্ক হাউসের দিকে পা বাড়াল। ভেতরে ঢুকে অবাক হতে হলো ওকে। পেছনের দিকে একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে বেশ কয়েকজন রাইডার। তাস পেটাচ্ছে তারা। অথচ এসময়ে রেঞ্জে নানা কাজে তাদের ব্যস্ত থাকার কথা।

একটা খালি বাঙ্কে রোল বিছিয়ে তার ওপর ওয়ারস্যাক আর গিটার রাখল বেনন, বাইরে বেরিয়ে এসে বাঙ্ক হাউসের বারান্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটা সিগার ধরাল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল রিয়ো। বিরাট একটা শকুনের মতো করালের উঁচু খুঁটির ওপর বসে আছে রেড কেলটন।

বেননের উল্টোদিকে র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছন দেয়াল। ওখানে সরু সরু জানালা দেখা যাচ্ছে একটু পরপর। একটা দরজাও আছে। বন্ধ।

দরজাটা খুলে যেতে চোখ বিস্ফারিত হলো বেননের। একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। চমৎকার শারীরিক সৌন্দর্য মেয়েটির। মুখটা চাঁদের মতো গোল। মাথায় সাদা একটা স্ট্র হ্যাট। ওটার তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার সোনালী চুলের গোছা। ডানে বামে একবারও না তাকিয়ে করালের খুঁটির ওপর বসে থাকা

কেলটনের দিকে এগোল সে দৃঢ় পায়ে। সাদা একটা সিল্কের পোশাক তার পরনে। দেহের প্রতিটি খাঁজভাঁজ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তীক্ষ্ণ নাসা আর ছোট্ট চিবুক উঁচু করে হাঁটছে সে। চমৎকার লাগল বেননের দেখতে। কৌতূহল বোধ করছে। এমন একটা অস্বাভাবিক র‍্যাঞ্চে এরকম একটা মেয়ে কি করছে বুঝে উঠতে পারল না।

বেননের চোখ অনুসরণ করল মেয়েটাকে। করালের খুঁটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি, চোখ তুলে রেড কেলটনের দিকে তাকাল। কি কথা হলো শুনতে পেল না বেনন। কিন্তু বুঝতে পারল মেয়েটি কোন কারণে অসন্তুষ্ট। রাগের সঙ্গে হাত নাড়ছে সে, ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে ফিরে চলল।

'সদ্য প্রস্ফুটিত একটা গোলাপের মতোই সুন্দর,' মৃদু স্বরে বলল বেনন।

'আর কাঁটাও অত্যন্ত বেশি,' যোগ করল রিয়ো। 'চোখের পলক না ফেলে তোমাকে বা আমাকে গুলি করে দিতে পারবে এমন এক মেয়ে ও।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল বেনন, 'আর এতো সুন্দরী মেয়ে এখানে কেন সে প্রশ্নও জাগছে আমার মনে।'

'চেরোকিও মনে করেছিল ও গুলি করবে না,' বলল রিয়ো। 'বাড়াবাড়ি করতে গিয়েছিল সে। বিনা দ্বিধায় গুলি করে দেয় লিয়া।'

'ওর নাম তাহলে রিয়া।'

'হ্যাঁ।' মাটিতে থুতু ফেলল রিয়ো। 'ও একটা র‍্যাট্‌ল্‌ সাপের মতোই বিপজ্জনক।'

দু'জন দু'জন করে রেঞ্জ থেকে ফেরত আসছে ধূলিধূসরিত

কাউবয়রা, উঠানে এসে ঘোড়া থেকে নামছে। এদের দেখে রুক্ষ কঠোর লোক বলেই মনে হচ্ছে। একটু পরই বাবুর্চি সাপারের ঘণ্টা বাজাল। অন্যান্যদের সঙ্গে খাবার ঘরে তাড়াহুড়ো করে গিয়ে ঢুকল বেনন। সেই ভোরে নাস্তা করার পর পেটে আর কিছু পড়েনি ওর।

সাপার শেষে বাঙ্ক হাউসে হাজির হলো ও। ওয়ারব্যাগ আর গিটার এক পাশে সরিয়ে ওয়ারব্যাগের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখল। অবাক হলো না যখন দেখল গিঁঠটা পাল্টে গেছে, ওর দেয়া গিঁঠ নেই। ও যখন খেতে গেছে তখন কেউ একজন ব্যাগটা খুলে ভেতরের জিনিসপত্র ঘেঁটেছে। ওয়ান্টেড পোস্টারটা ছিল, সেটা নিশ্চয়ই সে দেখেছে। এখন অপেক্ষা করে দেখতে হবে ঘটনা কোনদিকে মোড় নেয়। রেড কেলটন কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তার ওপর নির্ভর করছে পরবর্তী পদক্ষেপ। সত্যিকার কোন ক্যাটল কোম্পানি কখনও এমন কাউকে ভাড়া করবে না যাকে ধরে দেয়ার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

দিনের আলো কমে আসতে কে যেন কয়েকটা স্টেবল বাতি জ্বেলে দিল। সিলিঙের হুক থেকে ঝুলছে লণ্ঠনগুলো, হলুদ আলো ছড়াচ্ছে। তাসের আড্ডা জমে গেল টেবিল ঘিরে। মাথা ঝুঁকিয়ে দরজা দিয়ে বাঙ্ক হাউসে ঢুকল রেড কেলটন। বেননকে দেখে তার সামনে থামল। আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'রন, তোমাকে হায়ার করা হলো। খাবার খরচ বাদ দিয়েও মাসে ষাট ডলার করে পাবে তুমি।'

খুশির ছাপ ফুটিয়ে তুলল বেনন চেহারায়। 'দারুণ! অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। শেষ যে কাজটা করছিলাম সেখানে আমাকে মাসে তিরিশ ডলার করে দিত। দক্ষ লোকও সহসা ষাট ডলার করে পায় না।'

'আর আমরা দক্ষ লোক ছাড়া চাকরিতেই নিই না,' শুকনো

গলায় বলল রেড। 'অনেকে বলবে আমরা গানম্যান ভাড়া করি।' তাসের টেবিলের দিকে পা বাড়াল রেড।

ভাবনায় ডুবে গেল বেনন। ইমপেরিয়াল ক্যাটল কোম্পানিতে অস্বাভাবিক কিছু একটা অবশ্যই ঘটছে। র‍্যাঞ্চ হলে গরু রাখা হতো। এখানে গরু নেই। র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান দুটো সিক্সগান ঝোলায়। বেতন দেয়া হয় দ্বিগুণ! কিছুই সাধারণ র‍্যাঞ্চের সঙ্গে মিলছে না।

বেননের চিন্তার জাল ছিন্ন করল রিয়ো। 'রন, ছেলেরা তোমার গিটার শুনতে চাইছে।'

'নিশ্চয়ই।' হাসল বেনন।

পরদিন সকালে অন্য সবার সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল বেনন। নিরবে রেঞ্জে টহল দিতে বের হলো ওরা। ভোর হতে না হতেই সূর্য তার তাপ ঢালতে শুরু করেছে। মেজাজ খারাপ করে দেয়ার মতো পরিবেশ। ধুলোয় আর ঘামে মিশে চটচটে হয়ে গেল ওদের দেহ এক ঘণ্টা পুরো হবার আগেই।

ঘুরতে বেরিয়ে বুঝতে পারল বেনন, জীবনে কোন দিন এতো বড় আর উর্বর এলাকা ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখেনি ও। কথাটা রিয়োকে বলল ও।

রিয়ো জবাবে বলল, 'গরু আছে কি নেই তা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ তো আমি দেখছি না। সর্বোচ্চ বেতন পাচ্ছ তুমি। সেটাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।'

'গরুই নেই তো কাউবয়ের কাজ করব কী? বিনা কারণে কয়দিন আমাকে বেতন দেবে রেড?'

'রেডের কাজ রেঞ্জ পরিষ্কার রাখা। কোন লোককে এই এলাকায় ঘুরঘুর করতে দেখলে তাকে খেদানো। সেই দায়িত্বই আমাদের পালন করতে হবে।'

চুপ করে গেল বেনন। ওদের মাঝে আর কোন কথা হলো না।

সারাদিন রাইড করে একটা কয়োটি আর এক ঝাঁক ম্যাগপাই ছাড়া আর কোন জীবিত প্রাণীর দেখা পেল না বেনন। মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়ল শকুনের দল। এতো বড় এলাকায় একটা গরুও নেই।

র‍্যাঞ্চে ফিরে সাপার সারল ওরা সন্ধেতে, তারপর করালের খুঁটিতে অন্য গানম্যানদের সঙ্গে বসল সিগার ফুঁকতে। রিয়োর অনুরোধে গিটার হাতে তুলে নিতে হলো বেননকে। ঘনায়মান অন্ধকারে গিটারের রিনিঝিনি চমৎকার একটা আবহ সৃষ্টি করল।

একটু পরে খুলে গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের সেই দরজাটা। সোনালী চুলো রিয়া বের হয়ে এলো। এখন তার পরনে হাঁটু পর্যন্ত চেরা একটা রাইডিং স্কার্ট। সরু কোমরে ঝুলছে একটা গানবেল্ট। চামড়ার হোলস্টার থেকে বেরিয়ে আছে সিক্সগানের হাতির দাঁতের তৈরি বাঁট।

বেননকে বিস্মিত করে সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে এলো মেয়েটা। ওর সামনে থামল। ব্রিটিশ সুর বাজল তার মিষ্টি কণ্ঠে। 'তুমি বড় চমৎকার গিটার বাজাও, মিস্টার। গান গাও না কেন সঙ্গে?'

মনে মনে বলল বেনন, গান গাইলে আশেপাশের বোবা প্রাণীগুলো ভয় পেয়ে দিগ্বিদিকে ছুটে পালাবে।

'নাম কি তোমার, মিস্টার?' আবার জিজ্ঞেস করল রিয়া।

খুঁটি থেকে নেমে হ্যাট খুলে মাথা নিচু করে সম্মান দেখাল বেনন, তারপর বলল, 'ছেলেরা আমাকে রন নামে ডাকে।'

'আমি রিয়া ফ্রিংস্,' বলল সুন্দরী। 'বাসায় আসবে একটু? প্যাশিয়োতে বসে তোমার গিটার শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।'

বেনন আঁচ করল ব্যাপারটা রেড কেলটন পছন্দ করবে না। কি করবে বুঝতে না পেরে একবার রিয়া আরেকবার গানম্যানদের দিকে তাকাল ও। কারও চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই।

'বাসায় গিয়ে গিটার শোনাতে পারলে খুশিই হব, ম্যাম,' শেষে বলল বেনন। মেয়েটা ঘুরে দাঁড়ানোয় পা বাড়াল তার পেছনে। উঠানের মাঝখানে পৌঁছেছে ওরা, এমন সময়ে বাঙ্ক হাউসের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এলো রেড কেলটনের দীর্ঘ শরীর। ধীর পায়ে ওদের বাধা দিতে এগিয়ে এলো সে।

'যাচ্ছ কোথায়, রন?' ঠিক বেননের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

'মিস রিয়া গিটারের বাজনা শুনতে চায় বলে তার সঙ্গে র‍্যাঞ্চ হাউসে যাচ্ছি।'

কড়া চোখে রিয়াকে দেখল রেড।

পাল্টা শীতল দৃষ্টিতে তাকাল রিয়া।

'ম্যাম,' কর্কশ স্বরে বলল রেড, 'কোন লোককে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকতে দিতে নিষেধ করা হয়েছে আমাকে।'

'নিজের চরকায় তেল দাও, কেলটন,' শীতল স্বরে বলল রিয়া। 'কাকে আমি দাওয়াত দেব সেটা একান্তই আমার ব্যাপার। দরকার হলে এব্যাপারে তোমার বসের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

আট

একচুলও নড়ল না দীর্ঘদেহী ফোরম্যান। সরাসরি নিষ্পলক চোখে

তাকিয়ে আছে সে রিয়ার দিকে। বেননের মনে হলো ছোট্ট একটা মুরগির বাচ্চার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে একটা আক্রমণোদ্যত ধেড়ে শকুন। পরমুহূর্তে বিস্মিত হতে হলো ওকে। ঝট করে হোলস্টার থেকে রিভলভারটা টেনে বের করেছে রিয়া। হ্যামার উঠিয়ে কেলটনের বুকে তাক করল অস্ত্রটা।

শান্ত নিচু গলায় বলল, 'আমাদের ঠেকানোর চেষ্টা করলে গুলি করতে বাধ্য হবো।'

মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে বেনন স্পষ্ট টের পেল এ মেয়ে মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না, যা বলছে তা করবে প্রয়োজন পড়লে। বুঝতে পারল সেটা রেড কেলটনেরও জানা। গম্ভীর চেহারায় দু'পা সরে দাঁড়াল রেড কেলটন।

'সামনে বাড়ো,' কাঁধের ওপর দিয়ে বেননকে বলল রিয়া। অস্ত্র এখনও কেলটনের বুকে তাক করে রেখেছে। 'কাউকে আমি বিশ্বাস করি না।'

কেলটনের দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বেনন, তারপর রিয়াকে পাশ কাটিয়ে এগোল সামনে, র‍্যাঞ্চ হাউসের খোলা দরজার দিকে। প্রায় পৌঁছে গেছে এমন সময়ে ওর পাশে চলে এলো রিয়া। দরজা দিয়ে বেনন ঢোকার পর ওটা দড়াম করে বন্ধ করল মেয়েটা, একটা বোল্ট টেনে আটকে দিল যাতে হঠাৎ করে কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে। শান্ত গলায় বলল, 'আমার উচিত ছিল কেলটনকে গুলি করা।'

বিশ্বাস করতে বেননের কষ্ট হলো যে এতো সুন্দরী একটা মেয়ে এতো বিপজ্জনক হতে পারে। হোলস্টারে রাখা ছোট্ট রিভলভারের বাঁটের দিকে তাকিয়ে নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করল ও, 'গুলি আছে তোমার অস্ত্রে?'

জবাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেননকে কিছুক্ষণ দেখল রিয়া, তারপর

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে অ্যাডোবির মাটি দিয়ে লেপা একটা চৌকোনা প্যাশিয়োর দিকে এগোতে ইঙ্গিত করল। বাড়ির মাঝখানে জায়গাটা, খোলা আকাশের নিচে। দিনের খরতাপের পর এখন জায়গাটাকে বেহেস্ত বলে মনে হচ্ছে। শীতল, রংচঙে, আরামদায়ক। উঠানের মাঝে একটা কুয়ো। সেটা থেকে ওক কাঠের বালতিতে করে পানি তুলছে এক মেক্সিকান মহিলা, অ্যাডোবি ভিজিয়ে শীতল করছে। টবে শোভা পাচ্ছে লাল হলুদ আর সাদা ফুলের গাছ। ফুল ফুটে আছে। একটা ঝোপের পেছনে কয়েকটা রকিং চেয়ার আর একটা টেবিল দেখা গেল। মাথার ওপর ছাউনি বলে জায়গাটা ছায়া ছায়া। পাশ থেকে ওখানে বসতে ইঙ্গিত করল রিয়া। তারপর আজব একটা কাণ্ড করল। 'দেখো,' বলেই রিভলভার ড্র করে গুলি করে বসল। ছাদ থেকে ঝুলন্ত খাঁচার ভেতর একটা জে পাখি ছিল, বুকে গুলি খেয়ে খাঁচার ভেতর লুটিয়ে পড়ল পাখিটা।

'ঠিক তোমার মতোই ভুল ভেবে বসেছিল র‍্যাঞ্চের এক গানম্যান,' বলল রিয়া রিভলভারটা হোলস্টারে রাখতে রাখতে। 'ভুল ধারণা ভেঙে গেছে তার। দ্বিতীয়বার একই ভুল সে আর করবে না। তুমিও কথাটা মনে রেখো। দরকার পড়লে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করতে দ্বিধা করি না আমি।'

অসন্তুষ্ট বোধ করলেও কোন কথা বলল না বেনন। বুঝতে পারছে, রিয়ো ঠিকই বলেছে, গোলাপের মতো সুন্দর হলেও চোলার মতোই কাঁটাময় এই রিয়া মেয়েটি। খামোকা খাঁচার পাখিটাকে মেরে কোন দুঃখ বোধ করছে না সে।

দরজায় টোকার আওয়াজ হলো। 'রন, গুলি করেছে তোমাকে?' জানতে চাইল একটা কণ্ঠ।

'না, এখনও বেঁচেবর্তেই আছি,' জবাবে বলল বেনন।

আস্তে করে একটা রকিং চেয়ারে বসল ও। সামনেই টেবিল। তার ওপর স্কচ হুইস্কির বোতল আর দুটো গ্লাস রাখা।

উল্টো পাশের একটা চেয়ারে বসল রিয়া। গ্লাসে মদ ঢালল। বলল, 'আমেরিকান হুইস্কি আমি খেতে পারি না। বড় বেশি ধক। তরল আগুন!'

রিয়ার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল বেনন, তারপর মন্তব্য করল, 'আমার কিন্তু ওই ধকই পছন্দ। স্কচ হুইস্কিতে সেই ধাক্কাটা নেই।'

কোলের ওপর গিটার তুলে নিল ও, বাজাতে শুরু করল মৃদু টোকায়। প্লাক করছে আঁধারে।

চুপ করে শুনছে রিয়া, মাঝে মাঝে গ্লাসে হুইস্কি ভরতে সামনে ঝুঁকছে। আধ ঘণ্টা পর বোতলটা খালি হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল রিয়া, সামান্য টলছে। 'চমৎকার গিটার বাজাও তুমি,' প্রশংসা করে বলল।

'যাই তাহলে,' উঠে দাঁড়াল বেননও।

'না, দাঁড়াও,' বলে উঠল রিয়া। গলায় জরুরী সুর চিনতে ভুল হলো না বেননের। কাছে সরে এলো মেয়েটি। 'রন, রেড কেলটনের হয়ে কেন কাজ করো তুমি?'

শ্রাগ করল বেনন। 'বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, রেড কেলটন আমাকে কাজে নিয়েছে। বেতন ভাল। রয়ে গিয়েছি। জানতাম না আসলে র‍্যাঞ্চটার মালিক তুমি।'

'মালিক!' তিক্ত শোনাল রিয়ার কণ্ঠ। তিক্ত হাসল। 'বন্দি আমি। স্রেফ বন্দি। আটকে রাখা হয়েছে আমাকে।'

'নিজের ইচ্ছেয় চলতে পারছ না তুমি?'

'না। চিঠি লিখতে পারি না আত্মীয়দের কাছে। কোথাও যেতে পারি না। আমার ভাইকে খুনে ক্যায়িনে মেরে ফেলেছে ওরা।

আটকে রাখা হয়েছে আমাকে। রেড কেলটন তার বসের নির্দেশে ইচ্ছে মতো চালাচ্ছে র‍্যাঞ্চটা।'

'খুনে ক্যানিয়ন,' সতর্ক সুরে উচ্চারণ করল বেনন। 'তোমার ভাই সেখানে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। ওকে খুন করা হয়েছে। খুন করেছে বেন স্টার্ক।'

'ক্যানিয়নটা কোথায়?'

'আমাদের রেঞ্জের ওপর দিয়ে যে নদীটা গেছে তার উজানে। ঠিক কোথায় তা বলতে পারব না।...কেন?'

জবাব না দিয়ে মেয়েটার কাছ থেকে আরও তথ্য আদায় করতে চেষ্টা করল বেনন। 'আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার ভাই কার দলে ছিল? কেন তাকে খুন করা হলো? তুমিই বা বন্দি কেন? তাছাড়া রেড কেলটন র‍্যাঞ্চটা দখল করল কিভাবে? একটু খুলে বলো।'

'এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছ তুমি,' বলল রিয়া। 'সাধ্যমতো জবাব দেয়ার চেষ্টা করছি। শুনে তুমি অবাক হবে। তার আগে বলি কেন তোমার সঙ্গে এসব আলাপ করছি। এখানে আমি একেবারেই একা। কাউকে না কাউকে মনের কথা বলতে হবে, নইলে পাগল হয়ে যাব আমি। তোমাকে পছন্দ হওয়ায় স্থির করেছি কথা বলে মনটা হালকা করব।'

বেননকে আবার বসতে ইঙ্গিত করল রিয়া। নিজেও বসল।

'আমার ভাই ছিল ব্রিটিশ আর্মির ক্যাপ্টেন। অবসর নিয়ে পশ্চিমে আসে ও র‍্যাঞ্চ করার ইচ্ছে নিয়ে। এই র‍্যাঞ্চটা কেনে। তখন ও জানত না আউট-লরা ওকে টিকতে দেবে না। একদিন একদল বদমাশ ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। পরে রেড কেলটনের কাছে শুনেছি খুন করা হয়েছে ওকে। বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ ছয় মাস হলো ওর কোন খোঁজ নেই। আমাকে একা

বিপদে ফেলে চলে যাবার কথা নয় ওর। র‍্যাঞ্চেও ফেরেনি। এখন বুঝি কেলটনের কথাই সত্যি।'

ঝোপের মধ্যে নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে তাকাল বেনন। সেই মেক্সিকান মহিলা, ফুল গাছে পানি দিচ্ছে। জাগির কথা মনে পড়ে গেল বেননের। সতর্ক হয়ে উঠল ও। তারপর ওকে কেউ সন্দেহের চোখে দেখবে না সেটা মনে মনে নিশ্চিত হয়ে আবার রিয়ার দিকে মনোযোগ দিল।

'আমরা যখন এই র‍্যাঞ্চটা কিনে এখানে এলাম তখন রেড কেলটন ছিল র‍্যাঞ্চে। তার দলবলও ছিল। এদিকে কাজের লোক পাওয়া দুঃসাধ্য বলে তাকে কাজে রাখল আমার ভাই। গরু কেনার সুযোগ হয়নি ওর। কয়েকদিন পরেই বুঝল সে অন্য কারও নির্দেশে কাজ করছে রেড কেলটন। তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। একদিন রাগারাগি করল কেলটনের সঙ্গে। তার পরদিনই একদল লোক ওকে ধরে নিয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ নিরবতার পর প্রশ্ন করল বেনন, 'আমি কি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি?'

আঠা দিয়ে বন্ধ করা একটা সাদা এনভেলাপ বেননের হাতে দিল রিয়া। 'ভাল লোক বলে তোমাকে মনে হয়েছে আমার। সেজন্যেই তোমাকে ডেকেছি। এই চিঠিটা সবচেয়ে কাছের জাজের ঠিকানায় পোস্ট করে দিয়ো, তাহলেই আমার বিরাট উপকার করা হবে। এমন হতে পারে না যে এই বিরাট দেশে কোন আইন নেই। নিশ্চয়ই পুলিশ আছে। আইন আছে। কোর্ট আছে। অসহায় একটা মেয়ের স্বার্থ নিশ্চয়ই তারা দেখবে।' ব্লাউজের পকেট থেকে কয়েকটা কয়েন বের করল রিয়া। ওগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বিনা পয়সায় তোমার সাহায্য চাইছি না আমি। এখানে পাঁচটা বিশ ডলারের কয়েন আছে। পুলিশ এই

র‍্যাঞ্চে আসার পর তোমাকে আরও একশো ডলার দেব আমি।'

উঠে দাঁড়াল বেনন, কয়েনের দিকে হাত না বাড়িয়ে বলল, 'আমি আমার সাধ্যমতো করার চেষ্টা করব।...না, পয়সা লাগবে না সেজন্যে।'

মেক্সিকান মহিলা এখনও গাছে পানি দিচ্ছে।

'আমার চিঠিটা তুমি পাঠাবার ব্যবস্থা করবে তো?' উদ্‌গ্রীব স্বরে জানতে চাইল রিয়া।

'নিশ্চয়ই,' আশ্বস্ত করল বেনন। পকেটে খামটা রেখে দিল।

দরজার কাছ পর্যন্ত এসে বেননকে এগিয়ে দিল রিয়া। পেছনে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল বেনন। অন্ধকার উঠান পার হয়ে বাঙ্ক হাউসের দিকে চলল ও। বাঙ্ক হাউসে এখন আর কোন আলো জ্বলছে না। চারপাশ নিরব।

এখন বেনন জানে কেন এই র‍্যাঞ্চে কোন গরু নেই। আইসিসির রেঞ্জেই বেন স্টার্কের আস্তানা। তার দলবল রিয়ার ভাইকে খুন করে আপদ দূর করেছে। রিয়াকে বন্দি করে রেখে রেঞ্জ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তার লোক। বহিরাগতরা খুনে ক্যানিয়নের ধারেকাছেও ঘেঁষার সুযোগ পাবে না, তার আগেই ঠেকানো হবে তাদের।

ভাগ্যের সহায়তায় অবাক লাগছে বেননের। যখন খুনে ক্যানিয়ন খোঁজা বাদ দিয়েছে তখনই সন্ধান পাওয়া গেল ওটার।

বাঙ্ক হাউসের দরজার পাশে বসে ছিল রেড কেলটন, বেননকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'বাজি ধরে বলতে পারি মেয়েটা তোমার কান পচিয়ে ছেড়েছে।'

'আস্ত পাগল ওই মেয়ে,' সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এমন সুরে বলল বেনন। 'আইনের লোক নিয়ে আসতে পারলে আমাকে তিনশো ডলার দেবে বলেছে।' হাসল বেনন। 'আর আমাকে, চিন্তা করে

দেখো, আইন যাকে খুঁজছে!' পকেট থেকে সাদা এনভেলপটা বের করে বাড়িয়ে দিল ও। 'বলছিল এটা যাতে আমি পোস্ট করি।'

এনভেলপটা নিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখল কেলটন। 'এবার নিয়ে পাঁচবার চিঠি পাচারের চেষ্টা করল। বলতেই হয় যে হাল ছাড়া মেয়েটার ধাতে নেই।'

'অস্ত্র ব্যবহারেও দক্ষ,' মন্তব্য করল বেনন। জে পাখিটার পরিণতি বলল।

ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল কেলটন। বাহুতে একটা লম্বা ক্ষত চিহ্ন। 'হ্যালো বলার আগেই আমাকে গুলি করেছিল মেয়েটা। বুনো বিড়ালের চেয়ে কম বিপজ্জনক নয় ও।'

নয়

অসহ্য গরমে ধুলোর মধ্যে চওড়া একটা সমতল ভূমিতে ঘোড়া দাবড়ে বেড়াচ্ছে বেনন। ওর পাশে চলেছে রিয়ো। প্রতিদিন একই রুটিন। রেঞ্জে ঘুরে বেড়ানো। ভাগ্যের পরিহাস, ভাবল বেনন, সেই সীমান্ত থেকে বেন স্টার্কের সঙ্গে যোগ দিতে এতোদূর এসেছে ও, বলা চলে তার দলের লোক হয়ে গেছে, অথচ স্যাডলে চড়ে পাছা ব্যথা করা ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

রিয়ো সিদ্ধান্ত নিল দক্ষিণের দিকটায় যাওয়া দরকার। নদীটা ওদিকেই। মসৃণ ঢেউ খেলানো টিলাগুলোকে পেছনে ফেলে রুক্ষ বিরান প্রান্তরে চলে এলো ওরা। অজস্র ক্যানিয়ন আর র‍্যাভিনের কারণে দুর্গম এক অঞ্চল এটা। অনেকক্ষণ পর উঁচু একটা ব্লাফের

ওপর থেমে দাঁড়াল ওরা। নিচে দেখা যাচ্ছে নদীটাকে, ঘোলাটে পানি বুকে নিয়ে ধীরে বয়ে চলেছে নিঃশব্দে।

'জিলা?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

নড করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রিয়ো, একটা অ্যারোয়োর সামনে থমকে দাঁড়াল। খাদটা দেখলে মনে হয় ন্যাড়া পাহাড়ের বুকে ছুরির তীক্ষ্ণ পোঁচ মেরেছে কেউ। মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছে বিরাট একটা অংশ।

রিয়োর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল বেনন। অ্যারোয়ো ধরে হেঁটে এগিয়ে আসছে এক প্রসপেক্টর তার খচ্চর নিয়ে। শামুকের মতো ধীর গতিতে আসছে সে। লোকটাকে দূর থেকে দেখে কেমন পরিচিত বলে মনে হলো বেননের।

বেননকে হাতের ইশারা করে হাতে রাশ তুলে নিল রিয়ো, স্পারের খোঁচা দিয়ে পূর্ণ গতিতে ঘোড়া ছোটাল আগন্তুকের দিকে। অ্যারোয়োর ভেতরে ঢুকে লোকটার দু'পাশে ঘোড়া থামাল ওরা, তাকিয়ে থাকল নির্বাক।

বিস্মিত ভাবটা লুকাতে হলো বেননকে। লোকটা আর কেউ নয়, মাইক ফ্ল্যান্নারি। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে এখন প্লেইড শার্ট আর কর্ডের প্যান্ট, কিন্তু মাথায় ঠিকই শোভা পাচ্ছে তোবড়ানো স্টেটসন। কোমরে ঝুলছে সিক্সগান।

'চমৎকার সঙ্গী পাবার জন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতেই হয়,' মন্তব্য করল ফ্ল্যানারি। রিয়োর ওপর থেকে সরে এসে তার দৃষ্টি স্থির হলো বেননের ওপর। নীল চোখে স্পষ্ট বদমায়েশী। পরিচয়ের কোন চিহ্ন ফুটল না তার চেহারায়, একটা সিগারেট রোল করে ধরাল ধীরেসুস্থে।

'আইসিসি রেঞ্জে কি করা হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রিয়ো।

বালু আর ক্যাকটাস হাত দিয়ে দেখাল ফ্ল্যানারি। বিস্মিত

শোনাল তার কণ্ঠ। 'রেঞ্জ এটা! জ্যাক র‍্যাবিটও তো না খেয়ে মরবে।'

'প্রসপেক্টিং করো তুমি?'

'তা নইলে এই জাহান্নামে আসি?' খচ্চরটা দেখাল ফ্ল্যানারি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ওটার পিঠে কোদাল, শাবল ইত্যাদি বেঁধে রাখা হয়েছে।

স্যাডলে আরাম করে বসল রিয়ো, আইরিশ ম্যানের চোখে চোখ রেখে বলল, 'নদীর দিকে কোন খনিজ নেই।'

'তারমানে কি আমি ধরে নেব যে পাবার কোন আশাও নেই?'

'এদিকে ঘুরঘুর করছ কয়দিন হলো?'

চিন্তিত চেহারায় সিগারেটে টান দিল ফ্ল্যানারি। 'তা বিশ বছর তো হবেই। কিছু কম বা বেশি হতে পারে।'

'আস্ত মিথ্যুক তুমি,' বলেই ঝটকা দিয়ে সিক্সগান বের করল রিয়ো। 'তোমার কোদাল আর শাবল পুরানো, কিন্তু বুট জুতোগুলো একেবারে নতুন। দেখি তোমার হাত?' কাছে ঘেঁষল রিয়ো, আইরিম্যানের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও অস্ত্র সরাল না। একটা হাত টেনে নিয়ে পরখ করে দেখল। 'একেবারে গানম্যানদের মতো নরম! জীবনে কোনদিন তুমি শাবল বা কোদাল চালাওনি।'

'এটা ঠিক যে হাতের যত্ন নিই আমি,' বলল অবিচলিত আইরিশ লোকটা। 'এমন কোন আইন আছে যে কাজের সময় গ্লাভ্স্ ব্যবহার করা যাবে না?' বেল্টের তলা থেকে ভারী দুটো গ্লাভ্স্ বের করে দেখাল সে।

'বাজি ধরে বলতে পারি, খনিজের বদলে বাউন্টি মানি সংগ্রহ করো তুমি,' টিটকারির সুরে বলল রিয়ো।

হাসল ফ্ল্যানারি। 'এখানে এই দুর্গম নির্জন এলাকায় বাউন্টি

মানি?'

'ফালতু কথা বন্ধ করো!' ধমক দিল রিয়ো। বেননের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একে নিরস্ত্র করো, রন।'

ঘোড়া থেকে নেমে ফ্ল্যানারির সিক্সগানটা নিয়ে নিল বেনন।

'এবার এগোও আমাদের সঙ্গে,' নির্দেশ দিল রিয়ো। অ্যারোয়োর উঁচু দিকটা দেখাল চোখের ইশারায়। 'হাত যেমন নরম তেমনি তোমার পা-ও যদি নরম হয় তাহলে এক গাদা ফোস্কা উপহার পাবে তুমি।'

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ফ্ল্যানারি, 'একজন নিরীহ মানুষকে অস্ত্রের মুখে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?'

'আইসিসি,' সংক্ষেপে উত্তর দিল রিয়ো।

'আইনের কানে অবশ্যই যাবে যে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'আইন!' টিটকারির সুরে বলল রিয়ো। 'পেকোসের পশ্চিমে! হাঁটা শুরু করো বকবক থামিয়ে।'

কথা না বাড়িয়ে সামনে বাড়ল ফ্ল্যানারি। তার পেছনে চলল খচ্চরটা। অনুসরণ করল বেনন আর রিয়ো।

দ্রুত কাজ করছে বেননের মাথা। এখন বুঝতে পারছে ওর ধারণা ভুল ছিল, মাইক ফ্ল্যানারি বেন স্টার্কের দলের লোক নয়। রিয়ো যেমন বলছে তাই কি সঠিক? লোকটা বাউন্টি হান্টার? সম্ভবত ভুল ভাবছে রিয়ো। ধারণা করল এলডোরাডোতে রুপোর বাঁট দেখে প্রভাবিত হয়ে প্রসপেক্টর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকটা। ভাগ্য তাকে নিয়ে এসেছে খুনে ক্যানিয়নের কাছে। সম্ভবত গর্বের কারণে সে বলতে পারছে না যে প্রসপেক্টিঙে সে একেবারে নতুন। সেকারণেই রিয়োর সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

'হয়তো ভুল লোককে বিনা কারণে ধরে নিয়ে চলেছি আমরা,' মন্তব্য করল বেনন।

কাঁধ উঁচু করল রিয়ো। 'হতে পারে। এদিকের পাহাড়ে প্রসপেক্টরদের অভাব নেই। লাশের ওপর মাছির দলের চেয়ে বেশি প্রসপেক্টর এদিকে ঘুরঘুর করে। কিন্তু এর মতো নরম হাতওয়ালা নয় তারা কেউ। রেড এর পেট থেকে সমস্ত কথা টেনে বের করতে বেশি সময় নেবে না।'

'রেড বেশ নিষ্ঠুর বোধহয়?'

'কতোটা তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। রেড যখন একে ছাড়ান দেবে ততোক্ষণে এ বারবার ভাববে যে ওকে যদি গুলি করে মেরে ফেলতাম তাহলে এতো কষ্ট পেত না।'

চুপ করে গেল বেনন। ভুলতে পারছে না যে সঙ্গী হিসেবে ফ্ল্যানারি মোটেও খারাপ ছিল না। লোকটা জীবন বাঁচিয়েছে ওর। তাছাড়া নির্দোষ কাউকে যারা অত্যাচার করে তাদের দলে থাকাটা সত্যিই কষ্টকর। মানসিক নির্যাতন।

হাঁটছে বলে দেরি হচ্ছে ফ্ল্যানারির। সূর্য ডুবে যাওয়ার কিছু পরে র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ওরা। আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল বেননের জন্যে। বাঙ্ক হাউসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাক্স আকৃতির একটা ওয়্যাগন। ঝকমকে হলুদ রং ওটার। প্রফেসর রুবেন স্টাসির ওয়্যাগন ওটা।

'রেডকে খবর দাও,' বেননকে বলল রিয়ো। 'আমি একে পাহারা দিয়ে রাখছি।'

স্যাডল থেকে পিছলে নামল বেনন। ফ্ল্যানারির অবস্থা খারাপ। ধুলোময় চেহারা। ক্লান্ত শ্রান্ত। ফোস্কা পড়ে গেছে পায়ে। খচ্চরটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে।

রাগান্বিত একটা চিৎকার শোনা গেল বাঙ্ক হাউসের ভেতর

থেকে। পরক্ষণেই ভেসে এলো সমস্বরে হাসির আওয়াজ। ভেতরে ঢুকে বেনন দেখল চকচকে দাড়ি নিয়ে টুলে বসা একটা লোকের ওপর ঝুঁকে আছে প্রফেসর, চোখ দুটো ঝিকমিক করছে অনাবিল আনন্দে। লোকটার চেহারায় ব্যথার ছাপ। প্রফেসর সোজা হয়ে দাঁড়াল, হাতের ফরসেপে একটা মাড়ির দাঁত। 'এই অসুস্থ দাঁত আর কখনও ভদ্রলোককে কষ্ট দেবে না,' ঘোষণার সুরে বলল সে। 'তোমরা দেখেছ কি দক্ষতা আর যত্নের সঙ্গে উপড়ে আনা হয়েছে এটা। এক ডলার প্লিজ! পরেরজন বসে যাও টুলে।'

দাঁত হারানো গানহ্যান্ড তাড়াহুড়ো করে টুল ছাড়তেই কয়েকজনকে ঠেলে এগিয়ে এসে টুলে বসল রেড কেলটন।

কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে পথ করে নিয়ে তার পাশে চলে এলো বেনন। 'বাইরে এক প্রসপেক্টরকে নিয়ে এসেছি আমরা। নদীর কাছে ঘোরাঘুরি করছিল লোকটা।'

'আটকে রাখো ওকে।' কেলটনের মন যে সম্পূর্ণ অন্যদিকে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 'জ্বালাতন কোরো না, এমনিতেই আমি অনেক ঝামেলায় আছি। মাথা ঝিমঝিম করছে, দাঁত কনকন করছে, হাড় ঝনঝন করছে। খুবই খারাপ অবস্থা।'

'আচ্ছা।' প্রফেসরের দিকে ফিরল বেনন। 'আমাকে চিনতে পারছ?'

একটু অন্যমনস্ক ভাবে বেননকে দেখল রুবেন, দাড়ি হাতাল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'চিনেছি। রন জনসন। তা তোমার শরীরের অবস্থা কি, রন? পেট ঠিক আছে তো? দাঁতে ব্যথা নেই? পিঠের যাতনা? মাথা ধরা? প্রফেসর রুবেন সব জানে, চিকিৎসা করে, এবং বিশ্বাস করো, সুস্থ করেও তোলে।'

'স্যাডলে চেপে চেপে পেছনটা শুধু ব্যথা হয়ে আছে,' জানাল বেনন। ওষুধের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এলো বাঙ্ক হাউস থেকে।

বুঝতে পারছে প্রফেসরের ভাল করে মনেও নেই যে তাকে ও মরুভূমিতে বাঁচিয়েছিল।

'রেড বলল একে আটকে রাখতে, বাইরে এসে রিয়োকে জানাল বেনন।

'ঠিক আছে,' ঘোঁৎ করে উঠল রিয়ো, ফ্ল্যানারির কাঁধ আঁকড়ে ধরে বাঙ্ক হাউসের কোনার দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। পেছনে পা বাড়িয়ে বেনন দেখল, কামারশালা আর ওয়্যাগন শেডের মাঝখানের ছোট একটা অ্যাডোবি ঘরের দিকে ফ্ল্যানারিকে নিয়ে যাচ্ছে রিয়ো। জোর খাটিয়ে পুরু কাঠের দরজাটা খুলল সে। ভেতর থেকে ভ্যাপসা একটা গন্ধ আসছে। ক্লান্ত আইরিশ ম্যানকে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢোকানো হলো। থমকে দাঁড়াল ফ্ল্যানারি, নাক কুঁচকে ঘোষণা দিল, 'এই দুর্গন্ধ যুক্ত ঘরে ঘেয়ো কুকুরও থাকতে পারবে না।'

অস্ত্র বের করে ওটার নল দিয়ে ফ্ল্যানারির মাথার পাশে জোরে একটা বাড়ি দিল রিয়ো। ধড়াস করে মাটিতে পড়ল ফ্ল্যানারি। সন্তুষ্টির আওয়াজ করল রিয়ো নাক দিয়ে। 'এবার শালা গন্ধ পাবে না আর।' দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর কাঠের আড়াটা আটকে ফিরে তাকাল বেননের দিকে। 'আমাদের কাজ শেষ, এবার রেডের কাজ শুরু হবে সকালে।'

বাঙ্ক হাউসের দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে একটা সিগার ধরাল বেনন। মাইক ফ্ল্যানারির পরিণতি চিন্তা করে ভাল লাগছে না ওর। ওর জীবন বাঁচিয়েছিল ফ্ল্যানারি। হালকা মনের আইরিশ লোকটা ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইবে ঠিক তেমন ধরনেরই মানুষ। ভুল জায়গায় ভুল সময়ে চলে এসেছে সে। সেজন্যে তাকে চরম মাসুল দিতে হবে সেটা হওয়া উচিত নয়। কাল পর্যন্ত ফ্ল্যানারি বন্দি থাকলে তার শেষ আশ্রয় যে বুটহিল হবে তাতে তেমন একটা

সন্দেহের অবকাশ নেই। রেড তাকে ছাড়তে পারবে না ফ্ল্যানারি আইন নিয়ে ফিরে আসতে পারে সেকারণে। আইসিসিতে আইনের উপস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। ধরে নেয়া যায় ফ্ল্যানারি মারা গেছে। অথচ লোকটা ভাল। ভরসা করা যায় তার ওপর। ভাল বন্ধু হবার সমস্ত সৎ গুণই আছে ফ্ল্যানারির।

পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলল বেনন।

বাঙ্ক হাউসের ভেতর থেকে প্রফেসর রুবেনের কথা শুনতে পাচ্ছে ও। ওষুধ বেচছে সে ক্রুদের কাছে। লোকটার সাহায্য চাইবে কিনা ভাবল বেনন, পরক্ষণে চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল। রুবেন ওকে ঠিক মতো চিনতে পেরেছে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তাছাড়া পিছলা লোক এই প্রফেসর রুবেন। নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে তেমন কোন কাজে তাকে জড়ানো যাবে না। যাকে চেনেই না তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে যাবে না সে।

রুবেনের দর্শন বুঝতে অসুবিধে হয়নি বেননের। ওষুধ ভরা ওয়্যাগন নিয়ে নানা জায়গায় যায় সে, নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশে, ব্যবসা করে তাদের সঙ্গে। নিশ্চিত নিরপেক্ষতা আর মুখ বন্ধ রেখে নিজের কাজ করে যাওয়ার কারণেই এখানে এই বন্য এলাকায় টিকে আছে সে। বেন স্টার্কের দল যেখানে জড়িত সেখানে প্রফেসর দ্বিগুণ সতর্ক থাকবে। এদিকের আউট-লরা খেপা র‍্যাটল স্নেকের মতোই ছোবল দিতে উদ্যত—বিপজ্জনক। না, ফ্ল্যানারিকে যদি সাহায্য করতেই হয় তাহলে আর কারও সহায়তা নেয়া যাবে না, যা করার করতে হবে ওর নিজেকেই। একা। যা করার করতে হবে দ্রুত। হাতে বেশি সময় নেই।

কুকের ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেল বেনন। সাপারের জন্যে বাঙ্ক হাউস থেকে বেরিয়ে আসছে ক্রুরা। তাদের সঙ্গে মিশে গেল

বেনন, যদিও দুশ্চিন্তার কারণে খিদে নষ্ট হয়ে গেছে ওর।

ছায়া ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। পাহাড়ের চুড়োগুলো আবছা হয়ে এলো, তারপর রাত নামল চারপাশ অন্ধকার করে। উঠানে এখনও রয়েছে প্রফেসরের ওয়্যাগন, কিন্তু তাকে কোথাও দেখল না বেনন। আন্দাজ করল প্যাশিয়োতে আছে সে, রিয়ার নৈকট্যে স্কচ হুইস্কি গিলছে। বাক্য বাগিশ প্রফেসর যেকোন পরিস্থিতিতে নিজেকে সহজেই মানিয়ে নিতে পারবে।

আজ রাতে বাঙ্ক হাউসে কোন হট্টগোল নেই। মেঝেতে পড়ে আছে প্রফেসরের ব্যথা নিরোধক ওষুধের খালি বোতল। আশি ভাগ অ্যালকোহলে তৈরি ওষুধ নামের কড়া মদ গিলে মাতাল হয়ে গেছে গানম্যানরা। স্টোভটাও জ্বলছে না। ঘরের ভেতরটা বেশ শীতল। যে যার বাঙ্কে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। রেড চিৎ হয়ে পড়ে আছে তার বাঙ্কে, মুখটা হাঁ করা, নাক ডাকছে বেশ জোরেসোরে।

নিজের বাঙ্কে চলে এলো বেনন, জুতো খুলে শুয়ে পড়ল। ঠিক করেছে ঘুমাবে না। মাইক ফ্ল্যানারিকে উদ্ধার করতে হবে, তার আগে বিশ্রামের উপায় নেই। মনোযোগ দিয়ে ভারী নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শুনছে ও। একজনকে টলতে টলতে বাঙ্ক থেকে উঠতে দেখল। বাইরে গেল লোকটা প্রস্রাব করতে। একটু পরই ফিরে এলো, শুয়ে পড়ল। নাক ডাকতে শুরু করল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

রাত শেষ হবার আগেই করতে হবে যা করার। কাল বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে। নিঃশব্দে বাঙ্ক ছাড়ল বেনন, জুতো পরে নিয়ে গানবেল্টের দিকে হাত বাড়িয়ে থমকে গেল। ওটা নেয়া ঠিক হবে না। এমনিতে কেউ ওকে বাইরে যেতে দেখলেও অজুহাত দেখানো যাবে যে পেট খালি করতে বেরিয়েছে সে। কিন্তু গানবেল্ট নিলে সেটা সন্দেহজনক ঠেকবে।

ঘুমন্ত লোকদের পাশ কাটিয়ে সাবধানে খোলা দরজার কাছে

চলে এলো বেনন। আধ খাওয়া চাঁদ উঠানে মৃদু আলোআঁধারির খেলায় মেতেছে। হলুদ ওয়্যাগনটার কাছে নড়াচড়া চোখে পড়তে বরফের মতো জায়গায় জমে গেল ও। মনোযোগ দিয়ে তাকানোয় দেখতে পেল দুটো মূর্তি। পরস্পরের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে তারা। একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। রিয়াকে চিনতে ভুল হলো না। প্রফেসরের গলা জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটা, গভীর আবেগে চুমু বিনিময় করছে দু'জন। মেয়েটা বোধহয় ভাবছে রুবেন স্টাসিকে ব্যবহার করে আইন ডেকে আনতে পারবে র‍্যাঞ্চে।

দশ

প্রফেসর রুবেনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই বেননের। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তারা উঠানে দাঁড়িয়ে থাকলে ওকে দেখে ফেলতে পারে। ফ্ল্যানারিকে মুক্ত করতে গিয়ে কারও চোখে ধরা পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর। ছায়ার মতো বেরিয়ে এলো ও বাঙ্ক হাউসের বারান্দায়, তারপর দেয়াল ঘেঁষে খালি করালের দিকে পা টিপে টিপে এগোল। রাতের মতো ঘোড়াগুলোকে একটা বেড়া দেয়া ঘাসজমিতে ছেড়ে দিয়েছে র‍্যাংলার। সকালে ওগুলোকে আবার করালে ফিরিয়ে আনা হবে। ওখান থেকে ঘোড়া ধরে যে যার মতো রেঞ্জ প্রহরায় বেরিয়ে পড়বে গানম্যানরা। পোল গেটের কাছে খড় রাখার বার্নে নিজেদের স্যাডল গিয়ার রেখেছে বেশির ভাগ লোক।

করালের রেইলের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকল বেনন, চলে এলো

অপর প্রান্তে। বার্নের ছায়ায় মিশে যেতে কোন অসুবিধে হলো না। প্রথমে যে স্যাডলটা পেল সেটাই তুলে নিল ও কাঁধে। স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট আর ব্রিড্ল্ অন্য হাতে তুলে নিয়ে পা বাড়াল ঘাসজমির দিকে। জানে, মাইক ফ্ল্যানারিকে ওর মুক্ত করার পরিকল্পনা শুধু তখনই সফল হবে, যদি ও ঘোড়াগুলোকে ভয় না পাইয়ে একটা ঘোড়ায় স্যাডল চাপাতে পারে। রাতে অপরিচিত কাউকে দেখলে ঘাবড়ে যায় ঘোড়া। ওরা যদি ভয় পায় তাহলে ঘুরে ঘুরে বেড়ার পাশ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করবে। তাতে শক্ত জমিতে খুরের যে আওয়াজ হবে তা ধরা পড়ার জন্যে যথেষ্টরও বেশি। রাত বিরেতে অন্যের স্যাডল ব্রিডল সহ ধরা পড়লে ফ্ল্যানারির মতোই ছয় ফুট বাই দুই ফুট একটা জমি বরাদ্দ করা হবে ওকে চিরদিনের জন্যে।

সরঞ্জাম নামিয়ে তিন সারি কাঁটাতারের ভেতর দিয়ে প্যাসচারে ঢুকল বেনন। স্যাডল থেকে খুলে নিল ল্যাসো, তারপর নিঃশব্দে ধীর পায়ে এগোল ঝিমন্ত ঘোড়াগুলোর দিকে। ছায়ায় আবছা আকৃতি দেখা যাচ্ছে ওগুলোর। কোন কোনটা দাঁড়িয়ে আছে, আবার কোন কোনটা শুয়ে। ওকে এগোতে দেখে কয়েকটা ঘোড়া সরে গেল। কান খাড়া করে ফেলেছে কে লোকটা তা আন্দাজ করার জন্যে। থমকে থেমে দাঁড়াল বেনন। এক চুলও নড়ছে না। তারপর আস্তে আস্তে ডান হাতে একটা ফাঁস তৈরি করল। ওর চোখ স্থির হয়ে আছে কাছেই শুয়ে থাকা একটা ডান ঘোড়ার ওপর। হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল ঘোড়াটা। বাতাসে ভেসে গেল ল্যাসো. আলগোছে ঘোড়াটার মাথা গলে গলায় আটকে গেল।

ধীরেসুস্থে দড়ি ধরে সামনে বাড়ল বেনন। আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে কথা বলছে ঘোড়াটাকে নিশ্চিন্ত করতে। পনেরো মিনিট পর ঘোড়াটা নিয়ে কামারশালার পাশে চলে আসতে পারল

ও। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। দেখার কোন উপায় নেই। দেয়াশলাইও জ্বালানো যাবে না। ঘোড়া রেখে ভেতরে ঢুকল ও। তাকের ওপর হাতড়াতেই হাতে লেগে গেল ঘোড়ার স্যাডলে মাখানো গ্রিজ। এই গ্রিজ দিয়ে ঘোড়ার চামড়ার ছিলে যাওয়া অংশের চিকিৎসা করা হয়। রুমালে হাত মুছল বেনন। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল যা খুঁজতে এসেছে। একটা রানিং আয়রন। লম্বা একটা লোহার দণ্ড।

বাইরে বেরিয়ে তারার আলোয় থামল কিছুক্ষণের জন্যে, তারপর চলে এলো অ্যাডোবির ঘরটার কাছে। আড়া নামিয়ে সাবধানে সামান্য ফাঁক করল দরজাটা। ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'মাইক, জেগে আছো?'

অন্ধকার থেকে জবাব এলো, 'রন! ঈশ্বর তোমার ভাল করুন।' ভেতরে নড়াচড়ার আওয়াজ হলো। ফ্ল্যানারি আবার বলে উঠল, 'এমনিতেই মাথা ফেটে গেছে, তার ওপর দুশ্চিন্তা–ঘুম কি আর আসে?'

'শীঘ্রি ভেগে না পড়লে চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়তে হবে তোমাকে,' শুকনো গলায় জানাল বেনন। এক পাশে সরে ফ্ল্যানারিকে বের হবার সুযোগ করে দিল। 'সাবধান, উঠানে একটা মেয়ে আর তার প্রেমিক আছে, কোন আওয়াজ কোরো না।'

'এখানে মেয়ে?'

'হ্যাঁ। রিয়া নাম। র‍্যাঞ্চটার আসল মালিক মারা গেছে। তার বোন।'

আস্তে করে রানিং আয়রনটা মাটিতে নামিয়ে রাখল বেনন, তারপর ফ্ল্যানারির হাত ধরে ছায়ার মাঝ দিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলল কামারশালার দিকে। একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে ঘাসজমি–তার থেকে একটু দূরে কালো আকৃতিটা র‍্যাঞ্চ হাউস।

চারপাশে বিরাজ করছে কবরের নিস্তব্ধতা।

'কামারের ঘরের পাশে ঘোড়া পাবে,' সরাসরি কাজের কথায় এলো বেনন। 'তার কেটে আগে সব ঘোড়া তাড়িয়ে দাও, তারপর স্যাডল চাপানো ঘোড়াটায় চেপে পালাও যতো দ্রুত সম্ভব। আশা করি আমরা তোমার পিছু নিতে পারব না।'

'আর তুমি?' জিজ্ঞেস করল ফ্ল্যানারি। 'তুমি আসছ না আমার সঙ্গে?'

'তুমি পালানোর আগেই বাঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়ব আমি।'

'অনেক ধন্যবাদ, রন।'

'এ তোমার প্রাপ্য ছিল,' বলল বেনন। 'অ্যাপাচির আক্রমণের কথা মনে আছে? তুমি সময়মতো গুলি না করলে এখন আমার মাথার চামড়া কোন এক অ্যাপাচির গলায় ঝুলত।'

কামারশালার দিকে পা বাড়াল ফ্ল্যানারি, অন্ধকারে মিশে গেল দেখতে দেখতে। বাঙ্ক হাউসে ফিরে এলো বেনন, বাঙ্কে উঠে পড়ল। চারপাশে ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলছে ঘুমন্ত গানম্যানরা। স্বস্তির শ্বাস ফেলল বেনন। ও ভাবেনি এতো সহজে সমস্যাটা মিটে যাবে। কান খাড়া করে রাখল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরই হঠাৎ করে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরাগত বজ্রপাতের মতো শোনা গেল। বাঙ্ক হাউসের ভেতর গম গম করে উঠল সে আওয়াজ। চারপাশে মোচড়া মোচড়ির আওয়াজ পেল বেনন। ঘুম ভাঙছে লোকদের।

'আমাদের ঘোড়া নাকি?' ঘুম জড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করল একজন।

'বোধহয় কুগারের গন্ধ পেয়েছে,' জবাব দিল আরেকজন।

রেডের তীক্ষ্ণ শুষ্ক কণ্ঠস্বর ধমকে উঠল, 'কথা বন্ধ! জলদি বাইরে বেরিয়ে দেখো কি হচ্ছে।'

স্টেবল লণ্ঠনে আগুন জ্বালল একজন। ঘুমের ঘোরে টলতে টলতে বাইরে বের হলো ওরা। দু'হাতে প্যান্ট টেনে পরছে। জুতোর ফিতে বাঁধছে কেউ কেউ। বাইরে থেকে দৌড়ে এলো একজন, উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে বলল, 'কোন্ হারামজাদা যেন আমাদের ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে!'

অনেকেই জানত না বন্দি করে রাখা হয়েছে কাউকে। প্রথমে তার উধাও হওয়া আবিষ্কার করল রেড। আকাশে তখন দেখা দিয়েছে ভোরের আভাস–সরু একটা রুপোলি রেখা।

রেডের চিৎকার শুনে অ্যাডোবির ঘরটার দিকে পা বাড়াল বেনন। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রেড আর রিয়ো।

'মনে করে দেখো ঠিক ঠিক দরজা বন্ধ করেছিলে কিনা,' বলল রেড।

'আমাকে কি পাগল মনে হয়?' জবাবে বলল বেনন। তাকাল রিয়োর দিকে। মাথা ঝাঁকাল গানম্যান। পাগল মনে হয় কি অন্য কথাটায় সে সম্মতি দিল তা ঠিক বোঝা গেল না স্পষ্ট।

'কেউ একজন মুক্ত করে দিয়েছে হারামজাদাকে,' মন্তব্য করল রেড।

উবু হয়ে রানিং আয়রনটা হাতে তুলে নিল রিয়ো।

'আমার তো মনে হচ্ছে নিজেই পালিয়েছে হারামজাদা,' বলল বেনন।

'তাই মনে হয়,' সায় দিল রিয়ো। 'ভেতর থেকে আড়াটা খুলে ফেলেছে।'

তিক্ত গলায় বলল রেড, 'তারমানে বলতে চাইছ ওর কাছে একটা রানিং আয়রন ছিল আর তোমরা তা সার্চ করে পাওনি?'

'সার্চ করা হয়নি ওকে,' জানাল বেনন। 'অস্ত্র নিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।'

রিয়ো বলল, 'অ্যাডোবির ভেতরেই হয়তো ছিল আয়নাটা। অনেকদিন হলো ঘরটা পরিষ্কার করা হয় না।'

*

সপ্তাহ পুরো হবার আগেই উধাও হয়ে গেল রেড তার ঘোড়াটা নিয়ে। কোথায় যাচ্ছে তা কারও কাছে বলে গেল না সে। তবে ভাব দেখে বেননের মনে হলো প্রত্যেকেই জানে কেন এবং কোথায় গেছে রেড কেলটন। আন্দাজ করল, বেন স্টার্ক তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

রেড যেদিন গেল সেদিনই হাজির হলো নতুন ফোরম্যান। জানা গেল তার নাম ফ্রস্টি। সাপারের সময় নতুন মনিবকে দেখল বেনন। বুঝতে পারল খামোকা এর নাম ফ্রস্টি হয়নি। কুড়োলের মতো চেহারা তার, দড়ির মতো পাকানো দেহ। চোখ দুটোয় বরফের মতো শীতল দৃষ্টি। রোদে পোড়া বাদামী গোঁফ তার রেখার মতো সরু ঠোঁটের ওপর ঝুলে আছে। নিজেও সে রোদে পোড়া, পুরানো স্যাডলের মতো গায়ের রং গাঢ় বাদামী।

সাপারের পুরোটা সময় সে একটা কথাও বলল না। সবার প্লেট খালি হবার পর যখন সবাই সিগারেট ধরাচ্ছে তখন টেবিলে সে মগটা ঠুকল। টেবিলের দু'ধারে বসে থাকা গানম্যানদের ওপর ঘুরে এলো তার সাপের মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টি, স্থির হলো রিয়োর ওপর। 'রিয়ো আর রন, ভোরে ক্যানিয়নে যাবার জন্যে তৈরি থাকবে।'

'অনেক দিন পর রেঞ্জের বাইরে যেতে ভাল লাগবে,' বলল বেনন।

'তোমার কাছ থেকে কিছু শোনার দরকার হলে আমি নিজে তোমাকে জিজ্ঞেস করব,' ধমকে উঠল ফ্রস্টি। 'নিজে থেকে কোন কথা বলবে না ভবিষ্যতে আর।'

কথা শেষ করে সে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রাতটা আর কোন ঝামেলা ছাড়াই পার হলো।

ভোরে রওনা হলো বেনন আর রিয়ো। রেঞ্জ পেরিয়ে জিলা নদীর উজানের দিকে চলল। রেঞ্জ শেষ হতেই শুরু হলো মসৃণ ঢেউ খেলানো ঘাসে ছাওয়া টিলার পর টিলার সারি। দ্রুত এগোনোর ইচ্ছেটা জোর করে দমিয়ে রাখল বেনন। অনুভব করছে; শেষ পর্যন্ত ওকে দলের একজন হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে সম্ভবত বেন স্টার্ক। সম্ভবত এবার রহস্যময় বেন স্টার্কের মুখোমুখি হবার সৌভাগ্য হবে ওর। আইসিসি র‍্যাঞ্চে সময় কাটানোটা এখন আর বৃথা সময়ের অপচয় বলে মনে হচ্ছে না।

দক্ষিণে চলেছে ওরা নদীর পাশাপাশি। সামনে রুক্ষ ভাঙাচোরা জমি। একটু পর পর গালি আর ক্যানিয়ন–মিশে গেছে অ্যারোয়োগুলোর সঙ্গে। বুনো একটা দুর্গম অঞ্চল এটা, তবে রিয়োর ভাব দেখে মনে হলো এই এলাকার প্রতিটি পাথর তার চেনা।

'যেলোক এই ট্রেইলে চলতে পারে সে পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া গিরগিটিকেও ট্র্যাক করতে পারবে,' মন্তব্য না করে পারল না বেনন।

রিয়ো বলল, 'চোখ বন্ধ করে পথ চলতে পারব আমি। বহু আগে থেকে এখানে আছি।'

'তাই নাকি!' মুখ খোলাতে চাইছে বেনন।

'হুঁ। বেন স্টার্ক যখন শোনেওনি যে এলডোরাডো একটা ট্রেডিং পোস্ট, সেই তখন থেকে আমি এই এলাকায় গরু রাসলিং করতাম।'

রিয়োর মন মেজাজ বেশ ভাল মনে হচ্ছে বেননের। যদিও লোকটা কখনও কখনও মাইলের পর মাইল নিরব থাকছে।

একসময় বলতে শুরু করল সে নিজের কথা।

'লর্ডস্‌বার্গের কাছে আমার জন্ম। ওখানেই মানুষ হয়েছি। যতো গরু আমি দক্ষিণে নিয়ে গেছি তার জন্যে যদি এক ডলার করেও পেতাম তাহলে বিরাট বড়লোক হয়ে যেতাম। ফ্রস্টি ছিল আমার সঙ্গী। একবার স্টীপ্‌ল্‌ ক্রীকের কাছে আমাদের ওপর হামলা করে বসে পাসি। জঙ্গলে পালাতে বাধ্য হই আমরা। ফ্রস্টির ঘোড়াটা মারা গিয়েছিল। দু'জনে আমার ঘোড়াটায় চাপলাম। জোরে হাঁটার ক্ষমতাও ছিল না ওটার।' হাসল রিয়ো। 'মনে হচ্ছিল ফাঁসির দড়ি এড়াতে পারব না কিছুতেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের চোখে ধুলো দিতে পারলাম আমরা।' তাকাল সে বেননের দিকে। 'জানতে চাও জিলার সবচেয়ে গোপন লুকানোর আস্তানা কোন্‌টা?'

'নিশ্চয়ই,' উৎসাহী স্বরে বলল বেনন। 'আইনের তাড়া খেলে ওটা আমার কাজে আসবে।'

নিরব হয়ে গেল রিয়ো। কিছুক্ষণ পর একটা পাথুরে দেয়ালের পাশ দিয়ে এগোতে হলো। অমসৃণ একটা দেয়াল। এখানে ওখানে ফাটা। সেসব জায়গায় গজিয়েছে নানা ধরনের বুনো গাছ। কোন কোন খাঁজ এতোই গভীর যে ভেতরটা অন্ধকার লাগছে দেখতে। সাপখোপের জন্যে আদর্শ আশ্রয়।

একটা ফাটলের ভেতর থেকে বের হয়ে আকাশে মাথা তুলেছে দীর্ঘ একটা বুড়ো পাইন গাছ। বয়সের ভারে কাণ্ড ফেটে ফেটে গেছে ওটার। গাছটা পার হয়েই বেননকে বিস্মিত করে ঘোড়া থামাল রিয়ো। ফাটলটা এতোই সরু যে কোনমতে ভেতরে ঢুকতে পারবে একটা ঘোড়া। ভেতরে ঢুকল রিয়ো। অনুসরণ করল বেনন। বুঝতে পারছে না লোকটার মতলব। সামনে স্পষ্টতই দু'পাশ থেকে চেপে এসে বন্ধ হয়ে গেছে এগোনোর পথ।

এগিয়ে চলেছে রিয়ো। পাশ থেকে বের হয়ে আসা একটা পাথর এড়াতে এক পাশে কাত হতে হলো বেননকে। ওটা পার হতেই বিস্ময়ে মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হলো ওর। উধাও হয়ে গেছে রিয়ো!

রহস্যটা সহসাই আর রহস্য থাকল না। ঘোড়াটা আর কয়েক পা এগোতেই ও দেখল দেয়ালের গায়ে বেশ বড় একটা গুহা। একেবারে কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আবছা অন্ধকারে ওটা চোখে পড়ে না। আবার রিয়োকে দেখা যাচ্ছে। সরু একটা করিডর ধরে এগিয়ে চলেছে সে। পিছু নিল বেনন।

একটু এগোতেই দু'পাশের দেয়াল সরে গিয়ে সামনের পথ চওড়া হয়ে গেল। ওপরে উন্মুক্ত আকাশ। সূর্যের আলোয় জায়গাটা আলোকিত। ছোট্ট একটা বক্স ক্যানিয়নে হাজির হয়েছে ওরা। চারপাশে টিলার সুউচ্চ দেয়াল। ক্যানিয়নটা দৈর্ঘ্যে এবং চওড়ায় একশো গজের বেশি হবে না।

ঘোড়া থামাল রিয়ো, গম্ভীর চেহারায় বেননের দিকে তাকাল।

'অবিশ্বাস্য!' সত্যি কথাটাই বলল বেনন, বিস্ময় লুকানোর কোন চেষ্টা করল না।

'পানিও আছে এখানে,' বলল রিয়ো। রাশ নেড়ে ঘোড়াটাকে সামনে এক সারি সবুজ চ্যাপারাল গাছের দিকে নিয়ে চলল পাথুরে দেয়ালের ফাটল থেকে চুইয়ে চুইয়ে নেমে এসে ছোট একটা ডোবায় জমেছে পাহাড়ী ঝর্নার পানি।

দু'জনই ওরা নামল ঘোড়া থেকে, আকণ্ঠ পান করল সুমিষ্ট সুশীতল জল। ঘোড়াগুলোর তৃষ্ণা মেটাল তারপর।

না ভেবেই রুমালটা বের করে পানিতে চোবাল বেনন। ওর মনেই ছিল না এটা দিয়ে ঘোড়ার স্যাডলের নিচে মাখানোর গ্রিজ মুছেছিল ও কামারের দোকানে, অন্ধকারে। সবুজ-কালো দাগ

লেপ্টে রয়ে গেছে স্পষ্ট। চট করে ওটা লুকিয়ে ফেলার ইচ্ছেটা কষ্ট করে দমন করল ও। বুঝতে পারছে রিয়োর ঝাপসা নীল চোখের দৃষ্টি কিছুই এড়াচ্ছে না। দাগটা দেখে কিছুই রিয়োর বোঝার কথা নয়। তবু বেনন বলল, 'ভুলেই গিয়েছিলাম যে বাকস্কিনটার স্যাডল সোর ঠিক করতে গিয়ে রুমালটা নষ্ট করে ফেলেছি।'

বাদামী আউট-ল কোন কথা বলল না।

স্যাডলে উঠে বসল বেনন, দ্রুত রওনা হয়ে যাবার তাগিদ অনুভব করছে। 'চলো এবার,' বলল ও।

'কোথাও যাচ্ছ না তুমি,' শীতল গলায় জানাল রিয়ো। এক ঝাঁকিতে অস্ত্রটা বেরিয়ে এলো তার হাতে।

বিস্মিত চোখে সিক্সগানের নলটার কালো গহ্বরের দিকে তাকাল বেনন। ·৪৫ কোল্ট তাকিয়ে আছে ওর হৃৎপিণ্ডের দিকে। ঢোক গিলল বেনন।

'ঠাট্টা করছ নাকি!'

'না,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল রিয়ো। 'তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়ে গেছে।'

'পাগল হয়ে গেছ তুমি!' বিড়বিড় করল বেনন। মন বলছে রুমালটা বের করা মাত্র ধরা পড়ে গেছে ও রিয়োর হাতে। কিভাবে এবং কেন তা ওর জানা নেই।

'রেড কেলটন রানিং আয়রনের ধোঁকায় বুদ্ধু বনেছিল,' বলল রেড, চোখে খেলা করছে চাতুরি, 'আমি মোটেও বিশ্বাস করিনি। একটু ভাবতেই বুঝতে পারলাম বাঙ্ক হাউস থেকে বের হওয়া কোন বদমাশ কামারশালায় গিয়ে ওটা সংগ্রহ করেছে, তারপর মুক্ত করে দিয়েছে ওই বাউন্টি হান্টারকে।'

'তার জন্যে আমাকে সন্দেহ করছ কেন?'

থুতু ফেলল রিয়ো। 'দুটো বোকামি করেছ তুমি। প্রথমত,

জুতো না খুলেই বাঙ্কে শুয়ে ছিলে তুমি, যেটা তুমি আগে কখনও করোনি। ব্যাপারটা আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়, কিন্তু তখনও সন্দেহটা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়নি। তারপর দ্বিতীয়ত, তোমার রুমালে ওই গ্রিজ। ওটা আমাকে নিশ্চিত করে। কামারের ঘরে গ্রিজের দাগটা আমি দেখেছি। রানিং আয়রনের পাশেই ছিল গ্রিজ।'

'গ্রিজ?' প্রতিবাদের সুরে বলল বেনন। 'বাকস্কিনের চিকিৎসা করতে গিয়ে ওটা রুমালে মাখিয়েছিলাম আমি।

যেন ওর কথা শোনেইনি এমন সুরে বলল রিয়ো, 'বাজি ধরতে পারি সেরাতে কামারের ঘরের ভেতরটা ছিল গাঢ় অন্ধকার। হাতড়াতে গিয়ে গ্রিজ লেগে যায় তোমার হাতে। রুমাল দিয়ে ওটা মোছো তুমি। তাছাড়া, তোমার ঘোড়ার স্যাডলের তলায় কোন ঘা নেই, আমি দেখেছি। কোন চিকিৎসার প্রয়োজন পড়েনি ওটার গত কয়েক মাসে।'

টানটান হয়ে আছে বেননের পেশি। বুঝতে পারছে কথা বলে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই। রিয়ো তার ধারণায় একেবারেই নিশ্চিত। যেকোন মুহূর্তে ওই ·৪৫ কোল্ট আগুন ঝরাবে ওর বুক লক্ষ্য করে। ভুল বোঝানোর সময় শেষ! এখন একমাত্র আশা যা ও করতে পারে, সেটা হচ্ছে বয়স্ক রিয়োর চেয়ে ওর গতি দ্রুত হবে, বেঁচে যাবে ও পাল্টা অস্ত্র ব্যবহার করে। যদিও সে সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। উদ্যত অস্ত্রের বিরুদ্ধে ড্র করা নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু করার কিছু নেই এখন!

'অনেক কথা বলেছ তুমি, বলল বেনন, 'কিন্তু কোন প্রমাণ নেই তোমার হাতে।'

কথা শেষ হবার আগেই সিক্সগানের দিকে হাত বাড়িয়েছে বেনন, এক পাশে কাত হয়ে স্যাডল থেকে পড়ে যেতে যেতে বের

করে আনল অস্ত্রটা, বুড়ো আঙুলে হ্যামার তুলে ট্রিগার স্পর্শ করল। ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল রিয়োর গুলি। বেননের গুলিও লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি, রিয়োর এক ফুট দূর দিয়ে গেল।

মাটিতে পড়ল বেনন, গড়িয়ে সরে গেল ঘোড়াটার কাছ থেকে, তারপর উঠে দাঁড়াল। রিয়ো তখনও অস্ত্র ঘোরাতে শুরু করেনি, চোখ দিয়ে বেননকে অনুসরণ করছে।

আবার গর্জে উঠল রিয়োর কোল্ট। বেননের পায়ের কাছে পাথরের কুচি ছড়িয়ে ছিটকে চলে গেল তার বুলেট। তৃতীয় গুলি লাগল বেননের বাকস্কিনের বুকে। ধড়াস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল জন্তুটা। কয়েকবার পা নেড়ে নিথর হয়ে গেল।

সামনে থেকে ঘোড়ার বাধাটা দূর হয়ে যেতেই কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো বেনন, গুলি করল দ্রুত—পরপর দু'বার।

রিয়োকে দেখে মনে হলো অদৃশ্য একটা হাত তাকে ধরে জোর করে স্যাডলের ওপর আধপাক ঘুরিয়ে দিয়েছে। বুক খামচে ধরল লোকটা, হাত থেকে অস্ত্র ফস্কে গেল, তারপর আস্তে করে কাত হয়ে পড়ে গেল সে ঘোড়ার পিঠ থেকে। মাটিতে পড়ে একবারও নড়ল না। প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে আগেই।

লাশটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেনন, অস্ত্র রিলোড করে নিল, সর্বক্ষণ ভাগ্যদেবীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। রিয়োর বদলে আসলে এখানে এখন পড়ে থাকার কথা ছিল ওর নিজের লাশ। বুঝতে পারছে রিয়োর বয়স আর বিশ বছর কম হলে বাঁচার কোন আশা ছিল না ওর। বয়স রিয়োকে ধীর করে দিয়েছিল। লোকটার জন্যে আফসোস হলো না ওর। বেঁচে থাকলে এভাবেই নিজের মৃত্যু কামনা করে রিয়োর মতো লোকরা। অস্ত্র হাতে লড়াই করে মৃত্যু। কঠোর লোক ছিল সে, নিজের ধ্যান ধারণায় অবিচল এবং অনুগত।

সিক্সগানটা হোলস্টারে পুরে রাখল বেনন, রিয়োকে পাথুরে জমিতে কবর দেয়ার উপায় নেই দেখে কিছু পাথর খণ্ড এনে লাশটা ঢেকে দিল, যাতে শেয়াল শকুনের খাদ্য না হয়। এবারে নিজের স্যাডলটা খুলে রিয়োর ঘোড়ার স্যাডল খুলে সেটার জায়গায় বাঁধল ও, ধীর গতিতে রওনা হয়ে গেল ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে।

দক্ষিণে নদীর দিকে এগোতে এগোতে চিন্তায় ডুবে গেল ও। রিয়োর ঘোড়ায় চেপে ক্যানিয়নে একবার পৌঁছানোর পর কি ব্যবহার আশা করতে পারে ও? ওদের জানাতে হবে যে রিয়ো মারা গেছে। বলা যেতে পারত যে ট্রেইলে ওদের মাঝে ঝগড়া হয়, ফলাফল: গোলাগুলি বিনিময়ে রিয়োর মৃত্যু। কিন্তু সেটা ঠিক হবে? দলের আর কারও কাছে যদি রিয়ো বলে দিয়ে থাকে নিজের সন্দেহের কথা তাহলে ক্যানিয়নে বোধহয় অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু ওখানে যাবার ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও নেই কোন।

তবে ভরসার কথা যে রিয়ো স্বল্পভাষী লোক ছিল। সম্ভবত নিজের সন্দেহ সে নিজের কাছেই লালিত রেখেছিল, বলেনি আর কাউকে। গ্রিজের দাগওয়ালা রুমালটা দেখার আগে পর্যন্ত সে নিশ্চিত ছিল না যে বেননই ফ্ল্যানারিকে মুক্ত করে দিয়েছে। যেতে হবে ক্যানিয়নে, সিদ্ধান্ত নিল বেনন, এতোদূর এসে এখন ফিরে যাবার কোন অর্থ হয় না। বেন স্টার্কের দলের সঙ্গে মিশে যাবার এই সুযোগ হেলায় হারালে আফসোস থেকে যাবে সারাজীবন।

এখন প্রধান সমস্যা খুনে ক্যানিয়ন খুঁজে বের করা। ওটা কোথায় তা আন্দাজ করতে পারছে বেনন, কিন্তু নিশ্চিত নয়। ভেবেচিন্তে ঘোড়াটাকে নিজের ইচ্ছেয় পথ চলতে দিল ও। ধূসরতার মাঝ দিয়ে পাথর খণ্ড পাশ কাটিয়ে আঁকা বাঁকা ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল ঘোড়াটা ভাব

দেখে মনে হলো জানে যে কোথায় যাচ্ছে ওটা। কিছুক্ষণ পরই একটা ধুলো ভরা ট্রেইল চোখে পড়ল বেননের। বহু ব্যবহৃত ট্রেইল। সম্প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে। ঘোড়ার খুরের চিহ্ন তাই বলে। নির্দেশ দিতে হলো না, ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ডান ঘোড়াটা।

ট্রেইল নিচু হয়ে একটা গালশের ভেতর দিয়ে গেছে। হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল ট্রেইল। সামনে দিয়ে অলস বয়ে চলেছে জিলা নদী। নদীর ওপর বিরাট একটা কটনউড গাছ ফেলে সেতু তৈরি করা হয়েছে। ওপারে অপ্রশস্ত একটা সমতলে সবুজ গাছ দেখা যাচ্ছে। পেছনে ক্লিফ। প্রাচীন পুয়েবলোর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে ক্লিফের গায়ে। সিঁড়ির পর উঠে গেছে সিঁড়ি, আস্তে আস্তে টিলার গায়ের দেয়ালটার গায়ে গভীর করে তৈরি করা হয়েছে। সিঁড়ির প্রতিটি তাকে একটা করে গুহামুখ দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট ঘর ওগুলো। দেখে মনে হচ্ছে বন্দিশালা। জানালা-দরজাগুলোয় কোন পাল্লা নেই, কালো মুখ হাঁ হয়ে আছে। ছাদগুলো কিছুটা ক্ষয়ে গেছে শত শত বছরের আবহাওয়ার অত্যাচারে।

সমতলে ঘাস খাচ্ছে বেশ কয়েকটা ঘোড়া। পুরুষ আর মেয়েরা পুয়েবলোর নিচে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে।

রাশ হাতে তুলে নিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে গাছের গুঁড়ির তৈরি সেতুর ওপর দিয়ে এগোল বেনন সাবধানে।

ওর আগমনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না কারও মাঝে। ওর দিকে একবারও না তাকিয়ে পার হয়ে গেল একজন অশ্বারোহী। পাথরের সিঁড়ির গোড়ায় বসা দাঁড়কাকের মতো কালো চুলওয়ালা দু'জন মেক্সিকান তরুণী মিষ্টি হাসল বেননের উদ্দেশে।

প্রথম বারের মতো খেয়াল করল বেনন, জমির সমতায়

অবস্থিত ঘরগুলোতে কোন দরজা নেই। পুয়েবলোর গোড়ায় ওর ঘোড়া পৌঁছতে দেখতে পেল একটা অ্যাডোবি ঘরের দরজার বদলে আছে বড় একটা গর্ত। ওটা দিয়ে অনায়াসে ঢুকতে পারবে একজন লোক। ভেতর থেকে পুরুষমানুষের স্বর আর মহিলাদের হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। ওখানে ঘোড়া থেকে পড়ল বেনন, ঘোড়াটা গ্রাউন্ড হিচ করে ঘরের ভেতর ঢুকল গর্ত গলে।

সূর্যালোক থেকে আবছা আঁধারে প্রবেশ করায় প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। থমকে দাঁড়িয়ে চোখ সইয়ে নিল আগে। সামনেই দেখতে পেল দুটো ব্যারেলের ওপর রাখা কাঠের একটা তক্তা। ওটাই অদক্ষ হাতে তৈরি বার কাউন্টার। তক্তার নিচে রাখা আছে বেশ কয়েকটা বাক্স। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো হোঁৎকা চেহারার বারটেন্ডার বেননকে গম্ভীর দর্শন বিষণ্ন একটা ব্লাড হাউন্ডের কথা মনে পড়িয়ে দিল। তার মাথাটা বাদামী একটা ডিমের খোসার মতোই ন্যাড়া। চোখ দুটো ফোলা ফোলা, রক্তলাল। চোয়ালের মাংস ঝুলে পড়েছে নিচে।

কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা রুপোর ডলার বের করে তক্তার ওপর রাখল বেনন। সংক্ষেপে অর্ডার দিল, 'বুরবঁ।'

উবু হয়ে তক্তার পেছনে হাতড়াল বারকীপ। ভারী শরীরের তুলনায় অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সোজা হলো পরমুহূর্তে। তার হাতে ধরা নল-কাটা শটগানের ওপর আটকে গেল বেননের দৃষ্টি। সারাদিনে আজ দু'বার অস্ত্রের মুখোমুখি হতে হলো, তিক্ত মনে ভাবল বেনন।

'আমি বুরবঁর কথা বলেছি, বন্দুকের গুলির কথা নয়,' শুষ্ক গলায় বলল বেনন।

বারটেন্ডারকে দেখে মাতাল মনে হচ্ছে, কিন্তু তার শটগান

ধরা হাত কাঁপছে না একচুল।

'রেড,' হেঁকে উঠল লোকটা। 'একে চেনো তুমি?'

পেছনে স্পারের চেইন ঝনঝন করতে শুনল বেনন। দীর্ঘদেহী ফোরম্যান পাশে এসে দাঁড়াল।

'চিনি,' বলল সে। 'এ হচ্ছে রন জনসন। রিয়োর সঙ্গে আজকে এখানে আসার কথা ছিল ওর।' বেননের দিকে তাকাল। বারটেন্ডারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। 'এ হচ্ছে আমাদের গলা ভেজানোর মালিক–হাউন্ডি ম্যাগপাই।'

'ও হাউন্ড জাতের কুকুর হোক আর ম্যাগপাই পাখি হোক, ওকে দেখে বিরাট একটা হোঁৎকা ভালুক মনে হচ্ছে আমার। মদের ব্যারেলের কথাও মনে পড়ছে,' শুকনো গলায় জানাল বেনন।

ঠোঁট প্রসারিত হলো বারকীপের। শটগানটা তক্তার পেছনে নামিয়ে রাখল সে, মোটা থলথলে একটা হাত বাড়িয়ে দিল বেননের দিকে। হাসিমুখে হাতটা গ্রহণ করে ঝাঁকিয়ে দিল বেনন। এবার একটা বোতল আর দুটো গ্লাস তক্তার ওপর রাখল হাউন্ডি। মাথার ঝটকায় একটা টেবিলের দিকে ইশারা করল রেড কেলটন। তার পিছু নিয়ে বোতল গ্লাস হাতে টেবিলের দু'পাশে রাখা দুটো চেয়ারের একটায় বসল বেনন। উল্টোদিকের চেয়ারটায় আসন নিল রেড।

বোতল থেকে তরল ঢালল বেনন গ্লাস দুটোয়, এক চুমুকে মদটুকু শেষ করে সিগার ধরাল। চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল চারদিকে। জীবনে কখনও এমন অদ্ভুত সেলুনে ঢোকেনি ও কখনও। ছাদের কয়েকটা চৌকো ফোকর দিয়ে সামান্য আলো প্রবেশ করছে ঘরে। দেয়ালগুলো মসৃণ–ধবধবে সাদা। বাইরের উত্তাপের তুলনায় ভেতরটা বেশ শীতল।

কোনার একটা টেবিলে বসে তাস পেটাচ্ছে কঠোর চেহারার চার আউট-ল। আরেকটা টেবিলে মোটা এক সেনিয়রিটাকে কোলে নিয়ে বসে আছে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা আরেক আউট-ল। সামান্যতেই হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হচ্ছে সেনিয়রিটার।

রেডের কর্কশ গলার আওয়াজে মুখ ফেরাল বেনন।

'রিয়ো আসেনি তোমার সঙ্গে?'

'আসছিল, কিন্তু মাঝপথে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। সে এখন বেহেস্তের বাগানে হুর পরীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছে।'

'তাই?' তীক্ষ্ণ চোখে বেননকে দেখল রেড।

'হ্যাঁ। ও-ই আগে ড্র করে। আমার ঘোড়াটা মারা যায়। জান বাঁচাতে পাল্টা গুলি করতে হয়েছিল আমাকে। এখন খারাপ লাগছে খুব। ব্যাপারটা এমন না হলেই ভাল হতো।'

'একেবারে যাতা কাণ্ড,' বিড়বিড় করল রেড। 'রিয়োর মেজাজটা সবসময়েই চড়া ছিল, কিন্তু বিপদের সময় সঙ্গী হিসেবে ভাল ছিল সে নিঃসন্দেহে। খবরটা জানলে স্টার্ক ভাল ভাবে নেবে না।'

শ্রাগ করল বেনন। 'সে ভাল ভাবে নেবে না ভেবে আমি কি গুলি খেয়ে মরব নাকি? আমাকে খুন না করে ক্ষান্ত হতো না সে। সামান্য দু'এক কথায় ড্র করে বসল।' সিগারে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল বেনন। 'বেন স্টার্কের সঙ্গে আমার দেখা হবে কখন?'

'এমনও হতে পারে ইতিমধ্যেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার,' হালকা কণ্ঠে বলল রেড।

চট করে চার পাশে নজর বোলাল। 'সে এখানেই আছে?'

'না।' বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করল রেড। 'বুরবঁটা আসলেই

ভাল। মাল ঢালো আরও। পরেরটা পরে ভেবে দেখা যাবে।'

আবার গ্লাসে বুরবঁ ঢালল বেনন। বুঝতে পারছে ঠিকই বলেছে রেড, সেলুনটা একটা গুহা হতে পারে, কিন্তু খুবই ভাল মানের মদ বিক্রি হয় এখানে।

আরাম করে বসে সিগারে টান দিল বেনন। 'এই সেলুন কার নির্দেশে চলে?'

'আপাতত আমি দায়িত্বে আছি। যতো ইচ্ছে মদ গিলতে পারো। ফ্রী। স্টার্ক দেবে পয়সা।'

'তা দিক, কিন্তু কোন উত্তেজনাপূর্ণ কাজ না থাকায় বিরক্তি ধরে গেছে আমার। কি করি বলো তো?'

'শীঘ্রি পেয়ে যাবে বিপজ্জনক কাজ,' আশ্বস্ত করল রেড। 'এখন বোতলটা শেষ করো।' উঠে দাঁড়াল সে, অলস পায়ে বেরিয়ে যাবার গর্তটার দিকে পা বাড়াল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে সিগার টানল বেনন। ভাবছে। বেন স্টার্ক গোপনচারী। একটা অস্পষ্ট ছায়ার চেয়েও বেশি রহস্যময়। এই ক্যানিয়নেরই কোথাও না কোথাও আছে সে। তবে খোলামেলা চলাফেরা বোধহয় তার নীতিবিরুদ্ধ।

আরেকটা ড্রিঙ্ক নিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনন, দরজা নামের গর্তের দিকে পা বাড়াল। থামতে হলো ওকে মাঝপথে। হাউন্ডি ম্যাগপাই তার চিকন গলায় চিৎকার করে ডেকেছে ওকে।

বেনন ঘুরে দাঁড়ানোয় বলল, 'একটা জিনিস ভুলে ফেলে যাচ্ছ তুমি।' রুপোর ডলারটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে বেননের দিকে। খপ করে ওটা ক্যাচ ধরল বেনন, ও ভুলে গিয়েছিল এখানে মদের দাম পরিশোধ করে বেন স্টার্ক স্বয়ং।

মনে একটা প্রশ্ন জাগল। রেড কেলটনই কি আসলে বেন স্টার্ক? ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর। না বোধহয়। লোকটাকে তেমন

কর্তৃত্বপরায়ণ বা সংগঠনী শক্তির অধিকারী বলে মনে হয়নি ওর।

বাইরে এসে পুয়েবলোর দিকে তাকাল ও। সারি সারি জানালা আর দরজার ফুটোগুলো দেখল। তাকের পর তাক গুহাতে বাসা বেঁধেছে আউট-লরা। চমৎকার আস্তানা। আইসিসি রেঞ্জ পার না হয়ে এদিকে আসা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। মনে প্রশ্ন এলো, কারা বানিয়েছিল এই দুর্গম ক্যানিয়নে সুবিশাল পাহাড়ী আবাস? কাদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে সেই সভ্যতা? জবাব জানা নেই ওর।

কাছেই একটা কুয়ো। কোমর সমান উঁচু পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঘোড়াটাকে ওখান থেকে পানি তুলে খাইয়ে স্যাডল খুলল বেনন, তারপর ঘোড়ার পাছায় আলতো চাপড় মারল। ইঙ্গিত বুঝে ওটা চলে গেল ঘাস খেতে ব্যস্ত অন্য ঘোড়াগুলোর কাছে, মুখ ডোবাল ঘাসে। ঘোড়াটার আচরণ দেখে বেননের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে রিয়ো প্রায়শই এই ক্যানিয়নে আসত।

মালপত্র আর গিটার নিয়ে সবচেয়ে কাছের পাথুরে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ও। প্রথম তাকে উঠে সরু বারান্দা ধরে এগোল। অনেকগুলো ঘর পরপর–বেশিরভাগই খালি। খালি একটা ঘর বেছে নিয়ে রোল খুলে কম্বল বিছাল ও, তারপর শুয়ে পড়ল দুপুরের বিশ্রাম নিতে।

ওর যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে, নদীর ওপর দিয়ে ক্যানিয়নের দিকে এগিয়ে আসছে সাঁঝের ছায়া। নদীর দিক থেকে শীতল আরামপ্রদ বাতাস বইছে। ক্যানিয়নে বিরাজ করছে প্রশান্তিময় নিরবতা।

অন্ধকার আরও গাঢ় হতে গিটারটা হাতে তুলে নিল ও। দরজার কাছে বসে আনমনে বাজাতে শুরু করল একটা একাকিত্বে

ভরা বিষাদময় মিষ্টি সুর। প্রত্যন্ত এই ক্যানিয়নের নিরবতায় চমৎকার একটা আবহ সৃষ্টি হলো।

এগারো

সুরের ঝঙ্কারে শীঘ্রি একদল শ্রোতা জুটে গেল ওর ঘরের সামনে। নিঃশব্দে এলো তারা, ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকল নিরবে। গান গাইতে ইচ্ছে করছিল বেননের কিন্তু শ্রোতারা ওর গলা আর সুর শুনে দিগ্বিদিকে ছিটকে যাবে জানা থাকায় সেটা আর হয়ে উঠল না।

আধঘণ্টা পর গিটার নামিয়ে রেখে দিল ও পাশে। এতোক্ষণে ঘরে প্রবেশ করল কয়েকজন আউট-ল। তাদের অনুরোধে সেলুনে যেতে হলো বেননকে।

মাঝরাত পার হবার পরও বেশ খানিকক্ষণ সবার মন রক্ষা করতে গিয়ে মদ্যপান করতে হলো ওকে। শেষ পর্যন্ত হয়তো বেহুঁশ হতে হতো, কিন্তু হাউন্ডি ম্যাগপাই তার চিকন গলায় ঘোষণা দিল যে আজকের মতো সে সেলুন বন্ধ করে দেবে, আর কাউকে মদ দেয়া হবে না।

সবার সঙ্গে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। ভাল নেশা হয়েছে ওর। প্রায় মাতাল বললেই চলে। পুরুষ আর মহিলারা যে যার মতো চলে যাওয়ার পর পুয়েবলোর নিচের পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ও, উপভোগ করল শীতল বাতাসের স্পর্শ। গভীর করে শ্বাস নিল। মাথা থেকে ভোঁতা ভাবটা দূর করার চেষ্টা

করল। ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না পুয়েবলোর গুহায়। বাইরে রাত কাটাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ওর গুহা থেকে কম্বল আর স্যাডল নিয়ে নেমে এলো আবার। নদীর পাড়ে ঘন ঝোপের মাঝখানে ফাঁকা একটা জায়গা পেয়ে ওখানেই কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাথার ওপর রাতের কালো আকাশের গায়ে ঝিকিমিকি করছে হাজারো কোটি নক্ষত্র। কাছেই মৃদু ছলাৎ ছল ধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে নদীটা। বাতাসে ফুলের সুবাস। অনেকক্ষণ আকাশ দেখল বেনন, নদীর কলতান শুনল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে ঘুম ভাঙল ওর। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকল বেনন। আকাশটা ধূসর হয়ে আসছে, ক্রমেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে নক্ষত্ররাজি। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। মনে পড়ল গিটার বাজানোর কথা, সেলুনের পার্টির কথা, তারপর ঝোপের মধ্যে এসে ঘুমানোর কথা। গোলাগুলির কারণ ওর মাথায় ঢুকল না। ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে এক নাগাড়ে গুলির বিকট আওয়াজ, শেষ রাতের পবিত্রতা নষ্ট করছে যেন।

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে ওর। কেমন যেন চাপচাপ ব্যথা। চুপ করে শুয়ে থেকে সম্পূর্ণ সচেতন হতে চেষ্টা করল ও। চারপাশের ঝোপের ভেতর ডাকাডাকি শুরু করেছে পাখির দল। ধূসর আলোয় ক্যানিয়নটা আবছা দেখা যাচ্ছে। পাশ থেকে মেসকিটের একটা ডাল সরিয়ে উঠে বসল বেনন। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নদীর ওপার। সেখান থেকে ঝিলিক দিচ্ছে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। অন্তত বারোটা অস্ত্র হুঙ্কার ছাড়ছে এক নাগাড়ে। পুয়েবলোর দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠছে চারপাশ, তবুও দেখতে পেল ওদিক থেকেও আগুনের ঝিলিক। আক্রমণকারীদের গুলির জবাবে পাল্টা গুলি করতে শুরু করেছে আউট-লরা।

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজে পাশ ফিরে তাকাল বেনন। দীর্ঘদেহী এক লালচুলো অশ্বারোহী তীরবেগে কটনউড গাছের তৈরি সেতুটার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। কম আলোতেই রেড কেলটনকে চিনতে পারল। স্যাডলের ওপর ঝুঁকে প্রায় মিশে আছে সে। স্পারের খোঁচায় গতি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

হঠাৎ স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। পানিতে পড়ার আগে তার গলা দিয়ে বের হলো অস্ফুট একটা চিৎকার। আহত হয়েছে। হাত ঝাপটানো দেখে বুঝতে পারল বেনন, রেড সাঁতার জানে না। কয়েকবার ভেসে উঠল, তারপর টুপ করে ডুবে গেল পাহাড়ী নদীতে।

ঘটনা কি ঘটছে এতোক্ষণে আন্দাজ করতে পারল বেনন। ক্রল করে পিছিয়ে ঝোপের আরও ভেতরে ঢুকল ও। খুনে ক্যানিয়ন আক্রান্ত হয়েছে। ফ্ল্যানারি আইনের লোক নিয়ে ফিরে এসে বেন স্টার্কের আস্তানার হদিস বের করে ফেলেছে। আইরিশ লোকটা ওকে একেবারে হদ্দ বোকা বানিয়ে দিয়েছে, তিক্ত মনে ভাবল বেনন। রিয়ো ঠিকই ধরেছিল, ফ্ল্যানারি আসলে বাউন্টি হান্টার।

আস্তে আস্তে সকাল হচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে বাড়ছে-কমছে গোলাগুলি বিনিময়। ঝোপের ভেতর থেকে সাবধানে উঁকি দিয়ে নদীর অপরপাড়টা দেখল বেনন, আক্রমণকারীদের কোন চিহ্ন ওর চোখে পড়ল না। বড় বড় বোল্ডার আর গ্রিসউডের পেছন থেকে শুধু মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে বারুদের ধোঁয়া। রাগী ভোমরার মতো পাল্টা বুলেট ছুটছে আউট-লদের তরফ থেকে। তাদের রাইফেলের নল থেকে ছিটকে বের হচ্ছে আগুন। নদীর অপর পাড় লক্ষ্য করে গুলি করছে সবাই।

মদের প্রভাব কেটে যাওয়ায় এখন পরিষ্কার চিন্তা করতে

পারছে বেনন। বুঝতে পারল আক্রমণকারীরা যদি হাল ছেড়ে না দিয়ে হামলা বজায় রাখে তাহলে আউট-লদের জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। আত্মসমর্পণ না করলে মরতে হবে তাদের। হয় বুলেটের আঘাতে, নয়তো রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় না খেয়ে। বক্স ক্যানিয়নে কোণঠাসা ইঁদুরের মতোই অসহায় হয়ে গেছে তারা।

কটনউডের সেতু ছাড়া ক্যানিয়ন থেকে বের হবার আর কোন পথ নেই। যতো কঠোর শৃঙ্খলা আর দৃঢ় সংকল্প নিয়েই বেন স্টার্কের দল লড়ুক, শেষ বুলেটটাও যদি খরচ করে ফেলে তবু তাদের মুক্তি নেই। মুক্তি নেই ওরও। ঘাম জমল বেননের কপালে।

সূর্য আকাশের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে তাপ। ক্যানিয়নের দেয়ালে বাধা পেয়ে আরও বেশি তাপ ছড়াচ্ছে সূর্যালোক। পুয়েবলোর ভেতরে পুরু অ্যাডোবির দেয়াল থাকায় বেনন আগে ধারণাই করতে পারেনি যে ক্যানিয়নটা দিনের বেলায় একটা উত্তপ্ত কড়াই হয়ে উঠতে পারে। ক্রস ফায়ারের মাঝখানে ঝোপের ভেতর শুয়ে দরদর করে ঘামতে শুরু করল ও।

মুখের ভেতরটা এমন হয়ে আছে যে মনে হচ্ছে শুকনো ছাই চিবিয়ে খেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। জিভটাকে মনে হচ্ছে রবারের একটা টুকরো। জীবনে যা কিছু অর্জন করেছে সমস্ত এখন বেনন দিয়ে দিতে পারে এক গ্লাস শীতল জলের বিনিময়ে। জিলার কলধ্বনি কানে আসছে, তীর বড়জোর বিশ ফুট দূরে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ওই দূরত্ব চাঁদের পিঠের সমান অগম্য।

অলস একটা কচ্ছপের চেয়েও মন্থর গতিতে কাটছে সময়। ক্রমেই মাঝ আকাশে উঠছে সূর্য—আগুনের একটা গোলা। ক্রমেই আরও বাড়ছে উত্তাপ। কেমন যেন অবসন্ন করে দিতে চায় দেহমন। পেটের ভেতর খিদে মোচড় মারছে। অসুস্থ লাগছে

বেননের। বুঝতে পারছে সন্ধের আঁধার নামলেই পালানোর চেষ্টা করতে হবে ওকে। আজ যদি না পারে তাহলে আর কোনদিন ওর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাবে বেন স্টার্ক। বলা যায় না, নিজের সত্যিকার পরিচয় জানানোর আগেই হয়তো আইনের লোক বা আউট-লদের কারও গুলিতে বেঘোরে মরতে হবে।

চুপচাপ শুয়ে শুয়ে পালানোর সম্ভাবনা যাচাই করে দেখছে বেনন। দীর্ঘ লেজওয়ালা একটা গিরগিটি ঝোপের ভেতর দিয়ে এসে ছোট এক খণ্ড পাথরের ওপর উঠে থমকে দাঁড়াল। বেননকে চেখে পড়েছে তার। বেমানান এই অনুপ্রবেশকারীকে উজ্জ্বল ছোট ছোট চোখে কৌতূহল নিয়ে দেখল সে, তারপর বিরক্ত হয়ে চলে গেল ঝোপের আরেকদিকে।

সন্ধের পর কুয়োর কাছে ফিরে গিয়ে তৃষ্ণা মেটাতে পারবে ও, ভাবল বেনন। তারপর আউট-লদের সঙ্গে পুয়েবলোতে আশ্রয় নিয়ে আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করতে পারবে। কিন্তু তাতে আখেরে কোন লাভ হবে না। ক্যানিয়নের প্রত্যেকে খুন হবে অথবা গ্রেফতার হবে—এটা ঠেকানোর কোন রাস্তা নেই। গ্রেফতার হওয়ার মানে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝোলা। আইনের লোকও এই এলাকায় পারতপক্ষে আইনী দীর্ঘসূত্রিতাকে এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে। বুঝতে পারছে বেনন, পালাতে হবে ওকে। নদীর কথা ভাবল ও। ওটাই পালানোর পক্ষে একমাত্র বড় বাধা। একবার ওটা পার হতে পারলে বিরান দুর্গম এই অঞ্চলে আইনের লোকদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ার সম্ভাবনা একেবারে কম নয়। দরকার শুধু ট্র্যাক গোপন করার দক্ষতা। সেটা ওর আছে।

কিন্তু জিলা নদী ভাটির দিকের পাহাড়ী সরু খাদের ভেতর দিয়ে গেছে। সে জায়গাটা অত্যন্ত খরস্রোতা। তবু স্রোতের সঙ্গে

ভেসে না গিয়ে উদ্ধারের আর কোন পথ ওর মাথায় এলো না। আইনরক্ষকদের আওতার বাইরে চলে যেতে হবে, তারপর স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে উঠতে হবে পাড়ে। এটাই বাঁচার একমাত্র পথ। কিন্তু তাতে ঝুঁকি আছে অনেক। ভাটির দিকটা বেনন চেনে না। হয়তো খরস্রোতা নদীর বুকে জেগে আছে পাথর, হয়তো আছে জলপ্রপাত–যদিও ভাল সাঁতারু ও, তারপরও একবার তীব্র স্রোতে ভেসে গেলে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

কিন্তু তবু নদীতে নেমে ভাটির দিকে গিয়ে আইনরক্ষকদের ঘেরাওয়ের বাইরে চলে যাওয়াটাই মুক্তির একমাত্র পথ। বেন স্টার্ককে ধরতে পারার আগে পর্যন্ত নিজের পরিচয় প্রকাশ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর, তাতে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি হবার সম্ভাবনা।

দিনটা যেন কখনও শেষ হবে না। কিন্তু এক সময় সূর্য পশ্চিমে হেলে দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল শেষ পর্যন্ত। টিলার ছায়া ক্যানিয়নের ভেতর আঁধার ঘনিয়ে আনতে শুরু করল। যতো আঁধার নামছে, নদীর ওই পাড় থেকে গোলাগুলির পরিমাণও সেই সঙ্গে বাড়ছে। এখন আর গোলাগুলিতে বিন্দুমাত্র বিরাম নেই। নদীর ঢালে বারবার দেখা যাচ্ছে আগুনের ঝিলিক। বাতাসে শিস কেটে উড়ে যাচ্ছে অসংখ্য বুলেট। কোন কোনটা পাথরে পিছলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করছে।

নদীর তীর লক্ষ্য করে ক্রল করতে শুরু করল বেনন। মনে মনে বুলেটের আঘাতের জন্যে তৈরি হয়ে আছে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। সামনের ঝোপ আগের তুলনায় অনেক বেশি ঘন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বালুময় তীরে পৌঁছে গেল ও, মুখ ডুবিয়ে পান করল জিলা নদীর কাদা মেশানো ঘোলাটে পানি। ওটাই মনে

হলো অমৃত। মুখ-হাত ধুয়ে নিল, পানি ঢালল ঘাড়ে, মাথায়। প্রাণ ভরে উপভোগ করল শীতলতাটুকু।

অন্ধকার আরও গাঢ় হলো। ক্যানিয়নের ওপর নামল কালো একটা চাদর। দু'দিক থেকে মাঝে মাঝেই ঝিলিক দিচ্ছে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ। অন্ধকারে ওকে দেখা যাবে না নিশ্চিত হয়ে কাপড়চোপড় খুলে ফেলল বেনন, গানবেল্ট, প্যান্ট, বুট জড়িয়ে পেঁচিয়ে ছোট একটা বান্ডিল বানালো, তারপর বেল্ট আর রুমাল দিয়ে পিঠের সঙ্গে বাঁধল ওটা। এবার পাথর টপকে নেমে পড়ল শীতল জিলা নদীতে।

পাড়ের কাছ থেকেই দুই মানুষ সমান গভীরতা পেয়েছে পাহাড়ী জিলা। পানিতে নামতেই তলিয়ে গেল বিস্মিত বেনন, মুখে পানি ঢুকে গেল। দ্রুত হাত-পা নেড়ে ভেসে উঠল ও, নদীর মাঝখানে চলে এলো। প্রবল একটা টান অনুভব করল সঙ্গে সঙ্গে। ভাটির দিকে দ্রুত গতিতে ওকে টেনে নিয়ে চলল তীব্র স্রোত।

মাথার ওপর একটা ছায়া পার হয়ে যেতে দেখে বুঝতে পারল সাঁকোটা পার হয়ে এসেছে ও। বরফের মতো শীতল পানিতে ভেসে চলল চিৎ হয়ে। একটু একটু হাত-পা নাড়ছে। মাঝে মাঝে কানে পানি ঢুকে যাচ্ছে, চেহারার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে দুয়েকটা ঢেউ।

হঠাৎই বেনন উপলব্ধি করল যে অস্ত্রের গর্জন আর কানে আসছে না। স্রোতের কলধ্বনি ছাড়া চারপাশে আর কোন আওয়াজ নেই। বুঝতে পারল মুক্তি মিলে গেছে ওর। একথা সত্যি যে হাঁটতে হবে ওকে, কিন্তু সেটা বড় কোন ব্যাপার নয়, ওর পরিকল্পনা যে বিঘ্নিত হয়নি সেটাই আসল কথা। ওর সত্যিকার পরিচয় বেন স্টার্কের কানে যাওয়ার কোন উপায় নেই আর।

টের পেল, স্রোতের টান বেড়ে গেছে অনেক। পাহাড় এখানে

দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে। ক্রমেই ওকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে স্রোত। একটা বাঁক নিল নদী। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারপাশ ভেসে গেল। নদীর পানি ঝিকমিক করছে। সুউচ্চ পাহাড়গুলো রুপোলি দেখাচ্ছে।

দূর থেকে মৃদু কিন্তু আতঙ্কজনক একটা আওয়াজ কানে ভেসে এলো ওর। মুহূর্তের মধ্যে নিজের বিপদ বুঝে ফেলল বেনন। সামনে আছে জলপ্রপাত! কাছের তীরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করল বেনন, টের পেল ভেসে থাকা খুব বেশি কষ্টকর না হলেও স্রোত ঠেলে তীরের দিকে এগোনো দুরূহ কাজ—প্রায় অসম্ভব। ব্যাঙ যেমন আড়াআড়ি ভাবে স্রোত পার হয় তেমনি করে চেষ্টা করল ও। প্রচণ্ড পরিশ্রমে ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে হাত-পা। ভেসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠল। মনে হলো পানিতে ডুবে যাবে ও। মাথা ডুবে গেল পানিতে। দ্রুত হাত-পা নেড়ে ভেসে উঠল। ততোক্ষণে মুখে কিছুটা পানি ঢুকে গেছে। জলপ্রপাতের আওয়াজে কোন বিরতি নেই। বাড়ছে আওয়াজটা। নিঃশব্দে মসৃণ ভাবে বয়ে চলেছে খরস্রোতা বুনো জিলা নদী।

চাঁদের আলোয় সামনে নদীর স্রোতের মাথাগুলো সাদা দেখাচ্ছে। সে আলোয় বেশ কয়েকটা পাথর দেখা গেল নদীর মাঝে—একটা দেয়াল মতো তৈরি করেছে। ওগুলোর পাশ দিয়ে তীরবেগে ছুটছে স্রোত, তারপরই জলপ্রপাতের শুরু। কতো ফুট নিচে ওটা গিয়ে পড়েছে তা জানা নেই। নিচে পাথরও থাকতে পারে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করল বেনন। ওর সামনে দুটো পরিণতি অপেক্ষা করছে। যেকোন একটা ঘটতে পারে। হয় পাথরগুলোতে গিয়ে ধাক্কা খাবে ও, হাড়গোড় ভেঙে যাবে; নয়তো ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে পানির সঙ্গে নিচে গিয়ে পড়বে। সেখানে হয়তো অপেক্ষা করছে পাথর খণ্ড। সেক্ষেত্রে মৃত্যু নিশ্চিত। কোন

সম্ভাবনাই ওর পছন্দ হলো না। বজ্রপাতের মতো আওয়াজ করছে জলপ্রপাত, ক্রমেই কাছিয়ে আসছে।

তীব্র স্রোতের কাছে হার মেনে তীরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা বাদ দিল বেনন। বুঝতে পারছে ভাগ্যে যা আছে তা মেনে না নিয়ে আর কোন উপায় নেই। সামনে কালো দেখাচ্ছে নদীর বুকে মাথা জাগানো পাথরের খণ্ডগুলো। ওগুলোর মাঝ দিয়ে এবং পাশ কাটিয়ে সাদা ফেনা তুলে ছুটে চলেছে মৃত্যুশীতল জলরাশি।

বাঁচার সম্ভাবনা কতোখানি সেটা ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে দেখল বেনন। প্রপাতের একটু আগে নদীর দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে পাথর খণ্ড। পানি যেদিক দিয়ে যাচ্ছে সেখানে স্রোত তীব্র হলেও পাথরের সামনের পানি একেবারে শান্ত। নতুন করে বাঁচার আশা জেগে উঠল ওর মনে। আবার সাঁতরাতে শুরু করল নতুন উদ্যমে। এক নাগাড়ে হাত-পা নাড়ছে, এগিয়ে চলেছে স্রোতের সঙ্গে, চেষ্টা করছে একটু একটু করে পাথরগুলোর দিকে সরে যাওয়ার। স্রোত ওকে বিশ ফুট নিয়ে যাচ্ছে ও এক ফুট সরে আসতে পারার আগেই। দ্রুত কাছে চলে আসছে পতনের মুহূর্ত। তবু সাহস হারাল না বেনন, আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে খরস্রোত ঠেলে শান্ত পানিতে পৌঁছানোর, এগোতেও পারছে অল্প অল্প।

পাথরগুলোর কাছে চলে আসছে, দেখে মনে হচ্ছে পানির ওপর দিয়ে থাবা বাড়িয়ে রেখেছে। নদীর শেষ অংশে পানির কণা বাতাসে ভাসছে। নদী ওখানে অনেকটা ফুলে উঠেছে, ফেনা তুলে পাথরের পাশ দিয়ে হিসহিস আওয়াজ তুলে পার হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা ঝিমঝিম করছে বেননের, ভারী লাগছে, মনে হচ্ছে ওগুলো পাথর দিয়ে তৈরি। মনের জোরে শুধু টিকে আছে ও, নইলে এতোক্ষণে ভেসে যেত মূল স্রোতে।

আস্তে আস্তে কমছে স্রোতের টান। কিছুক্ষণ পর শান্ত পানির

ধারে পৌঁছে গেল বেনন। তারপর একেবারে শান্ত পানিতে চলে আসতে আর কোন অসুবিধে হলো না। পিঠ দিয়ে পাথরের সঙ্গে ঠেস দিয়ে ভাসল ও। পিঠে বাঁধা পুটুলিটা ভিজে গিয়ে অসম্ভব ভারী হয়ে আছে। ঘুরে নিয়ে পিছলা পাথরের ওপরে ওঠার চেষ্টা করল ও হাতের জোরে। পিছলে গেল হাত। ঝপাস করে আবার পানিতে পড়ল বেনন। আবার চেষ্টা করল। এবার পাথরের ফাটলে হাত ভরে ওপরে উঠছে। একটু চেষ্টা করতেই একটা খাঁজে হাঁটু ভরতে পারল। বাকিটা উঠতে আর বিশেষ কষ্ট করতে হলো না। পাথরের মাথাটা সমতল। শুকনো। পিঠের বান্ডিলটা পাশে রেখে শুয়ে পড়ল ও, হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বেশ অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আস্তে করে উঠে বসল ও, ধীরেসুস্থে পোঁটলাটা খুলল। ভেজা শার্ট-প্যান্ট পরতে গিয়ে বেশ কসরত করতে হলো ওকে। টেনেটুনে পরে নিল বুট জোড়া। ক্লান্তিতে ঝাপসা দেখছে চোখে। রুক্ষ পাথরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল তীরের দিকে।

তীরে পৌঁছে একটা সিডারের নিচে ধপ করে বসল ও, তারপর শুয়ে পড়ল। গায়ের ভেজা কাপড় সত্ত্বেও মুহূর্ত মাত্র লাগল না গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে।

সূর্যের তাপে ঘুম ভাঙল ওর। এখনও একটা ঘোরের ভেতর আছে। উঠে বসে চারদিকে তাকাল। একটা গালিতে আছে ও। বহু নিচে বিপুল জলরাশি পড়ার বজ্রসম আওয়াজে মনে পড়ল গত রাতের কথা। মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল ও। গা থেকে ভেজা শার্ট-প্যান্ট খুলে রোদে দিয়ে সিডার গাছের নিচে বসে থাকল দিগম্বর হয়ে। শার্টের পকেট থেকে সিগার বের করে নিয়ে দেখল ওগুলো ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। বিরক্ত চেহারা করল জন্মদিনের

পোশাক পরা বেনন।

এবার ও অস্ত্রটা বের করল হোলস্টার থেকে। পরিষ্কার করে আবার রেখে দিল খাপে। পরে সময় সুযোগ মতো হোলস্টারে বেশ করে তেল মাখাতে হবে। ভাগ্যের সহায়তার কথা যতোই ওর মনে আসতে লাগল ততোই মেজাজ ভাল হতে লাগল। আন্দাজ করল, সম্ভবত ও-ই ক্যানিয়নে অবস্থানরত একমাত্র মানুষ যে সটকে পড়তে পেরেছে। যারা জানে যে নদীতে এরকম বড় একটা জলপ্রপাত আছে তারা ভুলেও এপথে পালাবার চিন্তা মাথায় ঠাঁই দেবে না।

বেসুরো শিস দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল ও, পরমুহূর্তে চমকে গেল কড়া গলার নির্দেশ কানে যেতে।

'হাত তোলো! খবরদার! কোন নড়াচড়া না!'

গালির অপর প্রান্তের পাথরের খণ্ডগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। দু'জনের হাতে দুটো উইনচেস্টার। নলগুলো বেননের দিকে তাক করা। উলঙ্গ অবস্থায় মাথার ওপর দু'হাত তুলে দাঁড়ানোর পর ওকে কেমন লাগছে দেখতে সেটা মনে করে অত্যন্ত বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে মাথার ওপর হাত তুলল বেনন, কেমন যেন বোকা বোকা আর অসহায় লাগছে নিজেকে।

সাবধানে ওর দিকে এগিয়ে এলো লোক দু'জন। সূর্যের আলোয় তাদের ধূসর শার্টের বুক পকেটের ওপর আটকানো রুপোলি তারা ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

ব্যাজ ছাড়াও এদের চিনতে বেননের কোন অসুবিধে হতো না। এরা দু'জনই এল পাসোর ডেপুটি ইউ. এস. মার্শাল—ওভারহোলসারের স্যাঙাত।

ফুট পাঁচেক দূরত্বে থামল তারা, চোখে কৌতূহল নিয়ে বেননকে দেখল।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল একজন। 'স্বয়ং আদম মনে হচ্ছে!'

'আদম না,' বলল গম্ভীর বেনন। 'সামান্য এক কাউবয় আমি। নদীটা পার হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু জঘন্য স্রোতে আমার ঘোড়াটা ভেসে গেছে। মনে হয় ডুবে মারাই গেছে বেচারা।'

'শালা মিথ্যে বলছে, টিম,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেননের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা চেহারার দিকে তাকিয়ে সঙ্গীকে বলল দ্বিতীয় ডেপুটি। 'চিনেছি আমি! এ শালা ওই রন জনসন! ওই যে কাপুরুষটা–জেল থেকে যে পালিয়েছিল। বাজি ধরে বলতে পারি এ ক্যানিয়ন থেকে পালিয়ে নদীতে নেমে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে হাজির হয়েছে।'

'আরেহ্, তাই তো!' চোখ বড় বড় হলো প্রথম ডেপুটির। 'শালার গানবেল্টটা নিয়ে নাও, জেম্স্।' বেননের উদ্দেশে টিটকারির সুরে বলল, 'কাপড় পরো, রন জনসন। মার্শাল ওভারহোলসার আইসিসি র‍্যাঞ্চে আছে। তোমাকে পেলে ফাঁসি দেয়ার আগে সে কি করবে ভেবে আমারই গায়ে কাঁপ উঠে যেতে চাইছে।'

*

সূর্য ডোবার সামান্য আগে ওরা আইসিসি র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছল। একজন ডেপুটির পেছনে স্যাডলে বসে আসতে হয়েছে বেননকে। ঠেলা ধাক্কা দিয়ে শীঘ্রি ওকে ফ্ল্যানারিকে যে দুর্গন্ধযুক্ত অ্যাডোবির ঘরে বন্দি করা হয়েছিল সেখানে নিয়ে ঢোকানো হলো। ওর পিঠের ওপর বন্ধ করে দেয়া হলো দরজাটা।

জানালাহীন ঘরটার এক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে তিক্ত মনে পরবর্তী পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করল বেনন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে কিভাবে এই নরক থেকে বের হওয়া যায় সেটা ওর প্রথম চিন্তা। সহজ হবে না কাজটা। নিজের কাজে কোন খুঁত

খুনে ক্যানিয়ন

রাখে না ওভারহোলসার। এটা নিশ্চিত যে ক্যানিয়নে যে আউট-লরা ছিল তারা হয় ধরা পড়েছে নয়তো লড়াইতে মারা গেছে।

একই সঙ্গে দু'দিকে লোক পাঠিয়ে দু'কাজ সেরেছে ওভারহোলসার। ক্যানিয়নে আক্রমণের পাশাপাশি আইসিসি রেঞ্জও ফ্রস্টিদের কবল থেকে উদ্ধার করেছে লোকটা। তা করুক, সেটা সমস্যা নয়, সমস্যা হলো পালাতে হবে ওকে নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে। নইলে হয়তো ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যাবে বেন স্টার্ক। কিভাবে সেটা সম্ভব?

ভাবনা চিন্তা করে কোন পথ না পেয়ে মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিল বেনন। এমন খিদে লেগেছে যে স্যাডলের ওপরে পাতার খসখসে কম্বল পেলেও চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবে ও। সিগারের তৃষ্ণা নিবারণেরও কোন উপায় নেই। বিশ্রী একটা পরিস্থিতি।

দরজার পাল্লা দুটোর মাঝ দিয়ে সামান্য আলোর একটা সরু রেখা আসছে ভেতরে। উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা পরখ করে দেখল ও। বাইরে থেকে আড়া দিয়ে বন্ধ করা। সরু ফাঁকে চোখ রাখল। বাইরে একজন পাহারা দিচ্ছে রাইফেল হাতে। ওভারহোলসার কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

আবার পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল ও। দরজা খুলে গেল। লণ্ঠনের হলুদ আলোয় ভরে উঠল ঘরটা।

'সত্যি বড় করুণ অবস্থায় তোমাকে পেলাম,' বলল পরিচিত একটা গলা।

উঠে দাঁড়াল বিস্মিত বেনন। 'ফ্ল্যানারি!' মনে আশা জেগে উঠল ওর।

লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রাখল ফ্ল্যানারি। বেনন দেখল তার হাতে একটা প্লেট। সেটাতে উঁচু স্তূপ হয়ে আছে মাংস, আলু আর

টিনের ভেতর ভরা টমেটো।

বন্দির হাতে প্লেটটা ধরিয়ে দিল সে, যেন কিছুই হয়নি বেননের এমন গলায় বলল, 'একটু পর আমি কফি নিয়ে আসব। তিনজনের সমান বুদ্ধি দিলেও ঈশ্বর আমাকে তিনটে হাত দেননি।'

চলে গেল ফ্ল্যানারি। প্রহরী এসে দরজায় দাঁড়াল। রাইফেল উঁচিয়ে নিরবে বন্দির দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

আইরিশ ম্যান ধোঁয়া ওঠা কফি নিয়ে ফিরে আসার পর তার পেছনে দরজা বন্ধ করে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা।

মাংসের শেষ কণাটুকুও মুখে পুরে নিয়ে বেনন বলল, 'আগের তুলনায় এখন অনেক ভাল বোধ হচ্ছে।' ফ্ল্যানারির হাতের সিগারেটের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারল না ও। নিরবে ওর হাতে সিগারেটের তামাক আর কাগজ তুলে দিল ফ্ল্যানারি।

'রাখো এটা। আমার মনে আছে এঘরে আমাকে তামাক ছাড়া বেশ কষ্টে থাকতে হয়েছিল।'

সিগারেট বানিয়ে কষে কয়েকটা টান দিয়ে ফ্ল্যানারির দিকে তাকাল বেনন, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'এখানে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ঈশ্বর আমার কাছে দেবদূত পাঠিয়েছেন। ব্যাপার কি, এখানে তুমি ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াতে পারছ দেখছি। তোমার আসল পরিচয়টা জানতে পারি?'

'পরে বলছি সে-কথা,' বলল ফ্ল্যানারি। 'আগে বলো তোমার নামে যা শুনছি তা কি সত্যি? তুমি নাকি একটা কাপুরুষ? ওদের কথা বিশ্বাস করতে পারছি না আমি মন থেকে। তোমাকে যতোটা চিনেছি তাতে খোদ শয়তানের তাড়া খেলেও বিচলিত হবার লোক বলে তোমাকে মনে হয়নি আমার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে সিগারেট টানল বেনন, তারপর প্রসঙ্গ

পালটে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যদি বাউন্টি হান্টারই হও, তাহলে আইনের লোকের সঙ্গে কি করছ?'

'কিসের বাউন্টি হান্টার!' নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল ফ্ল্যানারি। হ্যাট খুলে ছোট একটা ধাতব ব্যাজ ভেতর থেকে বের করে দেখাল। 'পিঙ্কারটন। নাম্বার চারশো এক।'

'তাহলে তুমিও বেন স্টার্কের পেছনে লেগেছ?' পিঙ্কারটনের সঙ্গে কাজ করেছে সেটা উল্লেখ করল না বেনন। বুড়ো মালিকটা যে ওকে ভীষণ পছন্দ করে সেটাও জানাল না। কারও কাছেই পরিচয় দিয়ে স্টার্ককে সতর্ক করে দেবার ঝুঁকি নেবে না ও।

'জাহান্নামে যাক বেন স্টার্ক,' ঘড়ঘড়ে গলায় বিরক্তির সঙ্গে বলল ফ্ল্যানারি। 'আইন তার কাজ করুক, আমরা আমাদের কাজ করব। আমাদের কাজ লুটের মালের হদিস বের করা। শুধু সোনার বাঁটই আছে সিকি মিলিয়ন ডলারের।' কৌতূহলী দৃষ্টিতে বেননকে দেখল সে। 'তুমি যে ধাঁচের লোক তাতে স্বল্প পরিচয়ে তোমাকে চিনে ওঠা কঠিন। আইনরক্ষীর দায়িত্ব নিয়ে আসল কাজের সময় পিছিয়ে গেলে কেন?'

শ্রাগ করল বেনন। 'এমনও হতে পারে যে আমিও আসলে ওই লুটের টাকার পেছনে ছুটছি। উদ্ধার করতে পারলে অনেক টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে তা তো জানোই।'

'হতে পারে তুমি বেন স্টার্কের দলের সঙ্গে গিয়ে জুটে পড়তে চেয়েছিলে, পরে ধোঁকা দিয়ে ওদের ধরিয়ে দিতে।'

'হতে পারে তোমার কথাই সত্যি,' সায় দিল বেনন অলস সুরে। চিন্তিত চেহারায় সিগারেটে টান দিল ও। 'যাই বলো, ব্যাপারটা ছিল জুয়ার মতন। আমি যদি ওভারহোলসারের কথা মতো স্টার্কের খোঁজে বের হতাম তাহলে বেশির ভাগ সম্ভাবনা ছিল অন্যদের মতো এক গুলিতে আমাকেও মরতে হতো। আমি

যেভাবে এগিয়েছি তাতে সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল।'

'সত্যি লোভ মানুষকে দিয়ে ভুল কাজ করায়,' কিছুটা দুঃখিত শোনাল ফ্ল্যানারির কণ্ঠ। পরমুহূর্তে সুর পাল্টে গেল। এখন সে সম্পূর্ণ পেশাদার গোয়েন্দা। 'তা ক্যানিয়নে লুটের সন্ধান পেলে তুমি?'

'যদি পেয়ে থাকি তাহলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল বেনন।

হাসল ফ্ল্যানারি। 'কি লাভ হবে তোমার সোনার হদিস পেয়ে, যদি জীবনের বেশিরভাগটাই তোমাকে জেলের ভেতর কাটাতে হয়? ওভারহোলসার ঠিক করেছে অবাধ্যতার পাশাপাশি আউট-লদের সঙ্গে যোগ দেয়ার অভিযোগও আনবে সে তোমার বিরুদ্ধে। আমার ধারণা অভিযোগ সে প্রমাণও করতে পারবে। কিন্তু ধরো আমার কথা। ওই সোনা উদ্ধার করে পুরস্কারটা পেলে আমার অনেক কাজে আসবে।'

'কথা ঠিক,' হাসল বেননও। 'কিন্তু একটা কথা কি জানো, আমার হাতে এখনও দুয়েকটা ভাল তাস আছে। এখনই আমি হাল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নই।'

নিরবতা নামল দু'জনের মাঝে। মনে মনে হতাশ বোধ করছে বেনন। ও ভেবেছিল ফ্ল্যানারির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে শুধু বেন স্টার্কের লুটের সোনার ব্যাপারে উৎসাহী।

শুধু কথার কথা হিসেবে বলল ও, 'ওভারহোলসার যখন রেঞ্জ দখল করল তখন ক্রুদের ধরেছে?'

'একটা লোকও ছিল না,' বলল ফ্ল্যানারি। 'খাঁখাঁ করছিল চারপাশ। আগেই তারা কোন ভাবে টের পেয়ে গিয়েছিল যে আইনের লোকদের বড় একটা দল এদিকে আসছে। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।'

'মেয়েটার কি হলো? রিয়া? মৃত র‍্যাঞ্চ মালিকের বোন?'

'ধরে নিয়ে গেছে। ওভারহোলসার বেশ চিন্তিত। হাজার হলেও মেয়েটা ব্রিটিশ নাগরিক। তাকে উদ্ধার করতে না পারলে ওয়াশিংটন থেকে অপ্রীতিকর প্রশ্ন আসতে পারে।'

'তারমানে বেন স্টার্কের হাতেও একটা ভাল তাস আছে।'

'না। ক্যানিয়নের ভেতর কোণঠাসা ইঁদুরের মতো সমস্ত স্যাঙাত নিয়ে আটকা পড়ে আছে সে।'

'আমার তা মনে হয় না।'

দরজাটা খুলে গেল। প্রহরী শুকনো গলায় বলল, 'মাইক, তোমার মতলব কি, ওর সঙ্গেই রাতে ঘুমাবে নাকি?'

'এর চেয়েও খারাপ মানুষের সঙ্গ সহ্য করতে হয়েছে আমাকে জীবনে,' বলে উঠে দাঁড়াল ফ্ল্যানারি, প্লেট আর লণ্ঠন নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। থামল সে দরজার কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আবার দেখা হবে।'

প্রহরীকে জিজ্ঞেস করল বেনন, 'আমার কি হবে, মাটিতে শোবো?'

'ওভারহোলসার পারলে মেঝেতে পাথরের টুকরো বিছিয়ে রাখত,' বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। খটাস করে দরজার আড়া পড়ল জায়গামতো।

বারো

পালানোর কোন উপায়ই মাথায় আসছে না। বিচারের ভয় পাচ্ছে

না বেনন। পরিচয় প্রকাশ পেলে সে প্রশ্ন আর উঠবে না। কিন্তু তাতে বেন স্টার্ককে ধরা অসাধ্য হয়ে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা আছে। নানা দিকে তার অজস্র চর রয়েছে। আফসোস হচ্ছে ওর। লক্ষ্যের প্রায় কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ও। ক্যানিয়নে হাজির হয়ে বেন স্টার্কের পরিচয় জানার সুযোগ হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল। সব ভণ্ডুল হয়ে গেল ওভারহোলসারের আইনী হস্তক্ষেপে।

রিয়া মেয়েটার কথা মনে আসতেই রিয়োর দেখানো গোপন আস্তানাটার কথা মনে পড়ল ওর। ফ্রস্টি তার লোকদের নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইলে ওই ক্যানিয়নের চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। মেয়েটাকে নিয়ে ওরা কি ওখানেই লুকিয়েছে? যতোই ভাবল ততোই বেনন নিশ্চিত হলো যে সে সম্ভাবনাই বেশি।

বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিল বেনন, মাটিতে শুয়ে পড়ল কাত হয়ে। উদ্ধার পাবার কোন উপায় যখন নেই তখন খামোকা মাথা ঘামিয়ে ওটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। ঘুমিয়ে পড়ল ও মিনিট খানেক পর।

দরজার আড়া খোলার আওয়াজে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ পিটপিট করতে করতে উঠে বসল। দরজাটা খোলা হতেই উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে গেল ঘরটা। ভেতরে ঢুকল দুই ডেপুটি।

'দাঁড়াও, জনসন!' খেঁকিয়ে উঠল প্রথম ডেপুটি।

উঠল বেনন, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর দু'দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'তোমরা যদি ভেবে থাকো আমাকে আউট-ল বলে চালিয়ে দিতে পারবে তাহলে ভুল ভাবছ।'

'বলে কি,' ঘোঁৎ করে উঠল ডেপুটি। 'আমরা তো ভাবছি তোমাকে ফাঁসিতে চড়ানো যায় কিনা।'

দু'পাশে দু'জন ডেপুটিকে প্রহরী নিয়ে ঘর থেকে বের হলো

বেনন। র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সামনের দরজাটা ভেড়ানো। লাথি দিয়ে ওটা খুলে ভেতরে ঢুকল সামনের ডেপুটি। একজনের পেছনে আরেকজন, গাছপালা দিয়ে সাজানো প্যাশিয়ো পেরিয়ে এগোল তারা। একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর কার্পেটের ওপর বেননকে দাঁড় করানো হলো।

কৌতূহলী চোখে ঘরের চারপাশে নজর বুলাল বেনন। লিভিং রুম এটা। অ্যাডোবির দেয়ালগুলো ঢেকে দেয়া আছে নাভাহো ইন্ডিয়ানদের রংচটা কম্বল দিয়ে। আসবাবপত্র সব ওক কাঠের তৈরি। পাথরের ফায়ারপ্লেসের ওপরের ম্যান্টলে ঝুলছে ক্রস করে রাখা দুটো খাটো তরোয়াল।

সামনের ডেপুটি এক পাশে সরে দাঁড়াল। ওভারহোলসারের মুখোমুখি হলো বেনন। একটা চেয়ারে বসে আছে লোকটা–এতোই পিঠ খাড়া করে যে খুঁটির কথা মনে পড়ে যায়। তার পেছনে ফ্ল্যানারিকে দেখা গেল। একটা সিগারেট ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে অনুৎসাহী চোখে ঘটনা কি হয় দেখছে সে।

তীক্ষ্ণ সমালোচনার চোখে বেননকে আপাদমস্তক দেখল ওভারহোলসার।

'দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছ তুমি!' নাক কুঁচকে বলে উঠল সে। 'শুধুই একটা ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নও। ইঁদুরও তোমার চেয়ে ভাল।'

চুপ করে থাকল বেনন।

'তুমি একটা কাপুরুষ,' বলে চলল মার্শাল। 'কঠিন কাজ দেখলে পালানো তোমার অভ্যেস। শেষ পর্যন্ত কি করলে তুমি? একদল আউট-লর সঙ্গে ভিড়ে গেলে। ওরা যখন বিপদে পড়ল তখন ওদের ফেলেও পালালে। একটা ইঁদুরও কোণঠাসা হলে লড়াই করে, কিন্তু সেটুকু সাহসও তোমার নেই।' ঘৃণার সঙ্গে থুতু ফেলল ওভারহোলসার। 'তোমার মতো একটা মেরুদণ্ডহীন

কাপুরুষকে আমি ব্যাজ পরার সুযোগ দিয়েছিলাম ভাবলে নিজের বিবেচনা বোধের ওপর আস্থা হারাচ্ছি আমি।'

চুপ করেই আছে বেনন, বুঝতে পারছে খামোকা গায়ের ঝাল ঝাড়ার লোক নয় ওভারহোলসার, ভিন্ন কোন মতলব আছে তার।

ওর ধারণাই সঠিক। শটগানের গুলির মতো ওভারহোলসারের মুখ দিয়ে বের হলো প্রশ্নটা।

'বেন স্টার্ক কে? কোথায় সে?'

কাঁধ উঁচু করল বেনন। 'কোথায়? আমার ধারণা ব্রিটিশ মেয়েটার সঙ্গে।'

'ওরা কোথায়?' এক পর্দা চড়ল মার্শালের স্বর।

শ্রাগ করে হাসল বেনন। 'একটা চুক্তিতে আসতে চাও?'

নাক দিয়ে আওয়াজ করল ওভারহোলসার, চেহারায় ঘৃণার ছাপ সুস্পষ্ট। 'চুক্তি? তোমার মতো নোংরা একটা কাপুরুষের সঙ্গে?' ডেপুটিদের দিকে তাকাল। 'নিয়ে যাও হারামজাদাকে!'

দপ করে মনের আশা নিভে গেল বেননের। ও ভেবেছিল মেয়েটাকে উদ্ধার করতে চেয়ে ওর সাহায্য নিতে বাধবে না ইউ এস মার্শালের। আন্দাজ করতে পারছে মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এটা একটা বড় সুবিধে নিয়ে আসতে পারে ভেবেছিল ও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওর সাহায্য নেয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওভারহোলসারের।

ভারী একটা হাতের ধাক্কায় পাশ ফিরল বেনন। প্যাশিয়োতে আবার নিয়ে আসা হলো ওকে প্রহরা দিয়ে। ফিরতি পথ ধরে তিক্ত মনে ভাবল বেনন, আবার সেই অ্যাডোবি দোজখে ফিরতে হবে।

ভেতরে পুরে দিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল ডেপুটিরা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল বেনন। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেছে। যতোটা ভেবেছিল তার তুলনায় অনেক

কম তামাক আছে ফ্ল্যানারির দেয়া প্যাকেটে।

এক ঘণ্টা অন্তত পেরিয়ে গেল, তারপর বাইরে ফ্ল্যানারির পরিচিত গলার আওয়াজ পেল ও। আড়া নামিয়ে দরজা খোলা হলো। ভেতরে ঢুকল উজ্জ্বল আলো আর এক ঝলক মিষ্টি তাজা বাতাস।

'মার্শালের মেজাজ খুব খারাপ,' দরজায় দাঁড়িয়ে মন্তব্যের সুরে বলল ফ্ল্যানারি।

ক্লান্ত চোখে তাকে দেখল হতাশ বেনন। মুক্তি পাবার কোন উপায় দেখছে না। কারও সাহায্য পাবে সে আশাও মন থেকে তিরোহিত হয়েছে। 'আমাকে দেখে তার মেজাজ বোধহয় আরও খারাপ হয়েছে?' জানতে চাইল।

'তা হয়েছে।' বেননের পাশে আরাম করে বসল ফ্ল্যানারি। সন্ধেতে খুনে ক্যানিয়ন সাফ করে ফেলা হয়েছে। পাঁচ আউট-লকে জীবিত ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে এক গাদা মেক্সিকান মেয়ে। ওভারহোলসার জানে না জীবিত আউট-লদের মধ্যে বেন স্টার্ক আছে কিনা। মারা গেছে কিনা তাও জানা যায়নি। বেন স্টার্ক যদি বেঁচে গিয়ে থাকে তাহলে সে ব্রিটিশ মেয়েটাকে নিজের সুবিধের জন্যে ব্যবহার করবে। ওভারহোলসার চিন্তিত। মনে করছে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি জটিল হতে বাধ্য। বেন স্টার্ক নিজের মুক্তির পথ পরিষ্কার করতে মেয়েটাকে ব্যবহার করবেই। তার কথা না শুনলে হয়তো বন্দি মেয়েটাকে সে হত্যাও করতে পারে।' বেননের দিকে তাকাল ফ্ল্যানারি। 'মেয়েটাকে উদ্ধার করার ব্যাপারে তুমি কোন সাহায্যে আসবে কিনা জানতে চাইছে ওভারহোলসার।'

'সাহায্যে আসব, যদি ষাঁড়টা আমাকে ছাড়ে। মেয়েটার কাছে ওকে নিয়ে যেতে পারব। হয়তো বেন স্টার্কের দেখাও ওখানে পাবে

সে।'

'তার মানে স্টার্ক ধরা পড়েনি!'

শ্রাগ করল বেনন। 'আমাকে যদি না ছাড়ে তাহলে পাঁচজন বন্দি আউট-ল আছে, তাদের জিজ্ঞেস করে দেখুক ওভারহোলসার, কে তাকে মানা করেছে!'

'জানের ভয় থাকা সত্ত্বেও-মুখ খুলছে না তারা।' এতোক্ষণে কাজের কথায় এলো ফ্ল্যানারি, 'মার্শালকে আমি রাজি করিয়েছি। সে তোমার কথা শুনতে রাজি আছে। যদি তুমি তাকে মেয়েটার কাছে নিয়ে যেতে পারো তাহলে তোমার ব্যাপারে সে হয়তো বিশেষ বিবেচনা করতে রাজি হবে। হয়তো আইনের সামনে দাঁড়াতে হবে না তোমাকে, মুক্তি পেয়ে যাবে।'

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল বেনন। ও চুপ করে আছে দেখে ফ্ল্যানারি বলল, 'তুমি কি চাও একটা অসহায় মেয়ে বেন স্টার্কের কব্জায় পড়ে মারা যাক?'

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' বেননও সরাসরি কাজের কথায় এলো।

'বিকেলে। কথা দিচ্ছি তোমার পক্ষে আমি নিজে সাক্ষ্য দেব।'

উঠে দাঁড়াল ফ্ল্যানারি। বেনন তাড়াতাড়ি বলল, 'যাবার আগে আমি শেভ করতে চাই। লোকে আমার অসাধারণ চেহারাটা ঠিক মতো দেখতে পারে না ভাবলে মনটা দমে যায় আমার।'

বেননের চেহারাটা একবার দেখল ফ্ল্যানারি। মুখে ফুটে উঠল শয়তানীর হাসি। তারপর বলল, 'মানুষের ঘাড়ের ওপর ঘোড়ার মুখ–অসাধারণ তো বটেই!'

'শেভ,' গম্ভীর চেহারায় আবার বলল বেনন।

'এসো,' বলে দরজার দিকে হাতের ইশারা করল ফ্ল্যানারি।

তার পেছনে পেছনে অ্যাডোবি বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে এলো

বেনন।

*

পাহাড়ী এলাকা ধরে এগিয়ে চলেছে ছয় অশ্বারোহী। সূর্যের খরউত্তাপে দগ্ধ হচ্ছে চারদিক। মাঝে মাঝে ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় ছায়া পাওয়া যাচ্ছে। সবার আগে আগে চলেছে ইউ এস মার্শাল ওভারহোলসার। তার পেছনে বেনন, দু'হাত হাতকড়িতে আটকানো। ও-ই একমাত্র ঘোড়সওয়ার যার কাছে কোন অস্ত্র নেই।

'এখানে!' পাথরের দেয়ালে গজানো পাইন গাছটার পাশে থেমে জানাল বেনন।

ঘোড়া থামাল ওভারহোলসার। ভ্রূ কুঁচকে বেননকে দেখল। চোখ বোলাল দেয়ালের গায়ে। এমন ফাটল ওরা আগেও পার হয়ে এসেছে আগে। এটা দেখেও বিশেষ কিছু মনে হচ্ছে না। বড়জোর একজন লোক ঘোড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবে। তারপরই সরু হয়ে গেছে দু'দিকের দেয়াল।

'ভেতরে কোন ক্যানিয়ন নেই,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল ওভারহোলসার। 'মিছে কথা বলেছ নিশ্চয়ই?'

'না,' বলল বেনন। 'ভেতরে ঢোকো।'

চোখে স্পষ্ট সন্দেহ নিয়ে রাশ দোলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল মার্শাল। তার পেছনে অন্যান্যরা। সামান্য পথ অতিক্রম করতেই শেষ হয়ে গেল ফাটল। আবার থামতে বলল বেনন। জানাল ব্লাইন্ড ক্যানিয়নে ঢোকার পথটা কোথায়।

পেছনে থমকে দাঁড়াল চার ডেপুটি।

'বন্দিদের আমরা ওখানেই পাব?' জিজ্ঞেস করল ওভারহোলসার।

'পাওয়া উচিত,' জানাল বেনন। মনে মনে প্রার্থনা করল যাতে

ওর ধারণা সঠিক হয়। জানে ভাগ্যের ওপর জুয়া খেলছে ও। রিয়োর ক্যানিয়নে আউট-লদের আশ্রয় নেয়ার খুব জোরাল কারণ বলতে এই যে, এটা এই এলাকায় লুকানোর সবচেয়ে ভাল জায়গা। পানি আছে ক্যানিয়নে, যেটা আশ্রয় হিসেবে জায়গাটাকে আদর্শ করে তুলেছে। বন্দি আটকে রাখতে এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর হয় না। ভ্রূ কুঁচকাল বেনন। ওর ধারণা যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে হারাবার তেমন কিছু নেই ওর। এমনিতেই পরিচয় না দিয়ে উদ্ধার পাবার উপায় না হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে ওর অ্যাসাইনমেন্ট। বেন স্টার্কের লোকের অভাব নেই। ইউ এস ডেপুটিদের ভেতরে তার লোক আছে কিনা কে জানে!

'গর্তের ভেতর ঢুকতে হবে,' জানাল বেনন। 'একটা বাঁক নিতে হবে। মন দিয়ে শোনো। একটা ঘোড়া কোনরকমে ঢুকতে পারবে একবারে। প্রহরী রাখবে ওরা। একজন একজন করে আয়েস করে তোমাদের খতম করতে পারবে সে। দু'জন লোক ঠিক জায়গায় অবস্থান নিলে ক্যাভালরির এক ডজন যোদ্ধাকে ঠেকিয়ে রাখা কোন ব্যাপারই নয় ওই ক্যানিয়নে।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়,' মতামত জানানোর সুরে বলল ওভারহোলসার। 'বাইরে অবস্থান নেব আমরা। খাবারে টান পড়লে ওদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে।'

হাসল বেনন। 'তাতে এক সপ্তাহ, এমনকি এক মাসও লেগে যেতে পারে। তার চেয়ে অনেক ভাল বুদ্ধি আছে উদ্দেশ্য সফল করার।'

'বলে ফেলো।'

'আউট-লরা জানে না ধরা পড়েছি আমি। আমাকে ছেড়ে দাও। একটা অস্ত্র দাও। আগে আগে ভেতরে ঢুকব আমি। এমন ব্যবস্থা করতে পারব যাতে তোমাদের আগমনে ওরা বিস্মিত হয়ে

পড়ে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে বোকা রনি আর কি!' চাপা গলায় ধমকে উঠল ওভারহোলসার। 'বিশ্বাস করার উপায় নেই তোমাকে। কাপুরুষ একটা বিশ্বাসঘাতক কেঁচো তুমি। হয়তো সব কথাই মিথ্যে বলেছ। হতে পারে ওখানে কোন বন্দিই নেই। হয়তো দেয়ালের উল্টোদিকে আরেকটা গর্ত আছে, ওপথে হাওয়া হয়ে যেতে পারবে তুমি। একবার আমার হাত থেকে তুমি পালিয়েছ, জনসন। দ্বিতীয়বার সেই সুযোগ তোমাকে আমি দিতে পারি না।'

'ক্যানিয়নটা চারপাশ থেকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা,' বলল বেনন। মাথার ওপর উঁচু হয়ে থাকা দেয়ালটা দেখল। 'বিশ্বাস না হলে দেয়ালের ওপর উঠে চারপাশটা দেখে নিতে পারো। বলো তোমার কোন ডেপুটিকে।'

একটু দ্বিধা করল ওভারহোলসার, তারপর সিদ্ধান্ত নিল। বন্দিদের উদ্ধার করতে হবে। সেই সঙ্গে পারলে বেন স্টার্ককে ধরতে হবে। স্টার্কের দল ধ্বংস করতে পারলে সেটা হবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। কিন্তু তা করতে গিয়ে যদি ব্রিটিশ মেয়েটা মারা যায় তাহলে ওয়াশিংটন তা ভাল ভাবে নেবে না। নড করল সে, ঘোড়া থেকে নেমে স্পার খুলে ফেলল, তারপর ইশারায় এক ডেপুটিকে স্পার খুলে অনুসরণ করতে বলল।

ঘোড়া থেকে বেননকেও নামানো হয়েছে। হাতকড়ি খুলে দেয়া হলো ওর হাত থেকে। কব্জি ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল ও।

বেননকেও সঙ্গে নিল ওভারহোলসার। পাশাপাশি তিনজন ওরা দেয়ালের খাঁজ ভাঁজ ব্যবহার করে দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল। খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না উঠতে। গুঁড়ো ধুলো পড়ছে নিচে

অপেক্ষমাণ ডেপুটিদের মাথায়।

আগে ওপরে উঠল বেনন। দেয়ালের মাথায় উঠে চারপাশে তাকাল। মেসার মাথার মতো সমান একটা ভূমি দেখা যাচ্ছে। এখানে ওখানে পড়ে আছে বড় বড় বোল্ডার। ওগুলোর পেছনে মাথা তুলেছে কয়েকটা পাহাড়ের চুড়ো, উঁচু পাহাড় গোল হয়ে ঘিরে আছে চারপাশ। সামান্য পশ্চিমের পাহাড়ে একটা ফাঁকা জায়গা। ওদিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে একটা ক্যানিয়নের চিহ্ন।

ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে বেননের পাশে দাঁড়াল ওভারহোলসার। ফাঁকা জায়গাটা দেখাল বেনন। সাবধানে পা বাড়াল তিনজন ওদিকে। কাছে গিয়ে ক্রল করে এগোল। স্টেটসন খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে। পেটে ভর দিয়ে আরও একটু সামনে বাড়তে হলো, তারপর নিচে দেখা গেল দেয়াল আর পাহাড় ঘেরা ক্যানিয়নটা। পেছনের দিকে সবুজের চিহ্ন। চ্যাপারাল গাছের নিচে আগুন জ্বালানো হয়েছে। হালকা বাতাসে ভেসে উঠছে ক্ষীণ ধোঁয়া। লোকজন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। স্কার্ট পরা একটা আকৃতি দেখে ওভারহোলসারের পেটে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল বেনন।

বিরক্ত চেহারায় মাথা ঝাঁকাল মার্শাল।

'ছয়টা ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে,' বলল বেনন। 'তার মানে পাঁচ ডাকাত। পাঁচটা অস্ত্র। জিনিসগুলোর ব্যবহার খুব ভাল করেই জানা আছে তাদের।'

মার্শালের হাতের ইশারায় পিছাতে শুরু করল ও। বেশ খানিকটা পিছিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা। ঘড়ঘড়ে গলায় ওভারহোলসার বলল, 'জীবনে বোধহয় এই প্রথম কোন একটা ভাল কাজ করলে তুমি, রন জনসন।'

আনমনে মাথা দোলাল বেনন। অন্য ব্যাপারে ও চিন্তিত। আগুনের ধারে লাল চুলের এক লোককে দেখেছে ও। লোকটা

রেড কেলটন না হয়ে যায় না। অথচ তাকে ও মারা যেতে দেখেছে। জিলা নদীতে ডুবে মারা যাওয়ার কথা তার।

দেয়াল থেকে নামল ওরা। গুলি খাওয়ার জোর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘোড়া নিয়ে গর্তের ভেতর দিয়ে এগোল বেনন। মাথার ওপর আকাশটাকে একটা নীল ফিতের মতো দেখাচ্ছে। সামনে ক্যানিয়নের সরু মুখটা সাদা লাগছে দেখতে।

সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এসে থমকে থামতে হলো ওকে। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে চরম উত্তেজনার মাঝে একটা মুহূর্ত পার করল।

কড়া গলায় খেঁকিয়ে উঠেছে ক্যানিয়ন মুখের কাছে অবস্থান নেয়া প্রহরী।

ঘাড় ফেরাতেই লোকটাকে দেখতে পেল বেনন। চোখে সন্দেহ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। তার হাতের উইনচেস্টার রাইফেল ওর বুক লক্ষ্য করে তাক করা।

'ট্রিগার থেকে হাত সরাও,' শান্ত গলায় বলল বেনন, 'আমি স্টার্কের দলের লোক।'

চেহারায় কোন পরিবর্তন এলো না প্রহরীর, চেঁচিয়ে উঠল অস্ত্র না নামিয়ে, 'একে তুমি চেনো, রেড?'

চ্যাপারালের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো রেড কেলটন, লম্বা লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে এলো। বিস্মিত চোখে দেখল বেনন, লোকটা আসলেই রেড কেলটন। অর্থাৎ ভুল ভেবেছিল ও, মারা যায়নি আউট-ল।

মাঝপথে থেকে বেননের উদ্দেশে চোখ টিপল লোকটা। 'আরে, রন জনসন!' প্রহরীর দিকে তাকাল। 'এ আমাদের লোক।'

'তোমাকে না আমি সেতু থেকে পড়ে যেতে দেখেছি?'

জিজ্ঞেস করল বেনন।

ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো রেডের ঠোঁট জোড়া। 'ঠিকই দেখেছ। শালাদের বোকা বানিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিই আমি। সান ফিলিপে আমার জন্য, গালফের কাছে। ওশহরের যেকোন বাচ্চা মাছের মতো সাঁতার কাটতে জানে।...তুমি পালালে কি করে?'

গল্প বেননের তৈরি করাই আছে। বলে দিল। সাঁতরে নদী পথে ক্যানিয়ন থেকে সরে এসেছে ও। তারপর আইসিসি রেঞ্জে গিয়ে দেখল আইনের লোক গিজগিজ করছে। তখন সে একটা ঘোড়া চুরি করে পালিয়ে এসেছে।'

আগুনের ধারে আউট-লদের স্যাডলগুলো স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে। পনি থেকে স্যাডল খুলে অন্য ঘোড়াগুলোর সঙ্গে ঘাস খেতে ছেড়ে দিল ওরটাকে। রেডের পাশে চ্যাপারালের ছায়ায় বসে চারপাশে দেখল। রেড ছাড়াও চারজন আউট-ল রয়েছে ক্যানিয়নে। তাদের একজন ক্যানিয়নের মুখের কাছে বোল্ডারের পেছনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। অন্য তিনজন আগুনের ধারে বসে নোংরা তাস পেটাচ্ছে। রিয়াকে পাহারা দেয়ার কেউ নেই। কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না মেয়েটার দিকে। তার দরকারও নেই, এই বক্স ক্যানিয়নে একজন প্রহরী থাকাই যথেষ্ট। পালাবার কোন পথ নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটার দিকে পা বাড়াল বেনন। ক্লান্ত দেখাচ্ছে রিয়াকে। মাটিতে বসে আছে মেয়েটা। আড়ষ্ট। চিন্তিত দেখাল তাকে। শীতল চোখে বেননকে দেখল। বেনন মাথা থেকে হ্যাট খুলে বাউ করার পরও কোনরকম জবাব দিল না।

'ভাল বিপদেই আছো তুমি,' নিচু স্বরে বলল বেনন।

জবাব দিল না মেয়েটা, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

সরে এলো বেনন, আবার রেডের পাশে এসে বসল। ধীরে

ধীরে বয়ে চলেছে সময়। আচরণ দেখে বুঝতে পারছে সময় কাটানোই আউট-লদের বড় সমস্যা। এটা রিয়ার জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। কোন একজনের মাথায় যদি মেয়েটাকে নিয়ে ফুর্তি করার চিন্তা আসে তাহলে অন্যান্যরাও যোগ দেবে হয়তো।

রেডের ভাবসাব দেখে মনে হলো কারও কাছ থেকে নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় আছে। আউট-লদের টুকরো টাকরা কথা থেকে জানা গেল যে অবশিষ্ট আউট-লরা বুরো পাহাড়ের কাছে কিকিং হর্স নামের এক শহরে গিয়ে জড়ো হয়েছে। বরাবরের মতোই স্টার্কের ব্যাপারে কোন কথা হলো না। কেউ যেন জানেই না কোথায় আছে সে। তবে এটা বোঝা গেল যে এখনও তার নির্দেশেই চলছে দলটা। খুনে ক্যানিয়নে খুন বা বন্দি হয়নি লোকটা।

রাতে শেষ প্রহরে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব পড়ল বেননের ওপর।

মাঝরাতের পরই তৃতীয় আউট-ল ঘুম থেকে তুলে দিল ওকে, সে নিজে গিয়ে শুয়ে পড়ল নিভন্ত আগুনের পাশে অন্যান্য আউট-লদের সঙ্গে।

বিরাট একটা হাই তুলে বুটজুতো পরে নিয়ে ক্যানিয়নের মুখের কাছে গিয়ে বোল্ডারের আড়ালে দাঁড়াল বেনন। একটা সিগারেট ধরাল নিশ্চিন্তে। পার হয়ে যাচ্ছে সময়। ঘুমাচ্ছে আউট-লরা। রিয়াকে কিছুটা দূরে একটা ঝোপের আড়ালে শোবার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।

সিগারেটটা শেষ করে বুটের তলায় পিষে নেভাল বেনন, নিঃশব্দে চলে এলো ক্যানিয়নে ঢোকার মুখের কাছে। অন্ধকারে সরু পথটা ধরে পা বাড়াল।

পাইন গাছের কাছে পৌঁছতেই নিচু গলার নির্দেশ শুনে থামতে হলো ওকে। ছায়ার ভেতর থেকে অস্ত্র তাক করে বেরিয়ে এলো

এক ডেপুটি।

কাছের একটা অগভীর দ্রুতে রাখা হয়েছে ল-ম্যানদের ঘোড়াগুলো। ঘুমাচ্ছে অন্য চারজন। প্রহরী ডেপুটির ডাকে দ্রুত উঠে তৈরি হয়ে নিল তারা। সংক্ষেপে ক্যানিয়নের পরিস্থিতি জানাল বেনন।

'এখনই আমরা আক্রমণ করব,' ওর কথা শেষ হতে সিদ্ধান্ত নিল ওভারহোলসার। বেননকে দেখিয়ে এক ডেপুটিকে বলল, 'ওর গানবেল্ট নিয়ে নাও।'

'না!' আপত্তির সুরে বলল বেনন। 'নিরস্ত্র অবস্থায় ওই ক্যানিয়নে ঢুকতে রাজি নই আমি।'

'তুমি রাজি কি অরাজি তার ওপর তোমার যাওয়া নির্ভর করছে না,' শীতল স্বরে জানাল ওভারহোলসার। 'এমনও হতে পারে যে তুমি বিপক্ষের হয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে। সে ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। নিশ্চয়ই তুমি ভাবছ না যে তোমাকে বিশ্বাস করার মতো বোকামি করব আমি?'

অস্বস্তিকর নিরবতার মাঝ দিয়ে গানবেল্ট খুলে ডেপুটির হাতে দিল বেনন।

'এটা যদি কোন ফাঁদ হয়ে থাকে,' সাবধান করল ওভারহোলসার, 'তাহলে মনে কোরো তোমার কপাল মন্দ। পুরোটা পথ তোমার শিড়দাঁড়ায় তাক করা থাকবে আমার সিক্সগান। একটু বেচাল দেখলেই পিঠে গুলি খাবে তুমি।'

একজন ডেপুটিকে ঘোড়া পাহারার দায়িত্বে রেখে অন্য তিনজনকে নিয়ে সামনে বাড়ল ওভারহোলসার, প্রত্যেকের কনুইয়ের ভাঁজে উইনচেস্টার রাইফেল। আগে আগে চলেছে নিরস্ত্র বেনন। সরু পথটা শেষ করে ক্যানিয়নের মুখের কাছে চলে এলো ওরা। উজ্জ্বল চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে টুকরো টুকরো মেঘ।

আকাশের গায়ে উন্মুক্ত নক্ষত্রগুলোকে দেখাচ্ছে হিরের টুকরোর মতো জ্বলজ্বলে। সমতলে দেখা যাচ্ছে ঘোড়াগুলোর ছায়া–কয়েকটা এখনও ঘাস খাচ্ছে। ওগুলোর মাথার ওপর দিয়ে চক্কর মেরে নিঃশব্দে উড়ে গেল একটা রাতজাগা পাখি।

মার্শালের নিচু গলার নির্দেশে ছড়িয়ে গেল ল-ম্যানদের দলটা, এগোচ্ছে নিঃশব্দে। কান খাড়া হয়ে গেল ঘোড়াগুলোর। অগ্রসরমান লোকগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে গেল ওগুলো। কয়েকটা নাক ঝেড়ে আপত্তি জানাল।

আক্রমণটা সহজই হবে, আন্দাজ করতে পারল বেনন। ঠিক ওভারহোলসারের পেছনে আছে ও। একটু একটু করে পিছিয়ে পড়ছে। ওভারহোলসার ওকে দ্রুত এগোতে হাতের ইশারা করল, কিন্তু পাত্তা দিল না ব্রেনন। ও নিশ্চিত ভাবে জানে যে ওকে গুলি করতে গিয়ে লড়াইয়ে জেতার সুযোগটা হাতছাড়া করবে না ওভারহোলসার। একটা গুলি করলেই সতর্ক হয়ে যাবে আউট-লরা।

লড়াই শুরু হবার আগেই সরে পড়তে হবে, বুঝতে পারছে ও।

এক ডেপুটির পায়ের ধাক্কায় ঠোক্কর খেয়ে ঠনাৎ ঠন আওয়াজ করল একটা পাথর। ঝোপের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল রিয়া। চাঁদের আলোয় আবছা ভাবে সে দেখতে পেল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কয়েকজন লোক। কুঁজো হয়ে আছে। হাতে রাইফেল। তাদের ভাবভঙ্গি বোধহয় মেয়েটার কাছে সুবিধের মনে হলো না। হয়তো ভেবেছে ভিন্ন কোন আউট-ল দল আক্রমণ করছে। সেক্ষেত্রে বিপদ আরও বাড়বে তার। ভয়ার্ত আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো মেয়েটার কণ্ঠ থেকে, যেন ছুরি দিয়ে রাতের নিস্তব্ধতা চিরে দিল তার চিৎকার। টিলাগুলোর গায়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি

উঠল। তারপরই নরক ভেঙে পড়ল ক্যানিয়নে। রাতের আঁধারে দেখা দিল আগুনের স্ফুলিঙ্গ। থরথর করে কেঁপে উঠল ক্যানিয়ন গোলাগুলির ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত প্রচণ্ড আওয়াজে। সিক্সগানের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে উইনচেস্টার রাইফেলের তীক্ষ্ণ হুঙ্কার। এক নাগাড়ে বুলেট ওগরাচ্ছে দু'পক্ষের অস্ত্র। বাতাসে শিস কেটে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য বুলেট।

মাটিতে শুয়ে পড়ল বেনন। অস্ত্র ছাড়া কিছুই করার নেই ওর। অস্ত্রের গর্জন আরও বাড়ল। সাবধানে মাথা একটু উঁচু করে সামনে তাকাল ও। দুই আউট-লর মৃতদেহ পড়ে আছে নিভে যাওয়া আগুনের পাশে। পেছনের চ্যাপারাল গাছের কাছ থেকে আগুনের ঝিলিক তুলে ছুটে আসছে বুলেট। ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি করতে করতে ক্রল করে সামনে বাড়ছে ডেপুটিরা। তাদের ঠেকানোর জন্যে চ্যাপারালের কাছ থেকে হুঙ্কার ছাড়ছে জীবিত তিন আউট-লর অস্ত্র।

বুঝতে পারল বেনন, পালাতে যদি হয় তো এখনই উপযুক্ত সময়। মার্শাল আর তার ডেপুটিরা মহা ব্যস্ত হয়ে আউট-লদের কোণঠাসা করতে চাইছে। সরে পড়া যায়, কিন্তু সমস্যা হলো অস্ত্র আর ঘোড়া ছাড়া এই বিরান ভূমিতে ওর টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

সমস্যার সমাধান দ্রুতই হয়ে গেল। ক্ষীণ একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল ও। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় একজন ডেপুটিকে ঝাঁকি খেতে দেখল বেনন। মাটিতে পানি থেকে তোলা মাছের মতো দাপাচ্ছে লোকটা। তাকিয়ে থাকল বেনন। ডেপুটি চিৎ হলো, তারপর নড়ল না আর। লোকটার মুখ হাঁ হয়ে আছে।

ক্রল করে লোকটার দিকে এগোল বেনন। যতোটা পারে তাড়াহুড়ো করছে। রাগী ভোমরার মতো গুঞ্জন তুলে মাথার ওপর

দিয়ে ছুটে চলেছে আউট-লদের বুলেটগুলো। স্থির দেহটার কাছে পৌঁছে দ্রুত হাতে গানবেল্ট খুলে নিজে পরে নিল ও, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কুঁজো হয়ে দৌড় দিল ক্যানিয়নের মুখ লক্ষ্য করে।

লেজ তুলে ঝড়ের গতিতে ওকে পাশ কাটাল আউট-লদের আতঙ্কিত ঘোড়ার পাল। বেননের কানের পাশ দিয়ে গেল একটা বুলেট। আরেকটা পায়ের কাছে পাথরে লেগে ছিটকে গেল। কে গুলি করছে দেখার জন্যে থামল না বেনন, গর্তের মুখের ভেতর ঢুকে দৌড় থামাল, একটুক্ষণ থামল দম ফিরে পাবার জন্যে।

মেঝেতে পড়ে আছে ছোট ছোট পাথরের টুকরো, ওগুলোর ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগোল ও ফাটলের দিকে। মনের ভেতরটা কেমন যেন খচখচ করছে। ক্যানিয়নে যা ঘটল তার মধ্যে কি যেন খুব অস্বাভাবিক। ঠিক মনে পড়ল না ওর কি সেটা। একটু চেষ্টা করতেই মনে পড়ে গেল। মেয়েটা ক্যানিয়নের ভেতরে চিৎকার করে উঠেছিল। ওই চিৎকারেই সচেতন হয়ে ওঠে আউট-লরা।

অমন চিৎকার করার কোন উপযুক্ত কারণ নেই। ভয়ে চিৎকার করবে তেমন মেয়ে নয় রিয়া। কঠিন পরিস্থিতিতেও তাকে শান্ত থাকতে দেখেছে ও আইসিসি র‍্যাঞ্চে। বরফের মতো শীতল মেয়েটার আচরণ। অত্যন্ত স্থির চিত্তের মেয়ে সে। হতে পারে বন্দি অবস্থায় তার মানসিকতা এতোই খারাপ অবস্থায় ছিল যে নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সে। এছাড়া চিৎকারের পেছনে আর কোন যুক্তি নেই। সামনে আরও অনেক বেশি জরুরী কাজ পড়ে থাকায় এ ব্যাপারে আর মাথা ঘামাল না ও।

দেয়ালের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এসে থামল ও। চিন্তা করছে। একটা ঘোড়া দরকার ওর। যেভাবে হোক ঘোড়া জোগাড় করতে হবে।

নিঃশব্দে ড্র'র দিকে এগোল ও। ডেপুটিদের পনি ওখানেই রাখা আছে। ছায়ায় ছায়ায় এগোতে এগোতে ও লক্ষ করল সিগারেটের আগুন উজ্জ্বল হচ্ছে আবার কমে যাচ্ছে। একটা বোল্ডারের পাশে আয়েস করে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে প্রহরী ডেপুটি। তার মনে কোন সন্দেহ নেই যে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বেশ খানিকটা ঘুরে লোকটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল বেনন নিঃশব্দে। মৃত ডেপুটির কাছ থেকে পাওয়া সিক্সগানটা দিয়ে ঘাড়ে একটা জোরাল বাড়ি মারতেই জ্ঞান হারিয়ে ধপ করে পড়ে গেল ওভারহোলসারের প্রহরী। 'সত্যি আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। 'কিন্তু তাই বলে তো আর আমি হাঁটতে পারি না।'

ড্র ধরে একটু সামনে বাড়তেই ঘোড়াগুলোর দেখা পেয়ে গেল ও। ছয়টা স্যাডল একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তার পেছনে বেঁধে রাখা হয়েছে জন্তুগুলোকে। পছন্দ করে মার্শালের ডান ঘোড়াটাই বেছে নিল বেনন, ওটাই সেরা। এবার স্যাডল বেঁধে নিয়ে বাকি ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল ও। একটু পরই ফাটল থেকে বেরিয়ে এলো। পাছায় চাপড় খেয়ে দিগ্বিদিকে ছুটল অন্য ঘোড়াগুলো। সহজে ওগুলোকে ধরে ওর পিছু নিতে পারবে না ওভারহোলসার। আপাতত তার দিক থেকে কোন ঝামেলার আশঙ্কা নেই।

*

পরদিন কিকিং হর্স শহরে পৌঁছে গেল বেনন। অতি ছোট শহর, পাহাড়ের ওপরে। গ্রাম বললেই চলে। একটা ক্রীকের দু'ধারে ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ি। শহরে একটাই মাত্র রাস্তা, সেটাও সরু। বাড়িগুলোর মাঝখানে আছে বেশ কিছু ছাপরা। একটা সেলুনও আছে শহরে। সেটার সামনে বেঁধে রাখা হয়েছে বেশ অনেকগুলো ঘোড়া। ডান ঘোড়াটাকে একটা চৌবাচ্চা থেকে পানি

খাইয়ে সেলুনের সামনের রেইলে বাঁধল ও, তারপর ঢুকল সেলুনে।

সেলুনের পেছনের বার কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ঝুনঝুনে এক বুড়ো। গোঁফ ছাঁটে না সে। ঠোঁট ঢেকে দিয়েছে গোঁফের বাড়বাড়ন্ত। পরনের কাপড় নোংরা। প্যান্ট এতোই ময়লা যে শক্ত হয়ে গেছে ধুলো আর শুকনো ঘামে।

চারপাশে চোখ বোলাল বেনন। সেলুনের ভেতরে দশ-বারোজন কঠোর চেহারার লোক আছে। কেউ কেউ মদ গিলছে, অন্যরা তাসের টেবিলে তাস পেটাচ্ছে। বাতাসে সিগারের ধোঁয়ার কটু গন্ধ। মেঘের মতো ভেসে আছে ঘন ধোঁয়া। চাপা স্বরে কথা বলছে সবাই। আইসিসির কয়েকজন গানম্যানকে চিনতে পারল বেনন।

গম্ভীর চেহারায় বারে দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল ও। ছোট একটা জগ থেকে টিনের কাপে করে মদ পরিবেশন করল বুড়ো বারটেন্ডার। চুমুক দিয়ে আরেকটু হলে বিষম খাচ্ছিল বেনন। মদটা এতো কড়া যে গলা দিয়ে নামার সময় মনে হলো আগুন ধরে গেছে ভেতরে।

পরিচিত শুষ্ক কণ্ঠস্বর কানে যেতে ঘুরে তাকাল ও। দেখল ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আইসিসির নতুন ফোরম্যান—বিতাড়িত ফ্রস্টি।

'আরে,' অলস গলায় বলল বেনন, 'ফ্রস্টি দেখছি! আমি তো ভেবেছিলাম এতোক্ষণে তোমার লাশে কৃমি কিলবিল করছে।'

'আর আমি ভেবেছিলাম ক্যানিয়নে শেষ হয়েছ তুমি,' জবাবে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ফ্রস্টি। 'দেখা যাচ্ছে আমরা দু'জনই বেঁচে আছি। ফাঁসুড়েদের হাত থেকে বাঁচলে কি করে?'

'নদীতে ভেসে ভাটিতে চলে আসি,' জবাব দিল বেনন। ফ্রস্টির কিছুই ওর ভাল লাগছে না। লোকটার চেহারায় বিদ্রূপের ছাপ।

চোখ দুটোয় শীতল দৃষ্টি। ওকে যেন মাপছে সে। 'আমাকে দেখে যে চেহারা করেছ তাতে মনে হচ্ছে তোমার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি,' শুকনো গলায় বলল বেনন।

'হয়তো তাই হয়ে দাঁড়িয়েছ তুমি,' চাপা স্বরে বলল ফ্রস্টি। আর একটা কথাও না বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিল তাসের টেবিলের দিকে।

তেরো

আইসিসিতে দেখা তিন গানম্যানের সঙ্গে তাসের টেবিলে যোগ দিল বেনন ড্রিঙ্ক সেরে। শুরু হলো স্টাড খেলা। গানম্যানদের আচরণে মনে হলো যে বেননের মতোই তারাও জানে না তাদের পরবর্তী কাজ কি হবে বা বেন স্টার্ক কোথায় আছে। সন্ধে নামল এক সময়। দুটো লণ্ঠন জ্বালল গোঁফওয়ালা বারটেন্ডার। সে আলো পর্যাপ্ত নয়।

এক গানম্যান বেননকে জানাল লণ্ঠন আরও ছিল, কিন্তু ছেলেরা মাতাল হয়ে গতরাতে গুলি করে নষ্ট করে দিয়েছে ওগুলো। এখন দুটোই অবশিষ্ট আছে।

আলোর স্বল্পতার জন্যে একটু পরই তাস খেলা পণ্ড হয়ে গেল। আর কিছু করার নেই দেখে চারজন ওরা ড্রিঙ্ক করতে শুরু করল। কিকিং হর্সে যেটাকে হুইস্কি বলা হয় সেটা আসলে তরল আগুন ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু সেটাই এখন সময় কাটানোর একমাত্র অবলম্বন। গানম্যানরা যে আনন্দ খোঁজার জন্যে অন্য কিছু

করতে চাইবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তিক্ত মনে ভাবল বেনন।

বারে গিয়ে দাঁড়াল ফ্রস্টি, সিক্সগান বের করে ওটার নল দিয়ে কাউন্টারে জোরে কয়েকটা বাড়ি মেরে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আলাপ বন্ধ হয়ে গেল সবার। গানম্যানদের শীতল চোখ স্থির হলো কুড়ালের মতো চেহারার ফ্রস্টির ওপরে।

'শোনো,' শুরু করল সে, 'স্টার্কের কাছ থেকে খবর এসেছে। সামনে কাজ আছে আমাদের। কাল রাতে আমরা এলডোরাডোর দুটো ব্যাঙ্কে হামলা করে ভল্ট খালি করব। পাল্টা শোধ নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেছে স্টার্ক। খেপে বোম হয়ে গেছে। গোটা শহর আমরা তছনছ করব সেটা চায় ও। সকালে রওনা হবো আমরা। একজন দুইজন করে এলডোরাডোতে ঢুকব। বোনান্যা সেলুনে জড়ো হতে হবে। সেখানেই পৌঁছাবে পরবর্তী নির্দেশ।'

কথা শেষ করে শীতল চোখে আউট-লদের দেখল ফ্রস্টি। মৃদু আলোয় আবছা দেখাচ্ছে তাদের চেহারা। কারও মনোভাব চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। 'আরেকটা কথা,' বলল সে থেমে থেমে, 'এর একটা কথাও যদি কারও মুখ দিয়ে বের হয় তাহলে তাকে আমি নিজের হাতে গুলি করে মারব।'

সে বার কাউন্টার থেকে সরতেই নিচু স্বরে কথা আরম্ভ হয়ে গেল আউট-লদের।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা একজন দু'জন করে। সেলুন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। একটা লণ্ঠন টেবিলের ওপর এনে রাখল বেনন। আবার শুরু হলো স্টাড খেলা। খেলা যখন শেষ হলো তখন ওরা চারজন আর বারটেন্ডার ছাড়া সেলুনে আর কোন জনপ্রাণী নেই। বারটেন্ডার তার টুলে বসে কাউন্টারে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। বিকট নাক ডাকছে তার।

সেলুন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল বেনন। রাত নেমেছে বেশ আগেই। ব্যাঙ ডাকছে ঘ্যাঙর ঘ্যাং করে। রাতের পাখি চিকচিক আওয়াজ করছে উড়তে উড়তে। ওভারহোলসারের ডান ঘোড়াটা এখন একা দাঁড়িয়ে আছে রেইলে, বেননকে দেখে কান খাড়া করল। আজ সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে জন্তুটার।

সেলুন পার করে ওটাকে নিয়ে চলল বেনন স্টেবলের খোঁজে। সেলুনের পেছনেই বার্নটা। ভেতর থেকে লণ্ঠনের আলো আসছে, দেখা যাচ্ছে দরজার একটা ফুটো দিয়ে। ঘোড়াটা নিয়ে সেদিকে পা বাড়িয়ে মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বেনন। কারা যেন নিচু স্বরে কথা বলছে। ফ্রস্টির গলা চিনতে ভুল হলো না ওর।

কোন কারণ নেই, তবুও থমকে গেল বেনন। ডানটাকে গ্রাউন্ড হিচ করে উবু হয়ে স্পার খুলে ফেলল বুট জুতো থেকে। এবার নিঃশব্দে বার্নের কাছে চলে গেল। দরজার কাছে পৌঁছতেই শব্দমালা পরিষ্কার হলো। ফুটোয় চোখ রাখতে লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেল তিনজন আউট-ল একটা খড়ের গাদায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। আলাপের ফাঁকে তাদের হাত বদল হচ্ছে একটা হুইস্কির বোতল। ফ্রস্টির বক্তব্য শুনছে বয়স্ক দুই সঙ্গী। তিক্ত শোনাচ্ছে ফ্রস্টির গলা।

'আমি আমার স্যাডল বাজি ধরতে পারি,' বলে চলেছে সে, 'ওই রন জনসন একটা দু'মুখো সাপ। রিয়ো শপথ করে বলেছে সে-ই অ্যাডোবির ঘরটা থেকে ওই বাউন্টি হান্টারকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। রিয়ো বদমাশটাকে শেষ করতে চেয়েছিল। আমি ওদের ক্যানিয়নের উদ্দেশে পাঠাই যাতে রিয়ো তার কাজ শেষ করতে পারে।

'পারেনি রিয়ো। উল্টো ওই হারামজাদা রিয়োকে শেষ করে

দিয়েছে। তারপর ক্যানিয়নে আক্রমণ হলো। পিছলা একটা সাপের মতো পালিয়ে এসেছে রন জনসন। বাজি ধরতে পারি ল-ম্যানরাই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ভাগ্যের ওপর বেশি ভরসা করে ফেলেছে লোকটা। ওর ঘোড়াটা ইউ এস মার্শালের নিজস্ব ডান। আইসিসির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে। ক্যানিয়নে আমাদের সঙ্গে গাদ্দারি করেছে। এলডোরাডোতেও সে আমাদের বিপদে ফেলতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।'

গোঁফওয়ালা আউট-ল জানতে চাইল, 'তাহলে তার ব্যাপারে আমরা কি করছি?'

'সেটা কি আমাকে বলে দিতে হবে?' ক্রূর হাসল ফ্রস্টি। 'এক গুলিতে মামলা ডিসমিস।'

'পিট আর আমি কাজটা সেরে ফেলব,' প্রতিশ্রুতির সুরে বলল অন্য আউট-ল। 'এলডোরাডোর পথে ওর সঙ্গে যাব আমরা। তবে এলডোরাডোতে কোনদিন আর পৌঁছাতে হবে না ওকে।' একটু থেমে বলল, 'ডান ঘোড়াটা আমার পছন্দ।'

চুপ করে আউট-লদের বক্তব্য হজম করল বেনন। কিছুটা বিস্মিত না হয়ে পারল না। এখন বুঝতে পারছে ফ্রস্টির আড়ষ্ট আচরণের কারণ। রিয়ো আর ফ্রস্টি পুরানো বন্ধু ছিল। ফ্রস্টির কাছে নিজের সন্দেহের কথা বলেছে রিয়ো। এখন ওকে শেষ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে!

বেন স্টার্কের দলের সঙ্গে মিশে তাদের ধরার আশা শেষ, বুঝতে দেরি হলো না বেননের। একবার ওর ব্যাপারে খবর ছড়িয়ে গেলে স্টার্কের দলের সবকয়জন আউট-ল ওকে খুন করার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠবে। কপাল ভাল যে বার্নে আসতে গিয়ে এদের আলোচনা কানে এসেছে ওর।

হালকা পায়ে ডান ঘোড়াটার কাছে ফিরে এলো বেনন, ওটাকে

হাঁটিয়ে অনেক দূর সরে এলো। এখন আর ঘোড়াটার খুরের শব্দ পাবে না আউট-লরা, এটা নিশ্চিত হয়ে কিকিং হর্স শহর পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল। শহরটা এখন ওর জন্যে মোটেও নিরাপদ নয়। খামোকা ঝামেলায় জড়াতে সায় দিচ্ছে না ওর মন। তাতে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।

এখন সোজা যেতে হবে এলডোরাডো। আশা করা যায় ওখানে বেন স্টার্কের দেখা পাওয়া যাবে।

জনবহুল ব্যস্ত এলডোরাডোতে ওর ধূলিধূসরিত ঘোড়া প্রবেশ করল পরদিন দুপুরে। এ ক'দিনে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি শহরটার। রাস্তায় উড়ছে পুরু ধুলোর মেঘ। বিরাট বিরাট 'ওর' ওয়্যাগন হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন দিকে। মাইনার, পাঞ্চার, ভ্যাকুয়েরো আর ব্ল্যাঙ্কেট মোড়ানো ইন্ডিয়ানে গিজগিজ করছে বোর্ডওয়াক। সেলুন আর জুয়ার আড্ডাগুলো মানুষের ভিড়ে গমগম করছে। সব আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে স্ট্যাম্প মিলের একটানা দমাদম শব্দ।

হিচরেইলে শেষ পর্যন্ত একটা খালি জায়গা পেয়ে ঘোড়া বেঁধে নামল বেনন, ব্যাট উইং ঠেলে একটা সেলুনের ভেতরে ঢুকল। কনুইয়ের গুঁতো মেরে পথ করে শেষ পর্যন্ত কাউন্টারে পৌঁছে একটা বীয়ার নিল ও। কোনার দিকের একটা টেবিল খালি পেয়ে বসল, ডুবে গেল ভাবনায়। সূর্য ইতিমধ্যেই পশ্চিমে হেলে পড়তে শুরু করেছে। রাত নামলে হামলা করবে বেন স্টার্কের ডাকাত দল। ফ্রস্টি আর তার সঙ্গী এবং বেন স্টার্কের অন্যান্য স্যাঙাতদের ঠেকাতে হলে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সেটা ওর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ওকেই খুঁজছে আইন। নিজের পরিচয় প্রকাশের সময় এখনও আসেনি। বেন স্টার্কের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আইনের লোকদেরও বিশ্বাস করার উপায় নেই।

নিজের পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত ও একজন পলাতক আসামী। শুধু তাই নয়, সে মার্শালের ঘোড়াও চুরি করেছে। এটা ফাঁসির যোগ্য অপরাধ। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ওর নামে রিওয়ার্ড পোস্টার বেরিয়ে গেছে। শেরিফের অফিসে গেলেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা। পরিচয় প্রকাশ না করলে কে বিশ্বাস করবে যে ও স্টার্কের দলের লোক নয়?

যতোই ভাবছে ততোই সমস্যার সমাধানের পথ সুদূরবর্তী মনে হচ্ছে বেননের। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে বোর্ডওয়াকে এসে দাঁড়াল ও। একটু পর ভিড়ের মাঝ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল, মাথায় চিন্তার পর চিন্তা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠ কানে আসতে থামল বেনন। একটা গলি থেকে এসেছে গলার আওয়াজ।

একদল লোক একটা হলুদ ওয়্যাগন ঘিরে ধরেছে। ওয়্যাগনটার টেইলগেট খোলা। প্রফেসর রুবেন হাসছে, হাতে ব্যথা নিরোধকের বোতল। একটার পর একটা বোতল দ্রুত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তার পায়ের কাছে রাখা একটা ধাতব বাক্সে ঝনঝন শব্দে জমা হচ্ছে রুপোর ডলার।

মদের বাড়া জিনিস ওই ব্যথা নিরোধক। হু-হু করে বিক্রি হচ্ছে। হাসিমুখে একের পর এক কেস খুলে বোতল বের করছে আর বিক্রি করছে রুবেন স্টাসি। বেননের চোখের সামনে দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল সব কয়টা বাক্স।

বেচাবিক্রি শেষ হতেই ওয়্যাগনের কাছ থেকে সরে গেল মানুষের ভিড়। রুবেন একটা সিগার ধরিয়ে টাকার বাক্স সরিয়ে নিল ওয়্যাগনের আরও ভেতরে। এগিয়ে গেল বেনন। ওকে দেখে সহাস্যে বলে উঠল প্রফেসর, 'আরে, রন জনসন যে! হঠাৎ এখানে! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আইসিসি র‍্যাঞ্চে কাজ নিয়েছ।'

'নিয়েছিলাম,' বলল বেনন। 'তুমি হয়তো জানো না, আইসিসিতে হামলা করেছিল বেন স্টার্ক।'

'জানলেও আমি কি আর মুখ খুলি!' হাসল প্রফেসর।

'আমিও আস্তে আস্তে কথা চেপে রাখতে শিখছি,' বেননও হাসল। 'তবে বেশ দেরিতে শিখলাম বলতে পারো। বেন স্টার্কের দল আমাকে খুন করার জন্যে খুঁজছে।'

'একবার তোমাকে আমি আইনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম,' বলল প্রফেসর। 'এবার কি চাও, আমি তোমাকে বেন স্টার্কের দলবলের হাত থেকে রক্ষা করি?'

মাথা নাড়ল বেনন। 'না। শুধু যদি আমার হয়ে শেরিফের কাছে একটা খবর নিয়ে যাও তাহলেই যথেষ্ট উপকার করা হবে।'

'শেরিফ?'

'হ্যাঁ, শেরিফ।' ফ্ল্যানারি কিভাবে ওকে ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল সেটা জানাল বেনন। বলল বিনিময়ে আইসিসি র‍্যাঞ্চে ফ্ল্যানারিকে উদ্ধার করে ও। রিয়োর সন্দেহের কথা বলল। জানাল রিয়োর সঙ্গে গান ফাইটের কথা। কিভাবে খুনে ক্যানিয়ন থেকে উদ্ধার পেয়েছে সেটাও বলল। তারপর বলল কিভাবে আবার ও আউট-লদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফ্রস্টি যে এলডোরাডোতে স্টার্কের দলের হামলার কথা ঘোষণা করেছে সেটা জানাল। তারপর জানাল কিভাবে ফ্রস্টি ওকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল। এখন ও চায় আউট-লদের ঠেকাতে।

সব শুনে জিভ দিয়ে টাকরায় আওয়াজ করল প্রফেসর। মন্তব্যের সুরে বলল, 'রন জনসন, তুমি দেখছি গোলমালে জড়াতে এক নম্বরের ওস্তাদ লোক!'

সরাসরি কাজের কথায় এলো বেনন। 'আমার হয়ে আউট-লদের হামলার কথা শেরিফকে জানাবে তুমি?'

'নিশ্চয়ই!' চোখে কৌতূহল নিয়ে বেননকে দেখল রুবেন স্টাসি। 'ওয়ান্টেড একজন লোক তুমি। তার ওপর বেন স্টার্কের দলের একজন। তারপর তোমার এধরনের আচরণ নিঃসন্দেহে আশ্চর্যজনক।'

'ফ্রস্টি আর ওর বন্ধুরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,' তিক্ত শোনাল বেননের কণ্ঠ। ভাব দেখে মনে হলো বাধ্য হয়ে সে ওদের বিরুদ্ধাচারণ করছে।

'চালনি বলে, সুঁই, তোর পেছনে কেন ফুটো!' হাসল প্রফেসর। 'সে যাই হোক, নষ্ট করার মতো সময় নেই আমাদের হাতে।' তাড়াহুড়ো করে ওয়্যাগনের পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল সে। ওয়্যাগন থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরল গলির মুখ লক্ষ্য করে।

প্রধান সড়কে লোকটাকে ভিড়ে মিশে যেতে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল বেনন। ওর মনে হলো ঘাড় থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেছে। এবার আইন তার নিজস্ব পথে চলবে। যা করার আইনের লোকরাই করবে। ওর কাজ বেন স্টার্ককে ধরা। সেদিকেই এবার নিশ্চিন্তে মনোযোগ দিতে পারবে ও।

ফিরে এসে ডান ঘোড়াটার দড়ি খুলতে শুরু করল বেনন। ঠিক তখনই একটা সিক্সগানের নল ওর পিঠে ঠেকল। ছোট্ট করে নির্দেশ দেয়া হলো। 'নোড়ো না।'

মাথার ওপর হাত উঠিয়ে আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল বেনন। হোঁৎকা একটা লোক। বুকে তার শেরিফের ব্যাজ। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক ডেপুটি।

'রন জনসন,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল শেরিফ। 'খেল খতম তোমার। ঘোড়া চুরির শাস্তি দিই আমরা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে।'

'আমি এসেছি তোমাদের সতর্ক করতে,' বোঝানোর চেষ্টা করল বেনন। 'স্টার্কের লোকরা ডাকাতি করতে আসছে।'

'গলা বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে না বললেও চলবে,' বলে উঠল ডেপুটি। বেননের পায়ের কাছে ঘৃণা ভরে থুতু ফেলল সে। 'আমাদের কাছে তুমি একটা র‍্যাট্‌ল্ স্নেকের চেয়ে কোন অংশে ভাল নও। তোমার চাপাবাজি শোনার কোন ইচ্ছে নেই আমাদের।'

বেননের অস্ত্রটা হোলস্টার থেকে বের করে নিল শেরিফ। ডেপুটি এগিয়ে এসে ওর ঘাড় ধরে ঠেলা দিল। সোজা জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হলো ওকে।

সেলের ভেতরটা বেশ আঁধার। চুপ করে বসে আছে বেনন। ভাবছে শেষ পর্যন্ত পরিচয় পত্র দেখিয়ে এই বিপদ থেকে বের হতে হবে ওকে, যেটা ওর একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না।

রাত যতো বাড়ছে সেই সঙ্গে বাড়ছে এলডোরাডোর হৈ-চৈয়ের পরিমাণ। বোর্ডওয়ার্কে খটাখট আওয়াজ তুলছে চলমান বুটজুতো। মাতালদের কর্কশ গলার চিৎকার ভেসে আসছে। পেশাদার মেয়েমানুষ খিলখিল করে হেসে উঠছে খদ্দেরদের রসিকতায়। মাঝে মাঝেই হুঙ্কার ছাড়ছে অস্ত্র। দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে স্ট্যাম্প মিলের একটানা আওয়াজ।

ভোঁতা একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে জানালার শিক ধরে দাঁড়াল বেনন। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পাশের বাড়িটার দেয়ালের কাছে হঠাৎ চমকে উঠল তীব্র আলো। মনে হলো বজ্রবিদ্যুতের ঝলকানি। অত্যন্ত জোরাল শোনাল দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আওয়াজটা। পরমুহূর্তে তৃতীয় বিস্ফোরণ হলো। শহরের শব্দমালার ধরন ধারণ বদলে যাচ্ছে। কেমন যেন আতঙ্কিত একটা ভাব এখন লোকজনের চিৎকারে।

উত্তেজিত পুরুষ এবং ভীত মহিলাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার চাপা পড়ে গেল ফায়ার বেলের একটানা সুতীব্র আওয়াজে। ঘেউ ঘেউ আওয়াজে মনে হলো সবখানে কুকুর ডাকছে। আরেকবার ঝলসে

উঠল আলো। এবার আরও উজ্জ্বল! পরবর্তী আওয়াজটা এতোই জোরাল যে কানে তালা ধরে গেল বেননের। জানালার শিকগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল। প্রফেসর রুবেন স্টাসির সতর্কবাণী শোনেনি শেরিফ, আবার আইনকে ফাঁকি দিয়ে নিজের কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে বেন স্টার্ক, তিক্ত মনে ভাবল বেনন। আফসোস হলো কেন ও নিজের পরিচয় দিয়ে বাইরে থাকেনি ভেবে। বাইরে থাকলে হয়তো বেন স্টার্ককে ধরার একটা সুযোগ মিলত। কিন্তু বেন স্টার্ক নিজে কি এই ডাকাতির নেতৃত্ব দিচ্ছে? একটু ভাবল বেনন। ওর অন্তর বলল তা সম্ভব নয়। লোকটা কোন ঝুঁকি নেবে না।

চারপাশে হৈ-হট্টগোল উঠল। বিকট একটা বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পেছনের দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেল বেনন, মাথা ঠুকে গেল দেয়ালের সঙ্গে। কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। আবছা আচ্ছন্নতায় দেখল জেলখানার দেয়াল ধসে পড়েছে। অ্যাডোবির বড় বড় টুকরো খসে পড়ল ছাদ থেকে। জেলের একদিকের দেয়াল সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। ধসে পড়ল আরও দু'দিকের দেয়াল।

মাথা ঝাঁকিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করে জেল নামের ধ্বংস স্তূপ থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। ও বেরোনোর পরমুহূর্তেই ধসে পড়ল জেলের ছাদ। ঘন ধুলোয় দম আটকে আসতে চাইল। কাশতে কাশতে চট করে একটা গলির ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। গলির মুখের কাছ থেকে প্রধান সড়কের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। গোটা শহর যেন একটা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। মনে হলো প্রচণ্ড একটা সাইক্লোন তার তাণ্ডবলীলায় সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে গেছে। বাড়ির পর বাড়ি ধসে পড়েছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়। এখানে ওখানে ঝুলে আছে দোকানগুলোর ফল্‌স্ ফ্রন্ট। বোর্ডওয়াকে জমেছে অ্যাডোবির গুঁড়ো আর পুরু ধুলোবালি, বাতাসে ভাসছে ঘন ধুলোর পর্দা। একটা বাড়ি

বেকায়দা ভঙ্গিতে কাত হয়ে আছে। জ্বলছে অন্য কয়েকটা বাড়ি।

রাস্তা দিয়ে দৌড়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে লোকজন। বেভুলা মনে হচ্ছে তাদের দেখে। কি করতে হবে যেন জানে না কেউ। সেলুন আর জুয়ার আড্ডাগুলো থেকে এখন আর কোন আওয়াজ ভেসে আসছে না। রাস্তায় জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে তারা। বুঝতে বেননের দেরি হলো না যে বেন স্টার্কের দল গোটা শহরে বোমা ফাটিয়ে শহরটা তছনছ করে দিয়ে যা নেয়ার নিয়ে চলে গেছে বিনা বাধায়।

কি করবে ভাবতে গিয়ে প্রথমেই বেননের মনে হলো একটা অস্ত্র দরকার ওর আগে।

শেরিফের অফিসটার দিকে তাকাল। কোমর সমান উঁচু একটা স্তূপ হয়ে গেছে অফিস। অ্যাডোবি আর কাঠের খুঁটির ভেতর থেকে একটা রোল টপ ডেস্কের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। অর্ধেক চাপা পড়ে আছে এক লোক। তার বুক পকেটের ওপর ডেপুটির ব্যাজ দেখা গেল। চট করে চারপাশে তাকাল বেনন। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না।

শেরিফের অফিসের সামনে চলে গেল ও, উবু হয়ে মৃত ডেপুটির গানবেল্ট খুলে পরে নিল দ্রুত হাতে। নিজেকে আবার স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে হলো। এবার রাস্তা ধরে পা বাড়াল ও। জায়গায় জায়গায় জড় হয়েছে শহরের বাসিন্দারা, নিচু স্বরে আলাপ করছে। তাদের পাশ কাটিয়ে একটা লিভারি বার্নের সামনে চলে এলো। দরজাটা খোলাই আছে, ভেতরের আবছা আঁধারে ঢুকল বেনন। কাউকে দেখা গেল না আশেপাশে। স্টলগুলোর ভেতরে অস্বস্তি ভরে পা ঠুকছে ঘোড়াগুলো। একটার পর একটা স্টল পার হলো ও, খুঁজছে ওভারহোলসারের ডান ঘোড়াটা। পেছনের একটা

স্টলে ওটাকে পেল। দেয়ালে গাঁথা একটা পেরেক থেকে ঝুলছে স্যাডল। ওটা বেঁধে নিল ঘোড়ার পিঠে। স্যাডলে ওঠার পর মাথা ঘুরে উঠল ওর। স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর মাথা ঘোরাটা কমে যাওয়ার পর চোখ খুলল, স্টলের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। বার্ন থেকে বেরিয়ে মন্থর গতিতে রাস্তা দিয়ে এগোল। কিছুক্ষণ পর পেছনে পড়ে গেল বিধ্বস্ত শহরটা।

রিজের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া ট্রেইল ধরে সামনে বাড়ছে ও। পুবের আকাশে সরু একটা রুপোলি রেখা দেখা দিয়েছে তখন। রাতের আকাশের তারাগুলো ম্লান হয়ে গেছে। পথের পাশে মেসকিট ঝোপের পেছন থেকে বেকন ভাজার গন্ধ পেল ও নাকে। পেটের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল খিদে। সামনে হালকা ধোঁয়াও চোখে পড়ল। কাছে যাওয়ার পর আড়াআড়ি ভাবে রাস্তা পেরিয়ে ঝোপটার দিকে এগোল ও।

ঝোপের পাশে আগুনের সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে এক লোক। চিনতে দেরি হলো না। মাইক ফ্ল্যানারি।

'আরেহ্, তুমি!' ওকে দেখে হাসল ফ্ল্যানারি। 'এই অবস্থা কেন? দেখে মনে হচ্ছে যেকোন সময় কাত হয়ে পড়ে যাবে স্যাডল থেকে। রাতে ঘুমাওনি?'

'রাত কেটেছে একটা সেলে,' জানাল বেনন। 'তারপর সেলটার দেয়ালগুলো ধসে পড়ায় বেরিয়ে এসেছি। রাতে খাওয়া জোটেনি, এমন খিদে লেগেছে যে আস্ত একটা গরু খেয়ে ফেলতে পারব।'

'নেমে পড়ো তাহলে,' আমন্ত্রণ জানাল ফ্ল্যানারি। চোখে বিস্ময়, তাকিয়ে আছে সে মার্শালের ডান ঘোড়াটার দিকে। বলল, 'দায়িত্ব পালন করতে হলে তোমাকে বন্দি করতে হয়। বাজি ধরে বলতে পারি এলাকার সব কয়জন ল-ম্যান তোমাকে খুঁজছে। তোমার

এখন লেজে আগুন লাগা শয়তানের মতো ভেগে যাওয়া উচিত।'

'কি ঘটেছে জানো কিছু?' অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল বেনন। 'এলডোরাডোতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। অবস্থা দেখে মনে হলো শহরটার নাম পালটে হেলডোরাডো রাখা দরকার। সারা শহরে বোমা ফাটিয়েছে বেন স্টার্কের দল। দুটো ব্যাংকের ভল্ট খালি করে নিয়ে গেছে।'

'স্টার্ককে ধরতে পেরেছে ওরা?'

হাসিমুখে মাথা নাড়ল ফ্ল্যানারি। 'স্টার্ককে ধরবে? স্টার্ক একটা ভূত। একটা অশরীরী। ওকে ধরা যায় না। কেউ দেখেনি তাকে, কাজেই চেনার প্রশ্নই ওঠে না।'

সন্দেহের দোলায় দুলছে বেননের মন। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে একা একা কি করছ তুমি?'

'আমার যা কাজ। দলটা পশ্চিমে গেছে। আমি তাদের অনুসরণ করছি।'

কিছু বলল না বেনন। নিরবে খাওয়া সারল। খাওয়া শেষে একটা সিগারেট ধার নিয়ে ধরিয়ে একবুক ধোঁয়া ছাড়ল। একটু পরই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ কানে এলো ওর। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল ওয়্যাগনটাকে। হেলেদুলে এগিয়ে আসছে। হলুদ রং ওটার। প্রফেসর রুবেন স্টাসির গাড়ি। ছয়টা খচ্চর মিলে ঢাল বেয়ে টেনে আনছে ওটাকে। গতি অত্যন্ত ধীর। ওয়্যাগনটা পার হবার সময় রাস্তার পাশে ঝোপের ধারে বসে থাকা আগন্তুক দু'জনকে অলস চোখে দেখল রুবেন স্টাসি। চিনতে পেরে হাত নাড়ল।

হলুদ একটা কেন্নোর মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ওয়্যাগনটা। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এলো ওটার আকৃতি। একটু পর আর দেখা গেল না।

'মাইক,' হঠাৎ বলল বেনন, উত্তেজিত বোধ করছে। 'একটা কথা মনে হলো। শুনলে আমাকে তুমি পাগল ভাবতে পারো।'

'বলো।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে বেননের। ধীর গলায় বলল, 'আমার ধারণা এই মাত্র আমরা বেন স্টার্ককে দেখলাম।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে বেননকে দেখল ফ্ল্যানারি। আস্তে আস্তে তার ঠোঁট প্রসারিত হলো। হাসছে। বলল, 'তুমি বরং একটু বিশ্রাম নাও, রন জনসন। জেলখানা বিধ্বস্ত হবার সময় মাথায় বোধহয় জোর আঘাত লেগেছে।'

'বললাম না আমাকে তোমার পাগল মনে হবে?'

চুপ করে আছে ফ্ল্যানারি। বেনন বলল, 'কথাটা আগে শুনে দেখো।' কিকিং হর্স থেকে রওনা হওয়া এবং ফ্রস্টি ওকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল–সবই খুলে বলল ও। তারপর বলল, 'তারপর আমি এলডোরাডোতে এলাম শেরিফকে সতর্ক করে দিতে। পরে মনে পড়ল আমি একটা চুরি করা ঘোড়া ব্যবহার করছি। রুবেনকে পেয়ে তার মাধ্যমে শেরিফকে জানানোর ব্যবস্থা করলাম। সে কথা দিল আইনকে জানাবে। কিন্তু সে যা করল সেটা হচ্ছে আমাকে ধরিয়ে দেয়া। জেলখানায় বোমা মারল যাতে আমি মারা পড়ি। আমি নিঃসন্দেহ যে রুবেন স্টাসিই বেন স্টার্ক।'

'হয়তো তোমার কথা সত্যি,' দ্বিধাজড়িত স্বরে বলল ফ্ল্যানারি।

'আমি নিশ্চিত,' বলল বেনন। 'রুবেনের ওয়্যাগনটা খালি থাকার কথা। কাল সন্ধেয় সে সমস্ত মালপত্র বিক্রি করে দিয়েছে। অথচ লক্ষ করেছ যে ছয়টা খচ্চর মিলে কতো কষ্টে ওয়্যাগনটা ঢাল বেয়ে তুলে আনছিল? আমার ধারণা লুটের মাল নিয়ে সরে পড়ছে স্টার্ক সবার চোখের সামনে। খেয়াল করেছ ওয়্যাগনের বাক্সটা কি ওজন নিয়ে চেপে বসে ছিল স্প্রিংগের ওপর?'

'তোমার চোখে তো কিছুই এড়ায় না দেখছি!' কিছুটা উৎসাহিত মনে হলো ফ্ল্যানারিকে দেখে।

উঠে দাঁড়াল বেনন। 'চিকিৎসকের ছদ্মবেশের চেয়ে ভাল বেন স্টার্কের জন্যে আর কি হতে পারে! বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ডাকাতির পরিকল্পনা করে সে এটা কে ভাবতে পারবে? টোকা মেরে দেখা দরকার।' ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল ও।

'আমিও আসছি,' উঠে দাঁড়াল ফ্ল্যানারি। 'বাউন্টি মানি অর্ধেক অর্ধেক।'

'রাজি।'

'দেখাই যাক না-চেষ্টা করে।'

ঢাল বেয়ে ওঠার পর সামনে বিস্তীর্ণ উপত্যকা চোখে পড়ল ওদের। মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে জিলা নদী। সূর্যের আলোয় রুপোলি একটা সুতোর মতো লাগছে দেখতে।

'নদীতে বান ডেকেছে,' মন্তব্য করল ফ্ল্যানারি। 'পাহাড়ে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে।'

বেননের চোখ সামনে নিবদ্ধ। দূরে হলুদ একটা ফোঁটা দেখা যাচ্ছে ধূসরতায়। আঙুল তাক করে বিন্দুটা দেখাল বেনন। ফ্ল্যানারি বলল, 'তাড়াহুড়ো করে ঘোড়াগুলোকে পরিশ্রান্ত করার কোন দরকার নেই। সামনে সারাদিন পড়ে আছে। আর আমাদের বন্ধুর সামনে এগোনোর পথও বন্ধ। জিলার পানি না কমলে ওয়্যাগন নিয়ে পার হতে পারবে না সে।'

এক ঘণ্টা পর উপত্যকার মেঝেতে নেমে এলো ওরা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন হলুদ ওয়্যাগনটাকে। আর মাত্র দু'মাইল সামনে আছে ওটা।

পাশাপাশি চলেছে বেনন আর ফ্ল্যানারি দুলকি চালে। 'প্রফেসর হয়তো ত্যাড়া কথায় আমাদের চামড়া ছিলে নেবে.' উদাস গলায়

মন্তব্য করল ফ্ল্যানারি। 'এমনও হতে পারে আবার রসদ কিনে ওয়্যাগন ঠেসেছে সে। হয়তো সেজন্যেই খচ্চরগুলোকে ওটা কষ্ট করে টানতে হচ্ছে।'

না দমে বলল বেনন, 'কিন্তু চিন্তা করে দেখো, আমি আইনকে সতর্ক করে দিতে বলার পরও কিছুই করেনি শেরিফ। সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় শহরটায় আক্রমণ চালিয়েছে ডাকাত দল।'

ওরা ওয়্যাগনটার এক মাইলের মধ্যে চলে এসেছে।

হঠাৎ করেই গতি বাড়ল ওয়্যাগনের। প্রথমে দুলকি চালে ছুটতে শুরু করল খচ্চরগুলো। তারপর গতি আরও বেড়ে গেল। ছুটছে এখন জন্তুগুলো। বিপজ্জনক ভাবে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে ওয়্যাগনটা নদীর দিকে।

স্পারের স্পর্শে ঘোড়ার গতি বাড়াল বেনন আর ফ্ল্যানারি। বেননের মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। দোষী না হলে পালানোর চেষ্টা করবে কেন রুবেন স্টাসি?

সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটছে ওয়্যাগন। পূর্ণ গতিতে ঘোড়া নিয়ে ধাওয়া করছে বেনন আর মাইক ফ্ল্যানারি। রুবেন স্টাসিকে দেখতে পেল বেনন, উন্মত্তের মতো রাশ ঝাঁকি দিয়ে গতি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে সে।

সামনে নদীটা দেখা যাচ্ছে। বিপুল জলরাশি বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে। নিশ্চিত একটা বাধা। এতো ভরা নদী পার হবার কোন উপায় নেই ওয়্যাগন নিয়ে। স্রোতে ভেসে যাবে সব। এমনকি ঘোড়ায় করে পার হওয়াও এখন বিপজ্জনক। ভাল ফাঁদে আটকে গেছে প্রফেসর।

শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে নদীর সমান্তরালে ওয়্যাগন ছোটাল প্রফেসর। উজানের দিকে চলেছে। মনে আশা কোথাও হয়তো পার হবার মতো উপযুক্ত তীর পাওয়া যাবে। চাবুক কষছে সে

খচ্চরগুলোর পিঠে, তারপরও পরিশ্রান্ত জন্তুগুলোর গতি কমে যাচ্ছে।

বেনন আর ফ্ল্যানারি দু'জনই বুঝতে পারছে ধাওয়ার পরিসমাপ্তি শীঘ্রি ঘটতে চলেছে। ওদের অবাক করে দিয়ে ওয়্যাগনটা মোড় নিল। সোজা চলেছে উন্মত্ত নদীর দিকে! ওখানে অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যু!

নিরবে ওয়্যাগনটাকে ঘুরতে দেখল ওরা। নদীর খাড়া পাড়ের দিকে ছুটে চলেছে ওটা।

'এ স্রেফ আত্মহত্যা!' বলল ফ্ল্যানারি। 'পাগল হয়ে গেছে লোকটা। বদ্ধ উন্মাদ!'

রুবেনকে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়তে দেখল ওরা। পরমুহূর্তে শূন্যে লাফ দিল ওয়্যাগন। নিচে পড়ল একরাশ জল ছিটিয়ে।

'নিজের চোখে না দেখলে কে বিশ্বাস করবে!' বিড়বিড় করল ফ্ল্যানারি।

শ্রাগ করল বেনন। 'একটা কথা এখন নিশ্চিত যে রুবেন স্টাসিই ছিল বেন স্টার্ক।'

ওয়্যাগনটা যেখানে নদীতে পড়েছে সেখানে গিয়ে ঘোড়া থামাল ওরা। খাড়া পাড়ের নিচে ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়। বিশ ফুট বা তারও কিছু বেশি নিচে হবে, পড়ে আছে ওয়্যাগনটা। অর্ধেক জমিতে, অর্ধেক নদীতে। ফেনা তুলে ওটাকে পাশ কাটাচ্ছে ছুটন্ত স্রোত। এখনও লাগামে বাঁধা আছে খচ্চরগুলো। নদীতে ডুবে মারা গেছে। তীব্র স্রোত রুবেনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, আন্দাজ করল বেনন।

'একেবারে উন্মাদ ছিল লোকটা,' বিষণ্ণ স্বরে বলল ফ্ল্যানারি। 'নিজে তো মরেইছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে নিরীহ ছয়টা খচ্চরের প্রাণ।'

'লুটের মাল সরাতে পারেনি,' কাজের কথায় এলো বেনন।

• 'সব কিছু ওই ওয়্যাগনেই আছে। নদীর পানি কমতে বড়জোর আর দু'দিন লাগবে, তারপর উদ্ধার করা যাবে সহজেই।'

ঘোড়া থেকে নেমে বিধ্বস্ত ওয়্যাগনটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'মাল টানার ঘোড়া লাগবে ওয়্যাগনটাকে সরাতে,' মন্তব্য করল বেনন। 'কাছের কোন র‍্যাঞ্চে গিয়ে ঘোড়া সংগ্রহ করব আমি, তুমি পাহারায় থেকো। স্টার্কের দলবল হাজির হতে পারে।'

'আসবে না, এলেও কোন অসুবিধে নেই,' বলল ফ্ল্যানারি। 'লুটের মালের কাছে পাহারায় থাকতে ভালই লাগবে আমার। পুরস্কারের টাকা কিভাবে খরচ করব সেই স্বপ্ন দেখে সময় কাটিয়ে দেব।'

কিছুক্ষণ ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়ে উপত্যকা ধরে ফিরে চলল বেনন, সতর্ক হয়ে আছে—নতুন কাউকে দেখলেই গা ঢাকা দেবে। মনের ভেতরটা কেমন যেন খচখচ করছে ওর। রুবেন স্টাসি ওরফে বেন স্টার্ক তার শেষ কাজটা উন্মাদের মতো করেছে। ওর মন ঠিক সায় দিচ্ছে না। লোকটা এতো বোকা বা বেপরোয়া নয় যে অমন একটা কাজ করবে। নিশ্চিত মৃত্যুকে নির্দ্বিধায় বরণ করে নেবে তেমন মানুষ বলে মনে হয়নি বেন স্টার্ককে ওর।

ধরা পড়ার ভয়ে লোকটা আত্মহত্যা করবে সেটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত হতো যদি সে লড়াই করে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করত। মন যা-ই বলুক নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করার উপায় নেই। সত্যি লোকটা নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে ওয়্যাগনটা নদীতে নামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে।

সবচেয়ে কাছের র‍্যাঞ্চটা আইসিসিই হবে, আন্দাজ করল বেনন। ওদিকে যাওয়া যাবে না। ওভারহোলসার এখনও বোধহয় তার দলবল নিয়ে আইসিসিতেই অবস্থান করছে। শেষ সময়ে

কৃতিত্ব তার হাতে তুলে দেবার কোন অর্থ নেই। উল্টোদিকে এগিয়ে চলল ও।

পরদিন সকালে থ্রী পিক্স্ নামের টিলা সারির কাছে একটা র‍্যাঞ্চ চোখে পড়ল ওর। সামান্য টাকাতেই খচ্চর ধার দিতে রাজি হয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। সঙ্গে সে-ও এলো। স্টার্ক আর নেই জেনে খুশি।

সন্ধের সময় বিধ্বস্ত ওয়্যাগনটার কাছে পৌঁছল ওরা। ফ্ল্যানারিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

অস্বস্তির বোধ পেয়ে বসল বেননকে। কোন ঘোড়া নেই। ফ্ল্যানারির দেখা নেই। ক্যাম্পের আগুনেরও কোন চিহ্ন নেই। মরুভূমির অন্যান্য নদীর মতোই জিলার পানিও নেমে গেছে দ্রুত। ডাঙায় নদীর পাড়ে পড়ে আছে পরিত্যক্ত ওয়্যাগনটা।

ফ্ল্যানারি কোথায়?

র‍্যাঞ্চারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল বেনন। ভাবছে, ফ্ল্যানারি কি তাহলে লুটের মাল নিয়ে একাই সরে পড়ল? তেমন লোক বলে মনে হয়নি তাকে।

থেমে দাঁড়িয়ে খচ্চরগুলোকে সামলাচ্ছে র‍্যাঞ্চার।

একটা ক্যাম্প ফায়ারের আগুন চোখে পড়ল বেননের। নিচু স্বরে গাল বকল ও। আগুনের ধারেই পড়ে আছে আড়ষ্ট শরীরটা। নিভে যাওয়া আগুনের ওপর বসে আছে একটা কফি পট। ফ্ল্যানারির লাশের ডান হাতে এখনও একটা কফি মগ ধরা। হোলস্টার থেকে অস্ত্রটাও বের করতে পারেনি সে, তার আগেই অতর্কিত আক্রমণে মারা গেছে।

ঘোড়া থেকে নামল বেনন। লাশের কাছে গিয়ে দেখল হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেছে ফ্ল্যানারির। বেশি কষ্ট পেয়ে মরতে হয়নি তাকে। গম্ভীর হয়ে উঠল বেননের চেহারা।

বুঝতে পারছে বেনন, একজন মাত্র লোক থাকতে পারে যে ফ্ল্যানারিকে খুন করলে লাভবান হবে। প্রফেসর রুবেন স্টাসি, ওরফে বেন স্টার্ক। কিন্তু তার তো মারা যাওয়ার কথা।

মনে সন্দেহ আসায় খাড়া পাড় বেয়ে নিচে নামল বেনন। ঝোপ ধরে ধরে নামতে হলো। নদীর পাড়ে পৌঁছে বিধ্বস্ত ওয়্যাগনটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল ও। ভেতরে কিছু নেই খালি কয়েকটা বাক্স ছাড়া। একটা ট্র্যাপ ডোর চোখে পড়ল। ওটা খুলে ভেতরে তাকাল ও। লোহার লাইনিং করা ছোট্ট একটা গোপন কুঠুরি ওটা। এক ফুট গভীর এবং দু'ফুট চওড়া ও দীর্ঘ। কি ঘটেছে এখন পরিষ্কার বুঝতে পারল বেনন। ওয়্যাগনটায় একটা গোপন তলি আছে। ভেতরে লুকিয়ে রাখা সম্ভব মালপত্র। এখানেই ছিল লুটের মাল। বেন স্টার্ক ছাড়া আর কারও জানার কথা নয় কুঠুরির অবস্থান।

মনের চোখে ওয়্যাগনটা কিভাবে শূন্যে লাফ দিল সেটা দেখল বেনন। ফ্ল্যানারি বা ও নিজে স্টার্ককে নদীতে পড়তে দেখেনি। আন্দাজ করে নিয়েছিল ডাকাতটা ভেসে গিয়েছে। ওদের ধারণা ভুল ছিল। ওয়্যাগন যেখান থেকে লাফ দিয়েছে সেখানে উঠে এলো বেনন। যা খুঁজছিল তা পেতে দেরি হলো না। ওয়্যাগনের চাকার দাগের পাশেই বালিতে ফুটে আছে দুটো বুটজুতোর চিহ্ন। শেষ মুহূর্তে ওয়্যাগনের উল্টোপাশ দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে গেছে স্টার্ক,

ঘন ঝোপের ভেতর গিয়ে সেঁধিয়েছে। পরে সময় সুযোগ মতো ফ্ল্যানারিকে খতম করে লুটের মাল নিয়ে গেছে সে।

ওয়্যাগনটা আর উদ্ধার করার দরকার নেই। পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চারকে বিদায় করে দিল বেনন। পাথর জোগাড় করে ফ্ল্যানারিকে কবর দিল ওগুলোর নিচে। এটুকু লোকটার প্রাপ্য।

কাজ শেষ করে ভাবতে শুরু করল এবার কি করবে। প্রফেসর রুবেনের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। সে এখন চেষ্টা করবে যতো দ্রুত সম্ভব মেক্সিকোর ভেতরে ঢুকে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে অদৃশ্য হয়ে যেতে। দক্ষিণে একশো মাইল দূরে সীমান্ত। রওনা হওয়ার আগে বেন স্টার্ককে ঘোড়া জোগাড় করতে হয়েছে। লুটের মাল তুলতে হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার বেশি এগিয়ে থাকার কথা নয় তার। বড়জোর ছয়-সাত ঘণ্টা এগিয়ে আছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ডান ঘোড়াটায় চেপে দক্ষিণে এগিয়ে চলল বেনন।

দ্বিতীয় দিন দুপুরে টিলার সারি পেছনে ফেলে মরুময় প্রান্তরে প্রবেশ করল ও। চারপাশে চোলা আর মেসকিটের ঝোপ। মাঝে মাঝে প্রিকলি পেয়ার, ওক আর জুনিপার জন্মেছে। সূর্যের খরতাপে দগ্ধ এলাকায় প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। একবিন্দু ধুলো উড়ছে না কোথাও যে বেনন ভাববে সামনে কোন অশ্বারোহী আছে।

এক নাগাড়ে এগিয়ে চলেছে ডান ঘোড়াটা, ধুলোয় সাদা হয়ে গেছে। পশ্চিমে দেখা দিল বেশ কয়েকটা পাহাড়ের চুড়ো। দক্ষিণে কালচে দেখাচ্ছে আকাশে মাথা তোলা আলামো হারকোস। দিগন্তের কাছে বাতাসের ঘূর্ণিতে ধুলো উড়ছে, এছাড়া চারপাশে আর কোন নড়াচড়া নেই।

দিন শেষ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে লালচে হয়ে গেল সূর্যের আলো। প্রথমবারের মতো হতাশ বোধ করল বেনন। বোধহয়

অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে ওর। আমেরিকার জমিতে আর বেন স্টার্ককে পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে, ঠিক করল ও, মেক্সিকোর ভেতরে গিয়ে হলেও লোকটাকে পাকড়াও করবে যেভাবে হোক।

ডানের গতি বাড়ল আপনাআপনি। সন্ধের আলোয় সামনে একটা লাভার স্তর দেখতে পেল বেনন। পাহাড়ের গা থেকে একটা ছুরির মতো বেরিয়ে এসেছে লাভার স্রোত। বেশ উঁচু।

বাউই ওয়েল্স্ হবে, আন্দাজ করল বেনন। ওয়াটারহোল আছে জায়গাটায়। সীমান্ত এখান থেকে আর মাত্র বিশ মাইল দূরে।

লাল-বেগুনি আলো ছড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তে ডুব মারল সূর্য। ডুবে যাওয়ার আগে আকাশের মেঘের গায়ে নানা রং এঁকে দিয়ে গেল। হলুদ, সোনালী, বেগুনি, লাল, সবুজ বর্ণের ছোঁয়া বুকে নিয়ে আস্তে আস্তে রাতের কালোকে বরণ করতে শুরু করল আকাশ। সোজা লাভার স্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে ডান। একটু পরই এঁকেবেঁকে এগোতে হলো। চারপাশে পড়ে আছে বড় বড় বোল্ডার।

হঠাৎ রাশ টেনে ঘোড়া থামাল বেনন, পূর্ণ সতর্ক হয়ে উঠেছে। ওর নাকে ভেসে এসেছে কাঠ পোড়ার ধোঁয়ার গন্ধ।

আড়ষ্ট ভাবে ঘোড়া থেকে নামল। একটা পাথরের তলায় ঘোড়ার দড়িটা রেখে সাবধানে সামনে বাড়ল। লাভার উঁচু স্তরের পায়ের কাছে বালিময় একটা সমতল ভূমি। ওখানে থামল, শুয়ে পড়ল বালির ওপর, ক্রল করে এগোল তারপর। বোল্ডারের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। সামনে দেখতে পেল চ্যাপারাল গাছের সারি। তার মানে কাছেই পানির উৎস আছে। গাছগুলোর নিচে একটা ক্যাম্প ফায়ার থেকে অলস ভাবে এঁকেবেঁকে ওপরে উঠছে ধোঁয়া, মিশে যাচ্ছে আকাশের শত বর্ণের সঙ্গে।

ছয়টা ঘোড়া একটু পরপর বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখ ডুবিয়ে ঘাস খাচ্ছে ওগুলো। আগুনের ধারে পড়ে আছে বেশ কয়েকটা

গানি স্যাক, পেট মোটা স্যাডল প্যাক আর কাইয়াক। বেন স্টার্কের লুটের মাল, আন্দাজ করল বেনন। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল ওর।

বেন স্টার্ক কোথায়?

তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

সাবধানে জরিপ করল বেনন গোটা এলাকা। সমতলে ধারেকাছে কেউ নেই সেটা নিশ্চিত হয়ে গেল। এবার মুখ তুলে তাকাল ও লাভার স্রোতের দিকে। এক জায়গায় পিরামিডের মতো স্তূপ হয়ে আছে লাভা। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় জায়গাটা উদ্ভাসিত। ওখানে নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। রুবেন স্টাসির মার্জিত গলার মৃদু আওয়াজ কানে এলো। একা একা বকবক করার অভ্যেস আছে নাকি লোকটার?

বেননের ইচ্ছে হলো লুটের মাল নিয়ে মরুভূমির দিকে রওনা হয়ে যেতে। জোর করে ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখল ও। এখন চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত। ঝুঁকি নেয়ার সময় নয় এটা। নিশ্চয়ই লুটের মাল নিয়ে সরে পড়ার চেয়ে ভাল কোন পথ বের হবে।

পিছিয়ে এলো ও। নারী কণ্ঠের খিলখিল হাসি শুনতে পেল।

*

মরুর ভোরের স্বাভাবিক শীতলতায় আবার ক্যাম্পের কাছে গেল বেনন। একটা বোল্ডারের আড়াল থেকে মুখ বের করতেই দেখতে পেল রুবেন স্টাসি ওরফে বেন স্টার্ককে। লোকটা আয়েস করে ধীরেসুস্থে আগুন জ্বালছে। আগুনটা ভাল করে জ্বলে ওঠার পর একটা কফি পট চাপাল সে ওটার ওপর। বিরাট একটা হাই তুলে কফি গরম হবার অপেক্ষায় থাকল।

সাবধানে সামনে বাড়ল বেনন। বালির প্রান্তরটা পেরিয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ত্র হাতে এগোল। ওর দিকে পিঠ দিয়ে আছে আউট-ল। চওড়া পিঠে একটা গুলি করে দিলেই খেল খতম

হয়ে যায়। কিন্তু তেমন ইচ্ছে নেই বেননের। ওর মনে পড়ে গেছে ক্রিস্টোফার সার্ডিনের কথা। কখনও কখনও মানুষকে না মেরে তার চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া যায়। তাই করতে চলেছে ও।

'হাত তুলে দাঁড়াও!' শান্ত গলায় নির্দেশ দিল বেনন স্টার্কের পিঠে সিক্সগান তাক করে। 'আমার সঙ্গে জেলখানা পর্যন্ত যেতে হবে তোমাকে।'

ঝট করে ঘুরে তাকাল স্টার্ক। ধীরে ধীরে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। দাড়িভর্তি চেহারায় স্পষ্ট বিস্ময় তার। মুহূর্তের মধ্যে যদিও নিজেকে সামলে নিতে পারল। মাথার ওপর দু'হাত তুলল।

'রন জনসন! স্বয়ং শয়তানের চেয়েও আঠালো লোক তুমি। এখনও আমার পেছনে লেগে আছো!'

'আমার উচিত তোমাকে গুলি করে মারা,' মন্তব্য করল বেনন শুষ্ক কণ্ঠে। 'ফ্ল্যানারিকে তুমি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছ। আমি ওরকম পারলে তোমাকে গুলি করেই মারতাম। গানবেল্ট খুলে ফেলো। সাবধান!'

'তর্ক করার অবস্থানে নেই আমি।' হাসল স্টার্ক। হাত নামাতে শুরু করল গানবেল্ট খোলার জন্যে।

আস্তে আস্তে সামনে বাড়ছে বেনন। মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না আউট-লর ওপর থেকে। প্রচণ্ড ঝটকা খেয়ে হাত থেকে সিক্সগানটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। ব্যথায় হাত চেপে ধরল বেনন।

চমকে যেতে হলো ওকে একটা ডেরিঞ্জারের গর্জনে। ঘাড় ফেরাল।

'চমৎকার লক্ষ্যভেদ, ভেরোনা,' বলে উঠল স্টার্ক।

চ্যাপারালের পেছন থেকে উদ্যত অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এলো রিয়া।

একে আশা করেনি বেনন, ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

সামনে বেড়ে ওর অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিল বেন স্টার্ক। 'বড় বেশি অসতর্ক তুমি, রন জনসন।'

কে ভাবতে পেরেছিল রিয়া থাকতে পারে বেন স্টার্কের সঙ্গে? মনে মনে নিজেকে গাল দিয়ে ভূত বানিয়ে দিল বেনন।

'তোমার ভাইকে না ও খুন করেছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমার ভাই ছিল ওর ডান হাত,' নিষ্কম্প হাতে অস্ত্র ধরে রেখে জবাব দিল ভেরোনা। 'ডাকাতি করতে গিয়ে মারা যায় ও।'

বেননকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে নাস্তা সেরে নিল ভেরোনা আর বেন স্টার্ক। ঘোড়ায় বস্তা আর থলে তুলল স্টার্ক, রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'এই ঝামেলাটা আমরা মেটাব কিভাবে?' সে প্রস্তুত হতে জিজ্ঞেস করল ভেরোনা।

শ্রাগ করল স্টার্ক। 'জনসন কোন ঝামেলা নয়, ডার্লিং। ও বিপদের কোন কারণ হয়ে দাঁড়াবে না আর। ওকে রেখে চলে যাব আমরা। যদি ভাগ্য ভাল হয় তাহলে মরুভূমি পেরিয়ে প্রাণ নিয়ে সভ্যতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে ও।'

'ওকে আমার মেরে ফেলা উচিত ছিল,' শীতল গলায় বলল ভেরোনা। 'কাজটা এখন সারব কিনা ভাবছি।'

'না!' কড়া শোনাল বেন স্টার্কের গলা। 'রন জনসন একবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে। এক ঘণ্টা আগে আমাকে খুন করতে পারত, কিন্তু করেনি। ওকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাব আমি এমনকি ওর ঘোড়াটাও রেখে যাব।'

ঘোড়ায় উঠতে ভেরোনাকে সাহায্য করল সে। মাল টানার ঘোড়াগুলোর দড়ি বাঁধল স্যাডল হর্নের সঙ্গে, তারপর রওনা হয়ে গেল।

পেছন থেকে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার রইল না

বেননের। ভেরোনা আর আউট-ল দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাবার পর শ্রাগ করে মার্শালের ড্যান ঘোড়াটায় চাপল বেনন, ফিরতি পথ ধরল। বুঝতে পারছে লোক হিসেবে ততোটা খারাপ নয় বেন স্টার্ক, নইলে ঝুঁকি নিতে গিয়ে খুন হয়ে যেতে হতো ওকে।

*

সূর্যের আলোর নিচে দগ্ধ হচ্ছে এল পাসো। ধুলোময় ইন্ডিয়ান, লাল শার্ট পরা টীমস্টার, দাড়িওয়ালা প্রসপেক্টররা প্লাঙ্ক ওয়াকের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। ভারী ফ্রেইট ওয়্যাগন ধুলো উড়িয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যাচ্ছে। রেইলরোডের উঠানে বক্সকারগুলো ধাতব শব্দ তুলছে।

দীর্ঘদেহী এক আগন্তুক একটা ডান ঘোড়ায় চেপে প্রবেশ করল শহরে। মার্শালের অফিসের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে ভেতরে ঢুকল সে।

স্পারের আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল মার্শাল ওয়েন ডি ওভারহোলসার। লোকটাকে দেখেই চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো তার। পুরো এক মিনিট সে তাকিয়ে থাকল সম্বিত ফিরে পাবার আগে।

'আমি তোমার ঘোড়াটা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি,' শান্ত গলায় জানাল বেনন।

'চোরের বাচ্চা চোর! অ্যাই, ধরো ওকে! কে কোথায় আছো?'

এক ঝটকায় অস্ত্র বের করে তাক করল মার্শাল বেননের বুকে।

'আস্তে,' ধীর কণ্ঠে বলল বেনন। 'হাতটা নামাতে দাও, নিজের পরিচয় দিচ্ছি আমি।'

বেননের চোখের দিকে তাকিয়ে সামান্য দ্বিধার ছাপ ফুটল মার্শালের চেহারায়।

হাত নামাল বেনন। বেল্টের বাকলটা খুলে ফেলল। ওটার

ভেতরের গোপন ওয়াটার টাইট কুঠুরি থেকে একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল ওভারহোলসারের দিকে।

কাগজটা নিয়ে চোখ বুলাল মার্শাল। পুরোটা পড়ার আগেই তার চেহারায় ফুটে উঠল নগ্ন বিস্ময়।

'রক বেনন?' ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল সে। 'অস্থায়ী রেঞ্জার? গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত?'

'এই বেচারাই সে,' হাসল বেনন।

'তাহলে...'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে নির্দেশ দিতে পারতাম। আমার নির্দেশ মানতে হতো তোমাকে। সে ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলে দেয়া হয়েছিল সে তোমার লোকদের গতিবিধি আগেই জেনে যাচ্ছে বেন স্টার্কের দল। জাগ হ্যান্ডেল ছিল এক চর। তোমার ডেপুটিদের কেউ তার লোক কিনা সেটাও আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কাজটা একাই সারব ঠিক করি।'

সামনে বেড়ে ওভারহোলসারের টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে রোল করে ধরাল একটা। ধোঁয়া ছেড়ে সংক্ষেপ করল বক্তব্য।

'প্রফেসর রুবেন স্টাসিই ছিল বেন স্টার্ক। ক্যানিয়নে তাকে তুমি পাওনি। মেক্সিকোর কাছে গিয়ে তার দেখা পাই আমি। স্যামন্য ভুলে সে পালাতে পেরেছে।'

'তাহলে লুটের টাকা নিয়ে সরে পড়েছে সে?'

'সেজন্যে আমি চিন্তিত নই,' নির্বিকার চেহারায় বলল বেনন, 'যেকাজে আমাকে পাঠানো হয়েছিল সেটা আমি করেছি। বেন স্টার্কের দল ধ্বংস হয়ে গেছে, তার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে–সবচেয়ে বড় কথা ভুল ভাবছ তুমি। লুটের সমস্ত সোনা

এবং টাকা-পয়সা উদ্ধার করা গেছে। আমার দায়িত্ব শেষ।'

'মানে?'

'যা বললাম তাই। বেন স্টার্ক যখন তার প্রেমিকাকে নিয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখছে আর প্রেমের প্যাচাল পাড়ছে, আমি তখন তার গানিস্যাক আর বস্তাগুলো থেকে সোনার বাঁট, টাকা-পয়সা সব বের করে নিয়ে বালিতে পুঁতে সেরেছি। ওর থলে আর অন্যান্য জায়গায় বালি আর পাথর ছাড়া অন্য কিছু নেই। সেটা ও টের পাবে মেক্সিকোর ভেতরে ঢুকে ব্যাগ খুললে। আমাদের আবার ওখানে ফিরতে হবে। ওখানে গেলেই লুটের মালের পুরোটা আমরা উদ্ধার করতে পারব।'

'আচ্ছা!' ঢোক গিলল ওভারহোলসার। দরজার কাছে দাঁড়ানো ডেপুটিদের দিকে তাকাল। 'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

শ্রাগ করল বেনন। 'বিশ্রাম নিয়ে। ধরো দু'ঘণ্টা।' ওভারহোলসারের কাছ থেকে পরিচয় পত্রটা নিয়ে আবার বাক্‌লের ভেতর রাখল ও। বলল, 'স্টার্ককে ধরা তোমাদের দায়িত্ব। ডাকাতির পাশাপাশি তার নামে খুনেরও অভিযোগ আছে। মাইক ফ্ল্যানারিকে খুন করেছে সে।'

'ওকে আমরা ধরবোই,' জোর গলায় প্রতিশ্রুতি দিল ওভারহোলসার। 'দরকার হলে মেক্সিকোর ভেতরে ঢুকতেও দ্বিধা করব না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মার্শালের অফিস থেকে বের হয়ে এলো ও। অনেক ধকল গেছে, কিন্তু ওর দায়িত্ব ও যতোটা সম্ভব সুষ্ঠু ভাবে পালন করতে পেরেছে। বেন স্টার্ককে ধরা পরের কাজ। সেটা সোনা উদ্ধারের পরও করা যাবে।

সমাপ্ত